আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

বিশ্বকাপের টুকিটাকি

প্রথম ম্যাচে হেরে ইতিহাস উল্টে দিল কাতার!

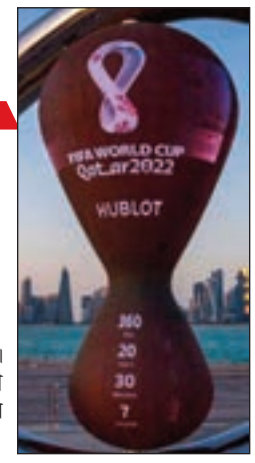
স্পোর্টস ডেস্ক: মারুর দেশে প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজন করে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখানো কাতার (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০৮ || সোমবার || পৌষ ৬ || ১৪২৯ || রবিউস সাঃ ২৬ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 08 || 21 November || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

পর্দা উঠলো মরুর বিশ্বকাপের



সামন হোসেন: এক দশকের অপেক্ষা, পরতে পরতে শঙ্কা, সমালোচনার তীক্ষ্ম তীর, অসম্ভব-সম্ভবের দোলাচল; অবশেষে হলো সব প্রতীক্ষার অবসান। আতশবাজির ঝলকানিতে আকাশ কাঁপিয়ে বিশ্বকে জানান দিয়ে পর্দা উঠলো গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ খ্যাত ফুটবল বিশ্বকাপের। ইতিহাসের প্রথম শীতকালীন বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সবার চোখ ছিল মধ্যপ্রাচ্যে। আরও নির্দিষ্ট করে বললে কাতারের রাজধানী দোহায়। বিশেষ করে ৬০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতার আল বায়াত স্টেডিয়ামের দিকে। সেখানেই বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হয় বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ৪৫ মিনিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মাঠের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় স্বাগতিক কাতার ও ইকুয়েডর। যদিও বিশ্বকাপের জমকালো উদ্বোধনের পরই হতাশার চাঁদরে ঢেকে যায় কাতারের আল (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

কাতারকে হারিয়ে বিশ্বকাপে ইকুয়েডরের শুভসূচনা

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক কাতারকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইকুয়েডর। এর মাধ্যমে ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে শুভসূচনা করল লাতিন আমেরিকার দেশটি। মরুর বুকে আয়োজিত বিশ্বকাপে প্রথম গোল করেন ইকুয়েডরের তারকা ফরোয়ার্ড এনার (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে কি নতুন প্রজন্ম ?

জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী যুবকের লাশ উদ্ধার ঃ বান্ধবী নিয়ে রহস্য

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ ইনক'র প্রধান উপদেষ্টা হাফিজুর রহমান (গিনি)-এর প্রথম পুত্র পুলক ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। সিটির জ্যামাইকাস্থ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কলোরাডোয় নাইট ক্লাবে বন্দুক হামলায় নিহত ৫

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে কলোরাডোয় সমকামীদের একটি নাইট ক্লাবে বন্দুক হামলায় পাঁচজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় সময় (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

সিলেটে গণসমাবেশ

আ.লীগের দাবি মানুষ সাড়া দেয়নি, বিএনপির সন্তোষ

আবদুর রশিদ রেনু, সিলেট থেকে: সিলেটে সদ্যসমাপ্ত বিএনপির গণসমাবেশ নিয়ে নানা বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। এ আয়োজনকে বিএনপি সফল বলে দাবি করলেও স্থানীয় আওয়ামী লীগ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

মাহাথিরের অবিশ্বাস্য পরাজয়



আহমাদুল কবির, মালয়েশিয়া থেকে: দুই দশকেরও বেশি সময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা মাহাথির মোহাম্মদ ৫৩ বছরে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawnyc@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাকা ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

THANKSGIVING Special



ইত্যাদি
ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL

73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

Whole Turkey $145

Half Turkey $85

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 14 // 2022

থাইল্যান্ডে পরমাণু চুল্লি নির্মাণ করবে যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্ক : সহযোগিতার অংশ হিসেবে থাইল্যান্ডে ছোট আকারের পরমাণু চুল্লি নির্মাণ করে দেবে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ব্যাংকক সফরকালে শনিবার এ ঘোষণা দিয়েছেন। খবর ব্যাংকক টাইমসের। থাইল্যান্ডের কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নেই। তবে ১৯৬২ সাল থেকে দেশটিতে একটি ছোট পারমানবিক গবেষণাকেন্দ্র রয়েছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতাবিষয়ক জোটের (এপেক) সম্মেলনের অবকাশে কমলা হ্যারিস এ কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, যেসব দেশ নিজেদের কার্বন নিউট্রাল্ব করতে চায়, তাদের সহযোগিতার অংশ হিসেবে ছোট আকারের পরমাণু চুল্লি নির্মাণ করা হবে। জলবায়ু ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে থাইল্যান্ড, ২০২৫ থাইল্যান্ডকে কার্বন নিউট্রাল্ব দেশে পরিণত করতে ওয়াশিংটন সহযোগিতা করবে বলে তিনি জানান। পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনে যে গ্যাসের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তা হচ্ছে কার্বন-ডাই অক্সাইড। এই গ্যাস নিঃসরণে শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর একটি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।



ট্রাম্পকে টুইটার অ্যাকাউন্ট ফেরত দিলেন ইলন মাস্ক

ঢাকা ডেস্ক: দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞার পর টুইটারে নিজের অ্যাকাউন্ট ফিরে পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। টুইটারের নতুন মালিক ইলন মাস্ক একটি জরিপ চালানোর পর ট্রাম্পের বিতর্কিত টুইটার অ্যাকাউন্টটি শনিবার সচল করা হয়েছে।

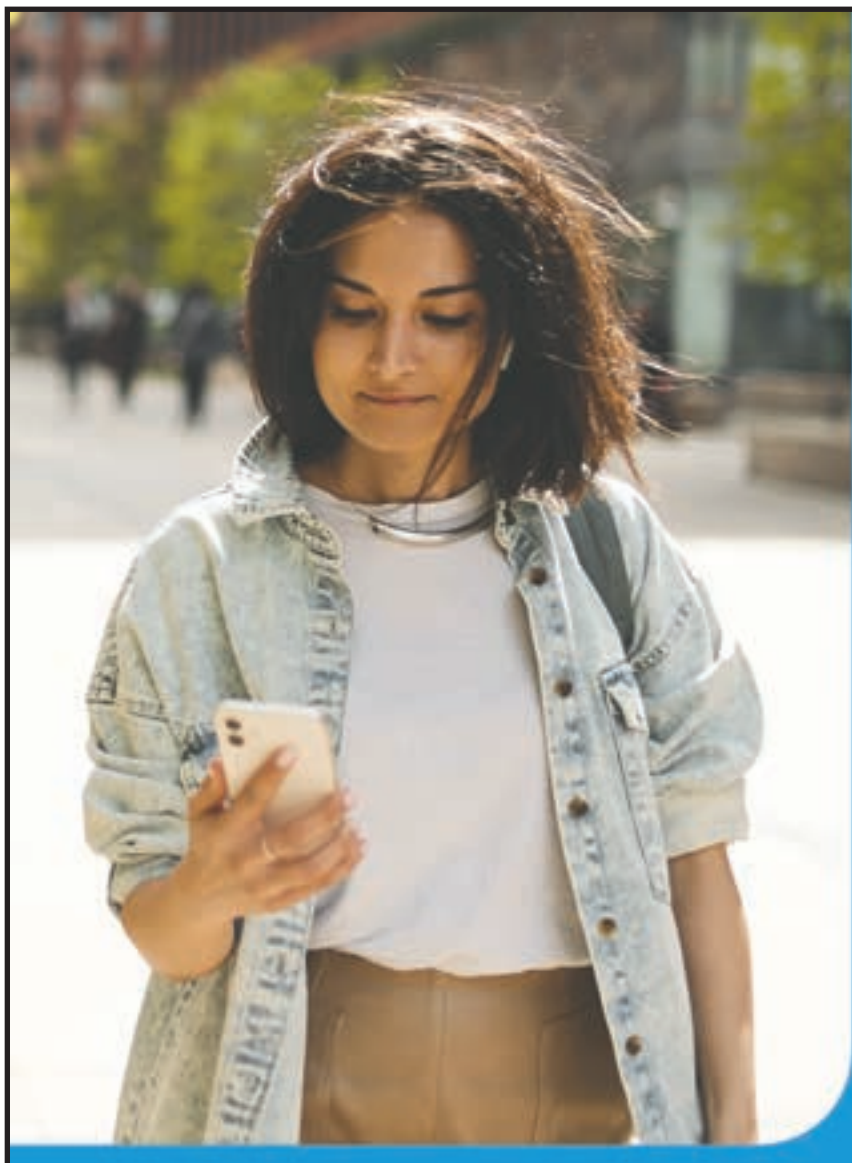
মূলত সাবেক এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে যাওয়ার জন্য আবার প্রার্থিতা ঘোষণা করার কয়েক দিন পরই ওই জরিপে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটাররা ট্রাম্পের টুইটার অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার এ পদক্ষেপকে সমর্থন করেন। মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক তার অ্যাকাউন্টে ২৪ ঘণ্টার টুইটার পোল শেষ হওয়ার পর পরই দেওয়া এক টুইটবার্তায় বলেন, 'লোকজন সমর্থন দিয়েছে। ট্রাম্পকে টুইটারে পুনর্বহাল করা হবে।'

প্রতিদিন ২৩৭ মিলিয়ন ব্যবহারকারী টুইটার ব্যবহার করে থাকেন। এর মধ্যে ১৫ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী (ট্রাম্পের) বিতর্কিত অ্যাকাউন্ট পুনর্বহাল করা হবে কিনা তা নিয়ে ভোট দিয়েছেন।

জরিপে ৫১.৮ শতাংশ অ্যাকাউন্ট পুনঃস্থাপন করার পক্ষে এবং ৪৮.২ শতাংশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের প্রতীক ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ভবনে হামলা ও সহিংসতা চালাতে সমর্থকদের উসকানি দেওয়ার অভিযোগে গত বছরের জানুয়ারিতে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে নিষিদ্ধ হন ট্রাম্প।





আপনি কি আপনার ইউটিলিটি বিলে ছাড় পাওয়ার জন্য যোগ্য?

আপনি যোগ্য কিনা দেখুন।

আপনি যদি কোনও সরকারী সহায়তা প্রোগ্রাম থেকে সুবিধা পান, তাহলে আপনি আপনার ইউটিলিটি বিলের উপর ছাড়ের জন্যও যোগ্য হতে পারেন।

আমাদের উপলভ্য বিকল্পগুলি খুঁজতে conEd.com/BillHelp এ যান এবং আপনার যোগ্যতা পরীক্ষা করুন।

conEdison









সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায়

কুলাউড়া উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম সফি আহমদ সলমানকে নাগরিক সংবর্ধনা

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) তারেক হাসান: সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম সফি আহমদ সলমানকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। বুধবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে কুলাউড়া বঙ্গবন্ধু উদ্যানে নাগরিক সংবর্ধনা কমিটির আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিটির আহবায়ক মনসুর আহমদ চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি নিয়াজুল ইসলাম তায়েফের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রেণু, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: মেহেদী হাসান, কুলাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুছ ছালেক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুহিত টুটু, ব্রাহ্মণবাজার ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ মমদুদ হোসেন, উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ আব্দুল মুবিন জিহাদী এবং গীতা পাঠ করেন কুলাউড়া সিটিএস মন্দিরের দামোদর মহারাজ।

অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একেএম সফি আহমদ সলমান বলেন, বর্তমান সরকারের সময় শিক্ষাবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের এই অর্জন কুলাউড়াবাসীর। জাতীয় পর্যায়ে শেশ্রষ্ঠত্ব পেলেই আজকের এই আয়োজনের সফলতা আসবে।

অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সন্ধায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।



ভাটেরায় বিশ্বকাপ উপলক্ষে প্রীতি ম্যাচ

আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন









কুলাউড়া প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনায় মেতেছে সারা বিশ্ব। আর সেই উন্মাদনায় মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার ভাটেরায় অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ বনাম আর্জেন্টিনা সমর্থকদের প্রীতি ফুটবল ফাইনাল ম্যাচ। বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) বিকেল চারটায় ভাটেরা স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে ভাটেরা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির আয়োজনে ও ভাটেরা ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ এ কে এম নজরুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ খেলার আয়োজন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী কমিউনিটি নেতা ও টাইম টেলিভিশনের অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, কমিউনিটি নেতা হারুন উর রশীদ, যুক্তরাজ্য প্রবাসী কমিউনিটি নেতা সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ফরহাদ হোসেন লিটু ও অলিউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় এ প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ভাটেরা ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ এ কে এম নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব মিছবাহুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ একেএম সফি আহমদ সলমান, কুলাউড়া পৌরসভার মেয়র অধ্যক্ষ সিপার উদ্দিন আহমদ, বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবু ইমাম মো: কামরান চৌধুরী, রাজনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বিলকিস বেগম, জুড়ী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাস, ভাটেরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইব্রাহীম তালুকদার, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা আলী হায়দার, মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের সদস্য বদরুল আলম সিদ্দিকী নানু, ব্রাহ্মণবাজার ইউপি চেয়ারম্যান মো: মমদুদ হোসেন, কুলাউড়া সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোসাদ্দিক আহমদ নোমান, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো: জাকারিয়া, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ভাটেরা ইউনিউয়ন পরিষদের সকল সদস্য ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

খেলায় আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। এর আগে বুধবার সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে উঠে আর্জেন্টিনা। সহস্রাধিক ক্রিড়ামোদী খেলাটি উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভাটেরা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সভাপতি হৃদয় আহমদ সাগর ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমদ।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সংকটের মুখে পোশাক শিল্প

অর্থনীতির স্বার্থেই এ খাতের সুরক্ষা প্রয়োজন

করোনা মহামারির ধকল কাটিয়ে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প যখন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল, তখনই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে দেশের বৃহত্তম রপ্তানি খাতটি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বের অর্থনীতিই সংকুচিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশসহ সারা বিশ্বেই দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতি। উন্নত বা ধনী দেশগুলোও মূল্যস্ফীতি মোকাবিলায় কৃচ্ছ্রসাধন করছে। সেসব দেশের সাধারণ মানুষও কমিয়ে দিয়েছে কেনাকাটা। তাই পোশাকের অর্ডার কমিয়ে দিয়েছে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা এখন পোশাকের দাম কমানোর জন্য চাপ দিচ্ছে।

অন্যদিকে দেশে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটের প্রভাব পড়েছে তৈরি পোশাক শিল্পে। প্রতিষ্ঠানগুলো এ সংকটের কারণে অর্ডার নিতে পারছে না; আবার বিদেশি ক্রেতারাও অর্ডার দিতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে। ইতঃপূর্বে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে বেড়েছে খরচ, যা এ শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে। সব মিলে তৈরি পোশাক শিল্প গভীর সংকটের সম্মুখীন। সামনের দিনগুলোতে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তা অনিশ্চিত।

বস্তুত এ পরিস্থিতি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যই উদ্বেগজনক। কারণ তৈরি পোশাক শিল্প আমাদের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত; অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। তাই এ শিল্পের সংকট কাটাতে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে দ্রুত। সরকার, অর্থনীতিবিদ, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং এ শিল্পের ব্যবসায়ীদের আলোচনার মাধ্যমে সংকট উত্তরণে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

এটি সত্য, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান আমাদের হাতে নেই। তবে করোনাকালের মতো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সহায়তার মাধ্যমে সরকার এ শিল্পের পাশে দাঁড়াতে পারে। দেশে শিল্প খাতে বিদ্যমান গ্যাস-বিদ্যুতের ঘাটতি সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কমিয়ে আনা যেতে পারে। গ্যাস ও বিদ্যুতের অবৈধ লাইনগুলো বন্ধ করে দিলে এবং অপচয় কমিয়ে আনা হলে উপকৃত হতে পারে শিল্প খাত।

করোনাকালে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করায় শিল্প খাত ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছিল। শিল্পের জন্য এ ধরনের ব্যাংকিং সহায়তা অব্যাহত রাখা দরকার। দুর্ভাগ্যবশত দেশের ব্যাংক খাত সুশাসনের অভাব, দুর্নীতি, খেলাপি ঋণের মাত্রাতিরিক্ত ঊর্ধ্বগতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। করোনা ও বৈশ্বিক সংকটের প্রভাব এ দুর্বলতাকে আরও গভীর করেছে।

দুর্বল ব্যবস্থাপনার কারণে ব্যাংকগুলো খেলাপিদের কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায়ে ব্যর্থ হচ্ছে। জানা গেছে, গত জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর এই দীর্ঘ সময়ে দেশের সবচেয়ে বড় ব্যাংক সোনালী ব্যাংক শীর্ষ ১৫ ঋণখেলাপির কাছ থেকে ১ টাকাও আদায় করতে পারেনি। এই যদি হয় ব্যাংক খাতের অবস্থা, তাহলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে চলবে?

বিশেষত এই সংকটকালে বাংলাদেশ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত এদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া। অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো শিল্প খাত। এক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশি। এ খাত শুধু দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডারকেই সমৃদ্ধ করেনি, একইসঙ্গে নিশ্চিত করেছে অগণিত মানুষের কর্মসংস্থান। কাজেই তৈরি পোশাক শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার বিকল্প নেই।

মধ্যবর্তী নির্বাচন কি বিশ্বের স্বৈরশাসকদের হতাশ করল?

জাহেদ উর রহমান

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বৈরশাসকেরা এবার অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে খেয়াল রাখছিলেন বলে আমার ধারণা। এই অনুমান যদি সঠিক হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে এটাও বলা যায়, নির্বাচনের ফলাফলে তাঁদের অনেকেই হতাশ হয়েছেন। কেন এমনটা বলছি সে ব্যাখ্যায় আসব কলামের পরের দিকে।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচন এবারকার মতো এতটা গুরুত্ব সম্ভবত পায়নি। যেহেতু এই নির্বাচনে ইউএস কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ) সব সদস্য এবং উচ্চকক্ষ সিনেটের কমবেশি এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হন, তাই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা মধ্যবর্তী নির্বাচনকে দেখে থাকেন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট কত সহজে আইন পাস করতে পারবেন, কিংবা আইন পাসে কতটা বাধার মুখোমুখি হবেন, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। যেহেতু ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকালীন মোটামুটি অর্ধেক মেয়াদে এসে এই নির্বাচন হয়, সেহেতু এটাকে প্রেসিডেন্টের একধরনের গণভোট হিসেবেও দেখা হয়। কিন্তু এবার নির্বাচনের গুরুত্ব শুধু এই জায়গায় থেমে থাকেনি।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছিল, নানা জনমত জরিপ এবং অনেক বিশ্লেষকের বিশ্লেষণে জানা যাচ্ছিল এই নির্বাচনে একটা বড় লাল ঢেউ (রেড ওয়েভ) দেখা যাবে। রিপাবলিকানদের পরিচয়বাহী লাল রঙের ঢেউ মানে বিরাট ব্যবধানে রিপাবলিকানদের জয়। কিন্তু না, লাল ঢেউয়ের দেখা মেলেনি নির্বাচনী ফলাফলে। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, রিপাবলিকানরা নিশ্চিতভাবেই কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ) নিয়ন্ত্রণ পেয়ে গেছে। সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের মধ্যে রিপাবলিকানরা প্রয়োজনীয় ২১৮টি আসনে এবং ডেমোক্র্যাটরা ২০৯টি আসনে জয়ী হয়েছে। এ ছাড়া অন্য আসনগুলোর ফল ঘোষিত হয়নি।

ইউএস কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের অনেক সিট হারানো একেবারে প্রতিষ্ঠিত রীতি। ২৫ থেকে ৩০টি সিটে পরাজিত হয় ক্ষমতাসীনেরা। আছে বড় পরাজয়ের নজিরও। ২০১০ সালে বারাক ওবামা তাঁর প্রথম মেয়াদে যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখোমুখি হন, তাতে প্রতিনিধি পরিষদে আগেরবারের তুলনায় ৬৩টি সিট হারিয়েছিলেন। এই বিবেচনায় প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্র্যাটদের পরাজয়কে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোটই বলতে হবে।

ওদিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চকক্ষ সিনেটে এর মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ডেমোক্র্যাটরা। একটি আসনের ফলাফল বাকি থাকতেই তারা ৫০টি আসন পেয়ে গেছে। নিষ্পত্তি না হওয়া আসনটি তারা যদি হারায়ও, তবু আগের সিনেটের মতোই সমানসংখ্যক আসন হবে দুই দলের। সে ক্ষেত্রে সিনেটের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্ধারণী ভোট দিতে পারবেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস।

ডেমোক্র্যাটরা এবারকার নির্বাচন যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে, সেটা আসলেই তাদের খুব প্রতিকূলে ছিল। করোনার মধ্যে মানুষ চরম সংকটে দিন কাটিয়েছে। এরপর রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনে স্মরণকালের সবচেয়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে আমেরিকান ভোটারদের জীবনে নানা সংকট তৈরি হয়েছে। মরিয়া বাইডেন সৌদি আরব সফর করেছিলেন তেলের দাম কমানোর ব্যাপারে সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমানকে (এমবিএস) রাজি করানোর আশায়। কিন্তু অনেক কৌশলগত কারণ থাকলেও এর মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল, মধ্যবর্তী নির্বাচনে বাইডেনকে ঝামেলায় ফেলে ট্রাম্পের জন্য সুবিধা তৈরি করা। সৌদি আরবের এই সমালোচিত 'ক্রাউন ফ্রেন্ড' ট্রাম্পের শাসনামলে একেবারে নির্বিঘ্নে যাচ্ছেতাই করতে পেরেছিলেন।

সার্বিক প্রতিকূলতা বিচার করলে এবারকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটরা খারাপ করেনি। কিন্তু পার্টি পর্যায়ে যাই ঘটুক না কেন, একজন ব্যক্তি আসলে প্রার্থী না হয়েও তুমুল আলোচিত ছিলেন এই নির্বাচনে। তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই নির্বাচন তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক পূর্বাভাস দিয়েছে। এবারের নির্বাচনে প্রত্যাশার কাছাকাছি ফল পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প যথারীতি নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেছেন। গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর একই কাজ করেছিলেন তিনি। এমনকি ১৫ নভেম্বর যখন তিনি আগামী নির্বাচনে নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন, সেখানেও রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়াসহ সবাই তাঁর বিপক্ষে কেন্দ্র করে তদন্তকে নির্দেশ করছি না। নিশ্চিতভাবেই এই তদন্ত এবং বিচারকে কেন্দ্র করে ট্রাম্পের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। কিন্তু এই নির্বাচন তাঁর সামনে একটা নতুন ঝুঁকিও তৈরি করেছে।

এবারের নির্বাচনে ফ্লোরিডার গভর্নর নির্বাচনে পরপর দ্বিতীয়বারের মতো রন ডিস্যান্টিস জয়ী হওয়ায় আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের প্রার্থী হিসেবে ট্রাম্পের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে হাজির হয়েছেন। এতে ট্রাম্প এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে তিনি প্রকাশ্যে এমন সব কথাবার্তা বলছেন, তাতে আছে—এমন বক্তব্য দিয়ে শুরু করেছেন তাঁর বক্তৃতা। এই ভদ্রলোককে আমেরিকার মতো বিকশিত গণতন্ত্রের নয় বরং তৃতীয় বিশ্বের আধা কর্তৃত্বপরায়ণ দেশের রাজনীতিবিদ হিসেবেই বেশি মানায়।

> **ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারা কিংবা পারলেও ডেমোক্র্যাটদের কাছে পরাজিত হওয়া শুধু আমেরিকা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির জন্যই একই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। 'ট্রাম্পিজম' একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ। রাজনীতিতে এসে ট্রাম্প যা যা করেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পথে যা যা করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যা যা করেছেন—সবকিছু মিলিয়েই ট্রাম্পিজম।**

এবারের ইউএস কংগ্রেস নির্বাচনে একটা লাল ঢেউ হলে সেটা জনাব ট্রাম্পকে আরও বেশি শক্তিশালী করে তুলত, আরও বেশি কর্তৃত্ববাদী বানাত। সেটা তো হয়নি বরং তিনি আদৌ রিপাবলিকান পার্টি মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে পারবেন কি না সেই সংশয় তৈরি হতেও শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে আমি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ক্যাপিটলে হামলাকে আমেরিকার আর কোনো শীর্ষ রাজনীতিবিদ হলে আমরা অবাক হতাম, ট্রাম্প বলেই হয়তো আমরা অবাক হচ্ছি না। মোদ্দাকথা হচ্ছে, কোনো আইনি সমস্যায় না পড়লেও নিজের দলের মধ্যেই এমন সমস্যায় ট্রাম্প পড়েছেন যে আখেরে দলের হয়ে নির্বাচন করার যোগ্যতা তিনি অর্জন করবেন কি না, সেটাই প্রশ্নের মুখোমুখি।

এই সার্বিক পরিস্থিতিতে ট্রাম্প যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ঘোষণা দিলেন, এক ঘণ্টার বেশি স্থায়ী বক্তৃতায় অনেক কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি সেই আগের ট্রাম্প নন। তাঁর কথা বলার ধরনে এবং মুখ ও শরীরী ভাষায় আগের মতো আত্মবিশ্বাস এবং আক্রমণাত্মক ঢং কোনোটিই ছিল না। ট্রাম্প যে ধারার রাজনীতি করেন, তার সঙ্গে এই জিনিসগুলোর অনুপস্থিতি খুবই বেমানান ঠেকে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারা কিংবা পারলেও ডেমোক্র্যাটদের কাছে পরাজিত হওয়া শুধু আমেরিকা নয়, বৈশ্বিক রাজনীতির জন্যই একই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। 'ট্রাম্পিজম' একটা পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ। রাজনীতিতে এসে ট্রাম্প যা যা করেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পথে যা যা করেছেন এবং প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর যা যা করেছেন—সবকিছু মিলিয়েই ট্রাম্পিজম। এই প্যাকেজের মধ্যে নীতিগত বিষয় যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর চিন্তা এবং আচরণগত ব্যাপারও। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্প যা যা করেছেন, সেটা আমেরিকার ইতিহাসেই অনেক ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব ব্যাপার।

'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন', ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ২০১৬ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় খুবই সফলভাবে এই স্লোগান ব্যবহার করেছিলেন। আলোচিত স্লোগানটিতে 'অ্যাগেইন' শব্দটি থাকার মানে হচ্ছে যাঁরা এই স্লোগান ব্যবহার করছেন, তাঁদের বিবেচনায় অন্তত সেই সময়ের আমেরিকা 'গ্রেট' ছিল না। ক্ষমতাসীন নন, এমন কোনো প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জন্য এটি একটি মোক্ষম স্লোগান তো বটেই। আগেও এই স্লোগান 'লেটস' যোগ করে বা না করে ব্যবহৃত হলেও সর্ব সাম্প্রতিক ব্যবহারটা ডোনাল্ড ট্রাম্প করেছেন। আমেরিকাকে গ্রেট বানানোর জন্য ট্রাম্প যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেটা জানা যাবে তাঁর আরেকটি স্লোগানে, 'আমেরিকা ফার্স্ট'। এই স্লোগান দিয়ে আমেরিকা তার দেশের বাইরের অন্য সবকিছু প্রতি মনোযোগ কমিয়ে দিয়ে নিজের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলে।

মজার ব্যাপার, আগে দুটি বিশ্বযুদ্ধের

(বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ফজর	৫.৩১	৫.৩২	৫.৩৩	৫.৩৪	৫.৩৫	৫.৩৫	৫.৩৬
সূর্যোদয়	৬.৫০	৬.৫১	৬.৫২	৬.৫৩	৬.৫৪	৬.৫৫	৬.৫৭
জোহর	১১.৪২	১১.৪২	১১.৪৩	১১.৪৩	১১.৪৩	১১.৪৩	১১.৪৪
আসর	২.৫২	২.৫১	২.৫১	২.৫০	২.৫০	২.৪৯	২.৪৯
মাগরিব	৪.৩৪	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৩২	৪.৩২	৪.৩১	৪.৩১
এশা	৫.৫২	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫০	৫.৫০

বিশেষ ঘোষণা

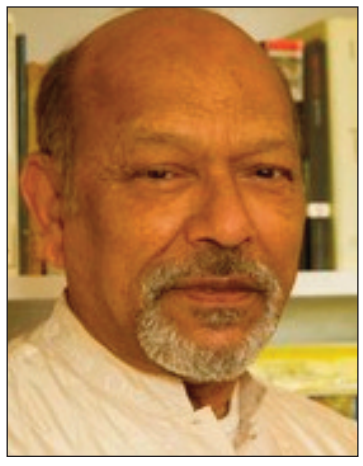
নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

স্মরণ : মওলানা ভাসানী

মুক্তচিন্তা ও সংগ্রামের পথপ্রদর্শক



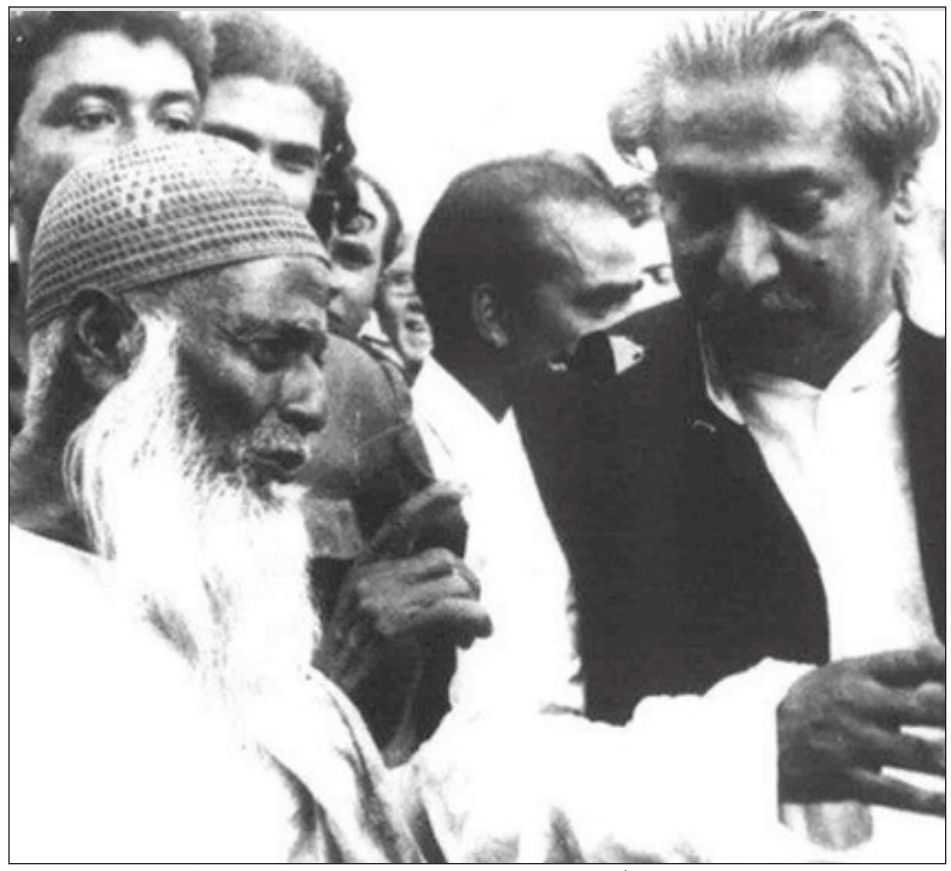
গাজীউল হাসান খান

যুক্তিবাদিতা ও মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না। এক্ষেত্রে মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বিধিবিধান কিংবা অনুশাসন মানুষকে সমাজবদ্ধভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। তবে সে পথগুলোয় বিরাজিত কিংবা অন্তর্নিহিত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সচ্ছল মুক্তির পথ নিশ্চিত করতে যুক্তি ও মুক্তচিন্তার প্রয়োজন। জ্ঞানী মানুষ কিংবা তাত্ত্বিকরা সে পথ যুক্তি, মুক্তচিন্তা কিংবা বৃহত্তরভাবে গবেষণার (ইজতেহাদ) মাধ্যমে খুঁজে পেয়ে থাকেন। সে পথ কেউ অবরুদ্ধ করতে পারে না। তবে সেক্ষেত্রে চাই মানসিক প্রস্তুতি। সর্বাগ্রে দেখতে হবে আমরা অনিয়ম, অনাচার, দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, বিশেষ করে কায়েমি স্বার্থ বা ক্ষমতার লড়াই থেকে বেরিয়ে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে হাঁটতে প্রস্তুত কি না।

ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও বাংলাদেশের জাতীয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে ধর্মীয় গন্ডির বাইরেও সময়োচিতভাবে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এ কারণেই ভাসানী একজন ধার্মিক হয়েও ধর্মনিরপেক্ষতার অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে থেকেও বারবার সমাজ বিপ্লবের কথা বলেছেন। সেটি তার যুক্তিবাদিতা ও মুক্তচিন্তার ফসল। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে প্রচলিত বিধিবিধানের বাইরেও পথ অনুসন্ধান করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশবাসীর মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত তাকে দিয়েছিল গণ-আন্দোলনে সাফল্য।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ব্যক্তিগতভাবে ভাসানী নিজেকে রাষ্ট্রক্ষমতায় আধিষ্ঠিত করার জন্য রাজনীতি করেননি। তার লক্ষ্য ছিল অপশাসন, শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক কিংবা মেহনতি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা। সেক্ষেত্র বিভিন্ন সময় তার গৃহীত বিভিন্ন রাজনীতি ও রণকৌশলের অগ্নিঝরা তান্ডবের কারণে কেউ তাকে বলেছেন বিদ্রোহী, আবার কেউ বলেছেন বিপ্লবী অগ্নিপুরুষ। ভাসানীর আজন্ম আপসহীন সংগ্রামের সঙ্গে চিরায়ত ধর্মের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। ধর্ম পালন করেও তিনি ছিলেন প্রশ্নাতীতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রের মাঠে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে পেরেছিলেন সমাজ বিপ্লবের। রাজনীতিগতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে যে কর্মসূচি কিংবা কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা বাস্তবসম্মত ছিল, তিনি নির্দ্বিধায় দৃপ্ত পদভারে সে পথেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে সমালোচক কিংবা নিন্দুকেরা তাকে যত অপবাদই দিক না কেন, তিনি তার পরোয়া করেননি। কারণ রাজনীতিগতভাবে তার ক্ষমতা হরানোর কোনো ভয় ছিল না। এটিও একজন আপসহীন নেতা হিসাবে সংগ্রামের ক্ষেত্রে তার সাফল্যের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তার সংগ্রামের কারণে তিনি চেয়েছিলেন জনগণের মুক্তি, কোনো ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান কিংবা প্রতিদান নয়। সে মানসিক প্রস্তুতি, দীর্ঘদিনের জেল-জুলুম ও লাগাতার সংগ্রামই একদিন তাকে এনে দিয়েছিল এক 'মুকুটহীন সম্রাটে'র অভিধা।

ভাসানীর সংগ্রামের ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিরোধ সৃষ্টি না করলেও ফতোয়াবাজরা তাকে বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করতে তৎপর ছিল। কিন্তু ভাসানীর যুক্তি, মুক্তচিন্তা এবং আপসহীন লড়াইয়ের পরিপার্শ্বিকতায়



সেগুলো ধোপে টেকেনি। তার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রধান কারণ ছিল একজন মওলানা হয়েও তিনি কেন ইসলামি জোটের 'পাকিস্তানী পলিটিক্স'-এর ত্রিসীমানায় নেই। গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও বামপন্থি, কমিউনিস্ট কিংবা বিপ্লবীদের সঙ্গে তার কেন সব গোপন আঁতাত।

ভাসানী দর্শনে ও মননে ছিলেন একজন নির্ভেজাল বাঙালী। একজন প্রগতিবাদী, আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে, একজন বিপ্লবী। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বাহারউদ্দিন প্রকাশিত 'আফলাতুনের পৃথিবী-যুক্তি ও মুক্তচিন্তার বৃত্তান্ত' গ্রন্থে তিনি যুক্তি ও মুক্তচিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মীয়, বিশেষ করে ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, ধর্মীয় (ইসলাম) কারণে তৎকালীন আরববিশ্বের দার্শনিকদের যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার ক্ষেত্র অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। দার্শনিক ইবনে রুশদ তার সময়ে আরববিশ্বে ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি। রুশদ ইসলাম কিংবা কুরআনের আলোকে যুক্তিবাদিতা ও মুক্তচিন্তার স্বাধীনতা নিয়ে বেশ সরব হয়েছিলেন। এটি অপ্রয়োজনীয় কিংবা নিষিদ্ধ নয়। সে দর্শনচর্চা অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল বলে তিনি মতপ্রকাশ করেছেন। বাহারউদ্দিন একপর্যায়ে ইবনে রুশদের উদ্ধৃতি দিয়ে এও বলেছেন, ইবনে রুশদের বিশ্বাস ছিল অ্যারিস্টটলের দর্শন মানুষের কাছে স্রষ্টার সেরা প্রত্যাদেশ। তার বাণীর সঙ্গে ধর্মের কোথাও বিরোধ নেই, বরং ধর্মের সত্যকে পরিপূর্ণ করে বহু চর্চিত গ্রিক দার্শনিক ভাবনা। ধর্ম যেখানে অর্ধসত্যের খবর দেয়, সেখান থেকে মানুষকে পূর্ণ সত্যের দরজায় পৌঁছে দেন দার্শনিক। এখানেই রুশদের চিন্তার পূর্ণতা, বলেছেন বাহারউদ্দিন। মওলানা ভাসানীর দর্শন, বিশেষ করে যুক্তিবাদিতা ও মুক্তচিন্তার পথ, সেভাবেই অগ্রসর হয়েছিল। ভাসানী মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। পাশাপাশি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন মানুষের মুক্তচিন্তার পথ। সে কারণেই কৃষক-শ্রমিকরাজ কিংবা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন তার অন্তরের গভীর আধ্যাত্মিক প্রত্যাশা-'রবুবিয়াহ' প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে ভাসানীর মতে মানুষ, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কোনোভাবেই সার্বভৌম হতে পারে না। কারণ উল্লিখিতদের রয়েছে সর্বক্ষেত্রে নিদারুণ সীমাবদ্ধতা। তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এখন একমাত্র রবই (আল্লাহ) স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সব ক্ষমতার অধিকারী। আর সেই স্রষ্টাই নিশ্চিত করতে পারেন মানুষের সব ইহলৌকিক ও পারলৌকিক চাহিদা, ক্ষমতা ও অধিকার। অন্য কেউ নয়।

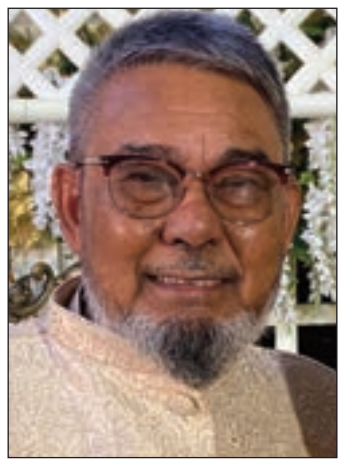
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কিংবা বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যথাযথ পাঠ ভাসানীর ছিল। পাশাপাশি আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত অগ্রসর। যমুনার বুকে নৌকায় অবস্থান করে রাতের পর রাত তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। সেই নির্জন পরিবেশে তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন সমস্যার সমাধান। 'রবুবিয়াহ' প্রতিষ্ঠার ধারণা ভাসানীর দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের গভীর সাধনার এক উল্লেখযোগ্য ফসল। তিনি পার্থিব-অপার্থিব, বাস্তব-অবাস্তব এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকেও গভীর চিন্তাভাবনায় নিয়োজিত ছিলেন। মানুষের পার্থিব বা দৈনন্দিন চাহিদার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চাহিদারও একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মানুষ জড় পদার্থ নয়। তার একটি স্পর্শকাতর অমূল্য জীবন রয়েছে এবং সে জীবনের রয়েছে একটি মনোজগৎ। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকার মানুষের মনোজগতের কোনো চাহিদাকেই মেটাতে পারে না। এগুলো যুক্তিবাদের বহির্ভূত কোনো বিষয় নয়। চীনের প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, দার্শনিক কিংবা শিক্ষক কনফুসিয়াস, যার জন্ম হয়েছিল খ্রিষ্টের প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগে, তিনিও এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। দিয়ে গেছেন একটি মানবদর্শন কিংবা ধর্ম, যা আজও চীনে অসংখ্য মানুষ অনুসরণ করে, চর্চা করে।

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন ছিন্নমূল মানুষ। শৈশবেই তিনি পিতা-মাতা, ভাইবোন হারিয়েছিলেন। বেড়ে উঠেছিলেন একজন ভুখা-নাঙ্গা শ্রমজীবী মানুষ হিসাবে। শোষণ, শাসন, বঞ্চনা, সামাজিক বৈষম্য ও অনাচার কাকে বলে, শৈশব থেকেই তিনি সে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এ কারণেই ব্রিটিশশাসিত ভারতে কিংবা আসামের প্রত্যন্ত প্রান্তরে তিনি লড়াই করেছেন অধিকারহারা মানুষের জন্য। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধেও আপসনহীনভাবে চালিয়ে গেছেন তার লড়াই। তিনি জানতেন, পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের কাছ থেকে প্রথাগত আচরণের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা অসম্ভব। তাই তিনি প্রচার করেছিলেন সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা। তিনি জানতেন, প্রথাগত সংগ্রামের মাধ্যমে ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্ভব নয়। তাই তিনি বেছে নিয়েছিলেন রাজপথের অব্যাহত লড়াইকে। পাশাপাশি মানুষের মনোজগতের খোরাকের জন্য তিনি দেখিয়েছেন আধ্যাত্মিক কিংবা ধর্মচর্চার পথ। ভাসানী প্রথাগতভাবে শুধু একজন রাজনীতিকই ছিলেন না, ছিলেন এক যুগোপযোগী শিক্ষকও। এক অলৌকিক বিপ্লবী পুরুষ, যিনি এখনো বিভিন্ন সংকটে আমাদের পাশে দাঁড়ান। পথ দেখান।

লেখক: বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
e-mail: gaziulhkhan@gmail.com



মওলানা ভাসানীর ১৯৭০ এর নির্বাচন বর্জন ছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দূরদর্শী সিদ্ধান্ত



আতিকুর রহমান সালু

মূল কথায় যাওয়ার পূর্বে মওলানা ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষ ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত কাগমারীতে ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী ৮, ৯ ও ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল সম্মেলন। উক্ত সম্মেলন ডাকা হয়েছিল "শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক" সম্মেলনের নামে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে উক্ত সম্মেলণ এতদঅঞ্চলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ও বাঙালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষে রাখে এক অসাধারণ ভূমিকা।

এই সম্মেলনই ইতিহাসে 'ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন' নামে খ্যাত'। উক্ত সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী প্রয়াত আতোয়ার রহমান ও শেখ মুজিবর রহমান সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাংসদ, মন্ত্রী এবং দেশ-বিদেশের বরেন্য ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সহ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। আমার মরহুম পিতা নূরুর রহমান খান ইউসুফজাই ছিলেন তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের বঙ্গীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদের সদস্য ও মওলানা ভাসানীর পৃষ্টপোষক। যিনি বরাবরই মওলানা ভাসানীর দেশ প্রেমের প্রশংসা করতেন। সম্মেলনের দিন পিতার হাত ধরে সেই সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ হয়। সে এক হৈ-হৈ কান্ড ও রৈ-রৈ ব্যাপার। সম্মেলনে আগমনের পথে পথে নির্মিত হয় অসংখ্য তোড়ন। মওলানা মোহাম্মদ আলী তোড়ন, মওলানা শওকত আলী তোড়ন, মহাত্মা গান্ধীতোড়ন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তোড়ন, শহীদ তীতমীর তোড়ন সহ অসংখ্য তোড়ন।

এছাড়া ছিল অসংখ্য দোকান পাট, চুড়ি, শাড়ী, লুঙ্গী, গামছা, চায়ের স্টল ও খাবারের দোকান। এই সম্মেলনে বিশাল-বিশাল ডেকচী করে চাল-ডাল, গোস্ত ও শবজী দিয়ে রান্না হত সুস্বাদু খিচুরী। যা হুজুর ভাসানীর খিচুরী নামে এখনও বিখ্যাত। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে এত তোড়ন তার মধ্যে হুজুর ভাসানীর নামে কোন তোড়ন ছিলনা। কারণ হুজুরের নিষেধ ছিল তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নামে কোন তোড়ন নির্মান করা যাবেনা। ভারতের ধুবরি, আসাম, ভাসান চরে, টাঙ্গাইলের, সন্তোষের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়ার মহীপুর, পাঁচবিবিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন যত মসজিদ, মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কোনটিতেই তিনি প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার করেননি। যথার্থ অর্থেই তিনি ছিলেন নির্লোভ ও দূর্লভ এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী।



১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ছিলনা। ছিলনা কোন ইলেকট্রি সিটির ব্যবস্থা। সেই অবস্থায় কাগমারীর মত অজপাড়াগায়ে এই ধরণের সম্মেলনের আয়োজন করা সহজ সাধ্য ছিলনা। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন করে হুজুর ভাসানী সেই অসাধ্য সাধনই করেছেন। এই সম্মেলনেই তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অধূনা বাংলাদেশের এই অঞ্চলের মানুষের উপর, শোষন, জুলুম ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বর্বর শাসক গোষ্ঠিকে বলেছিলেন 'আসসালামো আলাইকুম।' সেই বক্তৃতা এখনও কানে বাজে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিজাতীয় শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে তিনি ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের জন সভায় বলেন, 'অনেক সংগ্রাম-আন্দোলন করে ও রক্ত দিয়ে বৃটিশকে তাড়িয়ে যে পাকিস্তান আমরা আনলাম তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই অঞ্চলের মানুষ তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পাবে, পাবে অর্থনৈতিক মুক্তি, কিন্ত বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের এই অঞ্চলের মানুষকে তোমরা শায়ত্ব-শাসন দেয়া তো দূরের কথা ১৯৫২ সালে আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষার উপর আক্রমণ করলা, ছাত্র-পাবলিক হত্যা করলা। ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েও মন্ত্রীসভা গঠন করার পরপরই ৯২ 'ক' ধারা জারী করে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিলা।

আমাদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার এইভাবে যদি ক্ষুন্ন করতে থাক এবং এই শোষন-জুলুম ও বেইনসাফী কাজ কারবার যদি চলতে থাকে তবে জেনে রাখ আমি তোমাদের 'আস্সালামো আলাইকুম' দিতে বাধ্য হব। সে ছিল এক অসাধারণ বক্তৃতা।

১৯৭০ সালের ১২ নম্বেভরের ঘূর্ণীঝড়ে দক্ষিণাঞ্চলে ১৫ লক্ষ আদম সন্তানের মৃত্যু হয়। হুজুর মৃত্যুশয্যা থেকে পরম করুনাময়ের অশেষ কৃপায় কিছুটা সুস্থ্য হয়ে ঘূর্ণিদূর্গত এলাকা সফর করেন। ঐ সফরে আমিও তার সাথে ছিলাম। পাকিস্তানী জান্তারা আগে ভাগে কোন সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করে নাই। ঝড়ের পরেও দেখতে কেউ আসে নাই। হুজুর উপদ্ধত এলাকা সফর করে ১৯৭০ এর ৪ঠা ডিসেম্বর আবার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে করেন এক বিশাল জনসভা। সেই জনসভায় মওলানা ভাসানী তার বক্তৃতায় পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন, '১৯৫৭ সালে আজ থেকে ১৩ বছর পূর্বে কাগমারী সম্মেলনে আমি বলেছিলাম যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের প্রতি তোমাদের শোষণ, জুলম ও বেইনসাফী কার্যকলাপ বন্ধ না হলে আমি 'আসসলামো আলাইকুম' দিতে বাধ্য হব। সর্বনাশা ঝড়ে লক্ষ-লক্ষ লোক মরলো, তোমরা কেউ দেখতে আসলে না। ঝড়ের আগাম খবর দিলা না। গাছের ডালে, ঘরের চালে, ক্ষেতে খামারে দেখে আসলাম শুধু লাশ আর লাশ ও শতশত মৃত গবাদী পশু। মানুষের ঘর-বাড়ী নাই ঝড়ে সবশেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আজ আমি চুড়ান্ত ভাবে তোমাদের জানাচ্ছি 'আসসালমো আলাইকুম'।

বলছি 'লাকুম দ্বীনওকুম অলিয়াদীন'- তোমাদের সঙ্গে আর আমাদের সমাজ জামাত করা যাবেনা। এরপর তিনি বলেন, 'আজ তাই একদফা, স্বাধীনতার দফা আমি উত্থাপন করছি। এই বক্তৃতা আমার মতে হুজুর ভাসানীর সর্বশ্রেষ্ট বক্তৃতা। আমি সেদিন মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলাম। দেখি পাশেই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রখ্যাত কবি প্রয়াত শামসুর রাহমান বক্তৃতা শুনছেন। মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা শুনে জনসভায় উপস্থিত অনেককেই হুঁ-হুঁ করে কাঁদতে দেখেছি। এই বক্তৃতা শুনেই কবি শামসুর রাহমান লেখেন, হুজুরকে নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক 'সফেদ পাঞ্জাবী' কবিতা।

১৯৬৯ সনের ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফা আন্দোলন ও গণঅভ্যূত্থানের কথা সর্বজন বিদিত। সেই সভায় আগরতলা ষরযন্ত্র মামলায় বন্দী শেখ মুজিবকে মুক্ত করার জন্যে পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীর বজ্রনিঘোষ ঘোষনা এখনও কানে বাজে। অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে জেলের তালা ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করা হবে। এই ঘোষনার পরপরই শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন। ১৯৭০ এর নির্বাচন মওলানা ভাসানী বর্জন করেন। তিনি জেনে-বুঝেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তখন সংকল্পবদ্ধ ছিলেন পাকিস্তান ভেঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার জন্যে। তিনি জানতেন, নির্বাচনে ভাসানী ন্যাপ, ২০/৫০টি সিট পেলে আর পাকিস্তান ভাঙ্গা সহজ হবে না।

অনেক সাহস নিয়ে আমি সেদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম হুজুর আওয়ামী লীগকে 'ব্ল্যাঙ্ক' চেক দিলেন। হুজুর একটু রাগত ভাবে বল্লেন, 'বেশী বোঝ, পরক্ষনেই মৃদুহেসে বল্লেন, 'তোমরা না দেশ স্বাধীন করবা, বিপ্লব করবা, যাও কাজ কর, কাজ কর, এখন কাজের সময়।' আমি এখনও ভেবে অবাক হই যে, মওলানা ভাসানী জেনে বুঝেই পাকিস্তান ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়েই নির্বাচন বর্জনের ডাক দিয়ে এই অঞ্চলের মানুষ যাতে স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আগুয়ান হয় এই জন্যেই কৌশুলী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কি যথার্থ অর্থেই ভবিষ্যত দ্রষ্টা ছিলেন? দলকানা ও অর্বাচীন যারা তারা অনেক সময় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ও জিয়ার তুলনা করতে উদ্যত হয়। ইতিহাসের সত্য এই যে, শত বৈরীতা স্বত্বেও ভাসানী-মুজিবের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের। আর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ও তার উপস্থিতিতেই টাঙ্গাইলের সন্তোষে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীকে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্নেহধন্য হিসেবে এবং তাঁকে কাছ থেকে দেখার যে সৌভাগ্য হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বলবো যে, ভাসানীর তুলনা ভাসানী নিজেই। মরেও তিনি অমর তার কর্মে। মৃত ভাসানীর চেয়ে জীবিত ভাসানী অনেক বেশী শক্তিশালী। তিনি আমাদের অনুপ্রেরনার উৎস। মৃত্যুর ৬ মাস পূর্বে ১৯৭৬ এর ১৬ই মে ভারতের ফারাক্কা বাঁধের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চ এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। দেয় উৎসাহ উদ্দীপনা। মাথা উঁচু করে কি করে বাঁচতে হয়। আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মওলানা ভাসানী তাই যুগে যুগে জোগাবে শক্তি-সাহস ও অনুপ্রেরণা।

লেখক: চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের ভিসা নিয়ে পরবর্তীতে গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

স্বাধীনতা ও মওলানা ভাসানী



আজাদ খান ভাসানী

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আজন্ম স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। শৈশবেই তিনি নিজের সম্ভ্রান্ত আর রক্ষণশীল পরিবারের বাধা ভেঙে সমাজের সাধারণ-মেহনতি মানুষের কাতারে চলে আসেন। অত্যাচারিত, দারিদ্র্যপীড়িত, খেটে খাওয়া মেহনতি মজলুম মানুষের জন্য হয়ে ওঠেন একান্ত নিবেদিতপ্রাণ। সমাজের অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বৈষম্যের উৎস আর তার সমাধান খুঁজতে গিয়েই এক পর্যায়ে তিনি আসামের আধ্যাত্মিক সাধক নাসিরউদ্দিন বোগদাদী (রহ.) এর সান্নধ্য লাভ করেন এবং তাঁর সোহবতে আসাম গমন করেন। পরে দেওবন্দের বিপ্লবী আলেমদের সাহচর্যে ইসলামের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে দীক্ষা লাভ করেন। ১৯১৭ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জাতীয়তাবাদী দলের (পরে স্বরাজ্য পার্টি) সমর্থক হিসেবে তিনি রাজনীতিতে হাতেখড়ি রাখেন। যদিও ১৯১৯ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন। কারাগারে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানীদের। কারাগার থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি শুরু করেন ব্রিটিশবিরোধী প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রাম। এর পর ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ধূমকেতু হয়ে আবির্ভূত হন।

কিন্তু ১৯২৯ সাল থেকে আসামের নিপীড়িত বাঙালিদের অধিকার রক্ষায় মনোনিবেশ করতে গিয়ে তিনি আসামের প্রাদেশিক রাজনীতিতে বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েন। শুরু করেন বিখ্যাত 'লাইন প্রথা' ও 'বাঙাল খেদা' বিরোধী আন্দোলন। হয়ে ওঠেন অত্রাঞ্চলের নিপীড়িত বাঙালীর আশা-ভরসার মূর্ত প্রতীক। মূলত এই সময়েই তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন বাঙালী জাতিসত্তার অনুকূলে পৃথক একটি আবাসভূমি গড়ার।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের যেদিন জন্ম হয়, মওলানা ভাসানী সেদিন আসামের কারাগারে। স্বাধীন পাকিস্তানে ফিরেই তিনি ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ইস্ট হাউসের দক্ষিণ দিকের মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সর্বপ্রথম ভাষণ দেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন বিকেলে ঢাকার টিকাটুলীর রোজ গার্ডেনে মুসলিম লীগ কর্মীদের বিদ্রোহী গ্রুপের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় উপস্থিত প্রায় শ তিনেক প্রতিনিধির সম্মতিতে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'। ৪০ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক টাঙ্গাইলের শামসুল হক, যুগ্ম সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। ২৪ জুন সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয় আরমানিটোলা মাঠে। সভায় সভাপতির ভাষণে মওলানা ভাসানী সরকারের ২২ মাসের অপকীর্তির খতিয়ান তুলে ধরে সবাইকে আওয়ামী মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। একই বছর ১১ অক্টোবর আরমানিটোলা মাঠের আরেক জনসভায় তিনি খাদ্যসমস্যা সমাধানে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের ব্যর্থতার জন্য তাঁর পদত্যাগ দাবি করে বক্তব্য দেন এবং সভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করেন। ১৩ অক্টোবর বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫০ সালের ১০ ডিসেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি ২৪ ডিসেম্বর আরমানিটোলা ময়দানে বিশাল জনসভা করেন। এর পর গ্রামেগঞ্জে অসংখ্য সভা-সমাবেশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ জনগণের কাছে তুলে ধরেন। এতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্ষমতার মসনদের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়।

১৯৫৭ সালের ৬-১০ ফেব্রুয়ারী মওলানা ভাসানী কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন এবং একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করেন। ৭ ফেব্রুয়ারী কাউন্সিল অধিবেশনের ভাষণে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করে বলেন, 'যদি পূর্ব বাংলায় তোমরা তোমাদের শোষণ চালিয়ে যাও, যদি পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত না হয়, তাহলে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী, তোমরা আমাদের কাছ থেকে একটি কথাই শুনে রাখ, আসসালামু আলাইকুম। তোমরা তোমাদের পথে যাও, আমরা আমাদের পথে যাব।' মওলানা ভাসানীর এই ঘোষণা সে সময়ের রাজনীতিতে মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানীই সর্বপ্রথম পাকিস্তান সরকারকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়ে স্বাধীনতার পূর্ব ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের পরই তিনি বৈদেশিক নীতি ও অন্যান্য বিষয়ে মতবিরোধের কারণে আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর ২৫-২৬ জুলাই ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহ্বান করেন। একটি ব্রড বেজড পার্টি হিসেবে গঠন করেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। এ ছাড়া ৫৭'র ৩০ ডিসেম্বর ও ৫৮'র ১-৩ জানুয়ারী ফুলছড়ি ঘাটে এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' গঠন করেন। ১৯৫৮ সালের ১৫ জুন প্রতিষ্ঠা করেন 'পূর্ব পাকিস্তান মৎস্যজীবী সমিতি'।

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্মরণকালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে মারা যান প্রায় ১০ লাখ মানুষ এবং অগণিত পশুপাখি। মওলানা ভাসানী ১০২ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাবস্থায় খবর পেয়ে ১৬ নভেম্বর রাতের ট্রেনেই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছান। ১৮ নভেম্বর হাতিয়া, ১৯ নভেম্বর রামগতি, ২০ নভেম্বর ভোলা এবং ২১ নভেম্বর বরিশালের বিভিন্ন এলাকা সফর শেষে ২৩ নভেম্বর পল্টনের জনসভায় তিনি ক্রোধে ফেটে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের উদ্দেশ করে বলেন, 'ওরা কেউ আসেনি; আজ থেকে আমরা স্বাধীন; আমি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' কবি শামসুর রাহমান লিখলেন- 'হায় আজ একি মন্ত্র জপলেন মৌলানা ভাসানী।' ৩০ নভেম্বর তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শিরানামে এক প্রচারপত্র বিলি করেন এবং ৪ ডিসেম্বর পল্টনের জনসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একসঙ্গে থাকার যাবতীয় যৌক্তিকতা আগ্রাহ্য করে চূড়ান্ত দফা 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করেন। বলেন, 'লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদিন।' ১৯৭১ সালের ৯ জানুয়ারী তিনি সন্তোষ দরবার হলে 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় সম্মেলন' উপলক্ষে এক প্রতিনিধি সম্মেলনে দেশের ইতিহাস, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ-পূর্বক স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে জনগণ এখন স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত বলে টানা ছয় ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। ১২ জানুয়ারী ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালে ভাসানী ১৩ জানুয়ারী নওগাঁয় এবং ১৮ জানুয়ারী রংপুরে জনসভা করেন। রংপুরের জনসভায় তিনি ঘোষণা করেন, 'যে কোনো হুমকিতে আমি স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির সংগ্রাম থেকে বিরত হবো না।' ২০ জানুয়ারী গাইবান্ধায়, ২৬ জানুয়ারী চাঁদপুরের হবিগঞ্জে এবং ২৭ জানুয়ারী ফেনীর জনসভায় স্বাধীনতার দাবি পুনরুল্লেখ করে মুজিবকে উদ্দেশ করে ভাসানী বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে তুমি বাংলার সিপাহসালার হও।' ৩০ জানুয়ারী চট্টগ্রামের এক বিশাল জনসভায় তিনি দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। ১৬ ফেব্রুয়ারী থেকে সপ্তাহব্যাপী চট্টগ্রাম ও সিলেটে ছয়টি জনসভা করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনসাধারণকে তৈরি হতে বলেন। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের পর ৯ মার্চ পল্টনের জনসভায় তিনি জনগণকে প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে ১৪ দফা দাবিনামা পেশ করেন। তার পর চূড়ান্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুজিবের আলোচনা আর ভাসানীর সভা, সমাবেশ, জ্বালাও-পোড়াও-ঘেরাও আন্দোলনের চাপ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে নিরীহ বাঙালীদের ওপর শুরু করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। ২৬ মার্চ শুরু হয়ে যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইলে প্রবেশ করে এবং ৪ এপ্রিল মওলানা ভাসানীর খোঁজে সন্তোষে প্রবেশ করে তাঁর বসতবাড়ি ও দরবার হলে আগুন ধরিয়ে দেয়। তার পর সন্তোষে তাঁকে না পেয়ে ৬ এপ্রিল তারা মাইল দুয়েক পশ্চিমে বিন্যাফৈর গ্রাম আক্রমণ করে এবং স্ট্রেচার বুলেট দিয়ে দূর থেকে তাঁর বিন্যাফৈরের বাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়। এর আগে তিনি বিন্যাফৈরের বাড়িতে তাঁর রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে যুদ্ধের 'পরিকল্পনা নির্ধারণী সভা' করছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর কর্মীদের উদ্দেশ করে বলেন, 'জনবল আছে, শুধু অস্ত্র চাই।' সভা চলাকালেই তিনি হানাদারদের উপস্থিতি টের পান এবং গান পয়েন্টে এগিয়ে আসা হানাদার বাহিনীর ফাঁকফোকর গলিয়ে চাদর মুরি দিয়ে সরে পড়েন। ১৫-১৬ এপ্রিল ধলেশ্বরী-যমুনা হয়ে রৌমারীর নামাজের চর সীমান্ত দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার তথা মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করলে তিনি এই সরকারকে সমর্থন দান করেন। তথাপি মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দুই মাস বাঙালী নেতাদের মধ্যে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা, বিবৃতি, সাক্ষাৎকারই ভারতের পত্রপত্রিকায় সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। ২৩ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর একটি ঐতিহাসিক বিবৃতি গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বলেন, বর্তমান দুর্যোগের মুহূর্তে মানবজাতির কাছে বাংলাদেশের জ্বলন্ত প্রশ্ন : বর্বর পশুশক্তির কাছে কি ন্যায়সংগত মহান সংগ্রাম চিরতরে নিষ্পেষিত হবে?' বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দান এবং গণহত্যা বন্ধের অনুরোধ জানিয়ে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানকে তারবার্তা পাঠান। যার মধ্যে ছিলেন চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিড ব্রেজনেভ, সুপ্রিম সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি ও প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিপন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিডু, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত, আরব লীগ সেক্রেটারি ডিলাল্ডো তেলি প্রমুখ। সেসব তারবার্তা ভারতীয় পত্রপত্রিকায় ফলাও করে ছাপানো হয়। যেমন নিপনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, 'আর অস্ত্র দেবেন না।' ১৬ মে আনন্দবাজার পত্রিকা 'ইয়াহিয়া খাঁকে ভাসানীর চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে একটি বড় প্রতিবেদন ছাপায়। ৮ জুন আনন্দবাজার লেখে, 'লক্ষ প্রাণের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা আসবে- মওলানা ভাসানী।' 'Sovereign Bangladesh is : he Ai' শিরোনামে দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরদের সতর্ক করে দেন। এ সময় লন্ডনের কিছু কিছু পত্রপত্রিকায় 'ভাসানী ভারত সরকার কর্তৃক নজরবন্দি' এরূপ খবর প্রকাশিত হলে তাঁর মুক্তির জন্য সেখানে গঠিত হতে থাকে বিভিন্ন সংগঠন ও কমিটি। জুন মাসেই তাঁর খোঁজে বারবারা হক লন্ডন থেকে ভারতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে ফিরে গেলে গুজব আরও ডালপালা গজায়। এদিকে প্রবাসী সরকার গঠনের দুই মাস না যেতেই সরকারের নেতাদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল প্রকাশ্য রূপ লাভ করলে তাজউদ্দীন আহমদ মওলানা ভাসানীর শরণাপন্ন হন। মওলানা ভাসানীও তাঁর স্নেহভাজন তাজউদ্দীনের প্রতি সাড়া দিয়ে বলেন, 'তাজউদ্দীন সংগ্রামটা মিছিল, মিটিং, হরতাল আর প্রস্তাব পাশের না। অস্ত্র হাতে লড়াই, রক্ত-ঘাম, আগুন, জীবন-বাজি আর কূটনীতির। ভেতরে-বাইরে হাঙরের হামলা, দোস্তর লেবাসের তলায় শানিত ছুরি, তুমি একলা পারবা?'- হুজুর তো আছেনই। আপনার দোয়া, পরামর্শ, সহযোগিতা সব সময়ই চাইব- তাজউদ্দীনের উত্তর।

১৯৭১ সালের ২৪ জুন এক বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী বলেন, 'জীবনের সব সম্পদ হারিয়ে, নারীর ইজ্জত বিকিয়ে, ঘরবাড়ি হারিয়ে, দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এবং দশ লক্ষ অমূল্য প্রাণ দান করে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ রাজনৈতিক মীমাংসার নামে ধোঁকাবাজি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। তাদের একমাত্র পণ হয় পূর্ণ স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। এর মধ্যে গোঁজামিলের কোনো স্থান নাই।' এ সময় প্রবাসী সরকারের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং সিআইএর চক্রান্ত ক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পাকিস্তানও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেবল একদলীয় যুদ্ধ বলে আন্তর্জাতিক মহলে প্রচারণাকালে মুক্তিযুদ্ধকে একটি সর্বদলীয় চরিত্র দিতে ভাসানী-তাজউদ্দীনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় '৭১ এর ৯ সেপ্টেম্বর পাঁচটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে প্রবাসী সরকারের 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠিত হয়। আট সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা ভাসানী। কলকাতার হাজরা স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম বৈঠকে মওলানা ভাসানী কোনো রকম আপস চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে 'সাত দফা' প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর আগে ৩০-৩১ মে কলকাতার বেলাঘাটায় প্রবাসী বামপন্থি রাজনীতিবিদদের দু'দিনব্যপী এক সম্মেলন শেষে ১ জুন তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নভেম্বর মাসে দেরাদুনে অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে ভারত সরকার তাঁকে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস'-এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এ সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য অনুরোধ করেন। ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে হাসপাতাল থেকে তাঁকে দিল্লির উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশে ফেরার পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ২১ জানুয়ারী তিনি আসামের ফরিদগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণ দান শেষে ২২ জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তার পর স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশে মাটির ওপর খড়ের বিছানায় পরম তৃপ্তি নিয়ে প্রথম রাত্রি যাপন করেন।



লেখক: মওলানা ভাসীর নাতি। সভাপতি, মওলানা ভাসানী কৃষক সমিতি ও সদস্য সচিব, ভাসানী পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কে-ওয়ান

ইউএসসিআইএস শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংক্রান্ত এন-৬৪৮ ফরম নিয়ে নতুন একটি ব্যতিক্রমী নীতি গ্রহণ করেছেঃ

ইউএসসিআইএস যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তাদের নাগরিকত্ব লাভের ক্ষেত্রে সর্বশেষ একটি ব্যতিক্রমী নীতি গ্রহণ করেছে। ন্যাচারালাইজেশনাল ফরম এবং নীতির সাম্প্রতিক পরিবর্তনের লক্ষ্য হচ্ছে শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব লাভের পথ সহজ করা। ইউএস ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভের আবেদনকারীদের দুই পর্বের পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। প্রথম পর্বে ইংরেজি জানার বিষয়ে পরীক্ষা পর্বে পাশ করতে হয়। দ্বিতীয় স্তরে ইউএসএ'র ইতিহাস ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়। যা হোক শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক সমস্যা রয়েছে তারা এসব টেস্ট মওকুফের জন্য আবেদন করতে পারে। শারীরিকভাবে অসুস্থ যারা এই দুই স্তর পরীক্ষা থেকে মওকুফ চান তাদের অবশ্যই এন-৬৪৮ ফরম পূরণ করে পাঠাতে হবে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জন্য অনুমোদিত পেশাদার ডাক্তারের সত্যায়ন দিতে হবে। ইউএসসিআইএস আরো সহজ করার ঘোষণা করতে ইউএস ইমিগ্রেশন এন-৬৪৮ প্রক্রিয়া সহজ করবে। এই পরিবর্তনের পর আবেদনকারী এবং ডাক্তার উভয়ের পক্ষেই এন-৬৪৮ ফরম দাখিল করা সহজ হবে।

ইউএস ইমিগ্রেশন এন-৬৪৮ ফরমে যেসব সংশোধন ঘোষণা করেছেঃ

অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন বাদ দেয়া হয়েছে,
ডায়াগনসিসের তারিখ উল্লেখের শর্ত প্রত্যাহার,
অক্ষমতার ভয়াবহতা বর্ণনার শর্ত প্রত্যাহার,
মেডিক্যাল পেশাদারের সঙ্গে আবেদনকারীর পূর্ব সম্পর্কের শর্ত সম্পর্কিত শর্তের প্রত্যাহার,
টেলিহেলথ মেডিক্যাল পরীক্ষা আপডেট করা,
শপথ গ্রহণের শর্ত প্রত্যাহারের বিকল্পও রাখা হয়েছে,
আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হচ্ছে, সিটিজেনশীপের আবেদন করার পরই এখন ইউএসসিসআইএস এন-৬৪৮ ফরম আবেদন গ্রহণ করতে পারবে। এই নীতি পরিবর্তনের পূর্বে আবেদনকারীকে এন-৬৪৮ ফরমের সঙ্গে এন-৪০০ ফরমও পূরণ করে জমা দিতে হতো।

স্টুডেন্ট ভিসাঃ

সাধারণভাবে বিদেশী কোন নাগরিককে ইউএসএ প্রবেশ করতে হলে তাকে অবশ্যই সাময়িকভাবে থাকার জন্য নন-ইমিগ্রেশন ভিসা এবং স্থায়ীভাবে থাকার জন্য ইমিগ্র্যান্ট ভিসা নিতে হবে। তবে লেখাপড়ার জন্য যদি ইউএসএ আসতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই স্টুডেন্ট ভিসা নিতে হবে। আপনি কী বিষয় নিয়ে কোন ধরনের স্কুলে পড়ার পরিকল্পনা করছেন, তার উপর নির্ভর করবে এফ ভিসা না এম ভিসা প্রয়োজন তা নির্ধারিত হবে। একজন ছাত্রের স্কুল, কলেজ, সেমিনারী বা কনজারভেটরিতে অধ্যয়নের সময়ের উপর নির্ভর করে তার ভিসা সাময়িক অবস্থানের মেয়াদ দেয়া হবে।

এফ-ওয়ান এবং এম-ওয়ান ভিসার পার্থক্যঃ

ছাত্ররা একাডেমিক প্রোগ্রাম বা ফুল টাইম ডিগ্রী প্রোগ্রাম নিয়ে পড়াশোনা করবে কিনা। তাদের



শিক্ষালয়ের মধ্যে রয়েছে 'ইউএসএ'র অনুমোদিত ইউনিভার্সিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল, কলেজ, প্রাইমারী স্কুল এবং সেকেন্ডারী স্কুল। এর লক্ষ হচ্ছে নির্দিষ্ট পড়াশোনা পূর্ণ করে ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা লাভ করা।

এম-ওয়ান ভিসাধারী ছাত্ররা 'কারিগরি শিক্ষার' অধীনে ইউএসএতে কাগিরগারি দক্ষতা অর্জন করা। যেমন বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ফ্রাইং, কম্প্যুটার শিক্ষা, কুকিং, ড্যান্স। এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দক্ষতা অর্জন, তবে ক্রেডিট সম্পূর্ণ করা বা ডিগ্রী কিংবা ডিপ্লোমা অর্জন করা নয়।

এফ-ওয়ান ভিসার জন্য যা প্রয়োজনঃ

এফ-ওয়ান ভিসার জন্য মৌলিক প্রয়োজনঃ
ইউএসএ কোন স্কুলে অধ্যয়নের জন্য আবেদন করা এবং তা গাইড হওয়া,
ইনস্টিটিউশনে ফুল টাইম শিক্ষার্থী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া,
ইংরেজিতে পারঙ্গম হতে হবে বা সেই যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইংরেজি কোর্সে ভর্তি হতে হবে,
ইউএসএ অধ্যয়ন করার জন্য যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতির প্রমাণ,
যেহেতু এফ-ওয়ান ভিসা সাময়িক ভিসা, তাই পরিবারের সে সম্পর্ক এবং শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার প্রমাণ দেয়া।

এফ-ওয়ান ভিসা লাভের প্রক্রিয়াঃ

এফ-ওয়ান ভিসা লাভের ক্ষেত্রে ইউএসএ'র বিভিন্ন দূতাবাস এবং কনস্যুলেটের পদক্ষেপের বিষয়ে ভিন্নতা থাকতে পারে। তাই এ বিষয়ে তাদের ওয়েব সাইট দেখে নিশ্চিত হয়ে আবেদন করতে হবে। অবশ্যই ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে হবে এবং ইউসে'এর দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সাক্ষাতকারের সময় নিতে হবে। যে দেশের বসবাসকারী সেই দেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সাক্ষাতকারের তারিখ নিতে হবে। নিজ দেশের বাইরে অন্যত্রও সাক্ষাতকার দেয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে ভিসা প্রাপ্তি কঠিন হতে পারে।

সাক্ষাতকারের পূর্বে আবেদন ফিস এবং অন্যান্য ফিস যা প্রযোজ্য, সেসব পরিশোধ করতে হবে। অবশ্য এসব নির্ভর করে আবেদনকারী কোন দেশের নাগরিক তার উপর। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে দূতাবাস বা কনস্যুলেটে সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাতদানকালে যা সঙ্গে নিতে হবেঃ

ইউএসএ যে তারিখে ঢুকতে চান, তা থেকে ৬ মাস পর্যন্ত ভ্যালিড পাসপোর্ট অন্তর্ভূক্তরাও যদি ভিসা চান, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক আবেদন করতে হবেঃ
ডিএস-১৬০ ফরমের অনুমোদিত পেজ,
আবেদন ফিস পরিশোধের রশিদ,
ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত ফটো,
নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইস্যু করা আই-২০ ফরম।

এছাড়াও যেসন প্রমানাদি প্রস্তুত থাকা প্রয়োজনঃ

নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে পড়াশোনা করা হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানের ট্রান্সক্রিপ্ট, ডিপ্লোমা, ডিগ্রীর সার্টিফিকেট,
ইউএস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট স্কোর,
স্বদেশের সঙ্গে সম্পর্ক এবং ব্যয়ভার নির্বাহের প্রমাণ দেখাতে হবে যখন এদেশে পড়াশোনা করবেন। সাক্ষাতাকারে কনস্যুলার অফিসার এফ-ওয়ান ভিসা দেয়া যাবে কি না তা নিশ্চিত হতে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। ভিসা সাক্ষাত শেষে কনস্যুলার অফিসার আরও কিছু প্রমাণের জন্য জিজ্ঞেস করতে পারেন তার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য। সাক্ষাতকার সম্পূর্ণ হলে তখন সেই সাক্ষাতকারের ফলাফল জানানো হবে। সফল হলে তখন ইউএসএ পড়াশোনার জন্য ভিসা ইস্যু করা হবে।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

একুশ শতকের বাংলাদেশে সুফিয়া কামালের প্রাসঙ্গিকতা

দেবাহুতি চক্রবর্তী

বিশ শতকের বড় একটা অংশজুড়েই পরিব্যাপ্ত সুফিয়া কামালের জীবন। ১৯১১ থেকে ১৯৯৯–এই দীর্ঘ সময় তিনি ঔপনিবেশিক ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাক্ষী। সীমিত পরিসরে আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন সহজ নয়।

বিশ শতকের বড় একটা অংশজুড়েই পরিব্যাপ্ত সুফিয়া কামালের জীবন। ১৯১১ থেকে ১৯৯৯–এই দীর্ঘ সময় তিনি ঔপনিবেশিক ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সাক্ষী। সীমিত পরিসরে আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতার মূল্যায়ন সহজ নয়।

বরিশালের শায়েস্তাগঞ্জে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রক্ষণশীলতার আভিজাত্যে ঠাসা সেই পরিবারের অন্দরমহলে বাংলা ভাষার কোনো প্রবেশাধিকার ছিল না। সুফিয়া কামালের জীবনসংগ্রামের হাতেখড়ি বাংলা বলতে, পড়তে ও লিখতে শেখার একান্ত তাগিদের মধ্য দিয়ে। বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচয়ের মাঝ দিয়েই তিনি নিজ দেশ, নিজ সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জাতিসত্তাকে চিনতে ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে শেখেন। মা সাবেরা বানু ছিলেন জীবনের প্রধান অবলম্বন। বাবা আবদুল বারি জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই সুফি সাধনায় গৃহত্যাগ করায় পিতাপুত্রীর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হয়নি। কিন্তু সংসার-সমাজের কঠিন দায়িত্ব পালন করেও তাঁর অন্তর্জগতে বৈষয়িক জীবন ঘিরে এক ধরনের বৈরাগ্য দেখা যায়।

বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে বালিকাবধূ সুফিয়া কামালকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিচয় করান স্বামী নেহাল হোসেন। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা ও বিপ্লবীদের সান্নিধ্য, রোকেয়ার সান্নিধ্য, রবীন্দ্রনাথ-নজরুল প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য তাঁকে দেশের জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য এবং লেখালেখির জন্য বৃহত্তর পরিসরে প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দিন হোসেনও জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেন। দেশভাগের পর সপরিবারে কলকাতার জীবন ছেড়ে সুফিয়া কামাল স্থায়ী হন ঢাকায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁর মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন আশাবাদের পরিচয় মেলে এই সময়কালে তাঁর লেখা বিভিন্ন কবিতায়। এই আস্থা ভাঙতে সময় লাগেনি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান অবধি সব আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সেই সঙ্গে নারী মুক্তি আন্দোলন, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন, সাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবিরোধী আন্দোলন, দুস্থ ও দুর্যোগপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক আন্দোলন, নারী ও শিশু সংগঠন গড়ে তোলা ইত্যাদি বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডে পাকিস্তান পর্বে তিনি গভীরভাবে জড়িয়ে যান।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সব সংকটসংকুল পরিস্থিতিতে পূর্ববর্তী সব কাজের ধারা অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে ক্ষীণ দেহধারী শান্তশিষ্ট মানুষটি দল-মত-নির্বিশেষে প্রগতিশীল সব নারী-পুরুষের পুরোদস্তুর অভিভাবক হয়ে ওঠেন। সব দুর্যোগ-বিপর্যয়ে, সব সংগ্রামে-সংকটে তাঁকে সামনে রেখে পথচলা জাতির জন্য স্বস্তির হয়ে ওঠে। সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এই ওতপ্রোত সম্পর্ক তাঁর সাহিত্যচর্চাকে অনেকাংশেই বিঘ্নিত করে। তা নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো অতৃপ্তি ছিল না। মানুষের জন্য, মানবতার জন্য তিনি নিজেই এক জীবন্ত মহাকাব্য হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রসংগীত তাঁর উপাসনার আসনে স্থান পায়। মুরতাদ, নাস্তিক, কাফের বহুবিধ অভিযোগে মৌলবাদীদের হুমকি ধর্মপ্রাণ এই নারী সাহসের সঙ্গে উপেক্ষা করেন।

একুশ শতকের বাংলাদেশ সুফিয়া কামালকে প্রত্যক্ষভাবে পায়নি। কিন্তু তাঁর হাতে গড়া বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে সামনে রেখেই কমবেশি পথ চলছে। কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা থেকে বাংলাদেশ আজ বহুলাংশে সরে এসেছে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখযোগ্য। সব পর্যায়ের কর্মক্ষেত্রে ও বাইরের জগতে নারীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেক সূচকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে রয়েছে। পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক মানদণ্ডে বাংলাদেশের চারপাশে আজ অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। বহুমাত্রিক নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির তৎপরতা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। বহুমাত্রিক অপরাধের প্রবণতার শিকার হচ্ছে নারী-শিশুসহ দেশের অসংখ্য মানুষ। গণতন্ত্র ও সুশাসনের অভাবে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি রাষ্ট্রের সব কাঠামোকে ভঙ্গুর করছে। দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীদের মধ্যেও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর নেই বললেই চলে। শান্ত, নির্ভীক, অকম্পিত কণ্ঠে সুফিয়া কামালের মতো অন্যায়কারীকে ধমক দেওয়ার, জাতিকে পথনির্দেশনা দেওয়ার, পাশে দাঁড়িয়ে শক্তি ও প্রেরণা জোগানোর অভিভাবকের আজ বড়ই অভাব। অথচ সংকট পেরোনোর সংগ্রামে সুফিয়া কামালের আদর্শ আজও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আজকের বাংলাদেশে সব বয়সের, সব শ্রেণি-পেশার দিকভ্রান্ত মানুষের জন্য সুফিয়া কামালের জীবন পাঠ ও চর্চা তাই একান্ত জরুরি।

লেখক : সম্পাদক, আন্তর্জাতিক উপপরিষদ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ







বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন
এবং
বিজ্ঞপিন
দিন।
ফোনঃ
৭১৮-৪৮২-৯৯২৩

রাজনৈতিক সংঘাত এড়াতে হবে

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশে রাজপথের রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সভা-সমাবেশ। সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সর্বসম্মতভাবে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে সরকার ভুল করেছে।

দলটির উচিত ছিল তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থায় দৃশ্যমান ত্রুটিবিচ্যুতি সংস্কার করে স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে এ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা। কিন্তু দলীয় স্বার্থে দলটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে প্রায় সব স্টেকহোল্ডারের পরামর্শ উপেক্ষা করে বাতিল করায় নির্বাচনী ব্যবস্থা আস্থা হারিয়েছে। বলা যায়, দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর একটিও সুষ্ঠু হয়নি। এর ফলে দেশে ও বিদেশে সরকারের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই ভোট না দিতে পারা জনগণ এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলো থেকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চা এবং অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি উঠছে।

অন্যদিকে সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করলেও দেশে দুর্নীতি বন্ধ হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সরকারদলীয় লোকজনও দেশের টাকা বিদেশে পাচার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সমাজে বৃদ্ধি পেয়েছে খুন, গুম, ধর্ষণ, হামলা, গায়েবি মামলা ও রাজনৈতিক নিপীড়ন।

র‍্যাবের ওপর আমেরিকার স্যাংশনের পর গুম কমলেও সার্বিক সামাজিক নৈরাজ্য অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। এ পটভূমিতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিকটবর্তী হওয়ায় রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। আসন্ন সংসদ নির্বাচনটি কীভাবে হবে, সে পদ্ধতি নিয়ে সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

সরকারি দল দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন করার পক্ষে। এর আগে একাধিকবার ক্ষমতাসীন দলের সরকারের অধীনে স্বচ্ছ নির্বাচন করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর সঙ্গে আবার সরকারি দল ভোটদান প্রক্রিয়ায় ব্যয়বহুল ও বিতর্কিত ইভিএম ব্যবহারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ চায়। নবগঠিত নির্বাচন কমিশনও তা-ই চায়। কমিশনের কথাবার্তায়ও নাগরিক সমাজের আস্থা নেই।

নির্বাচন কমিশনাররা দায়িত্বে এসে বলেন, অধিকাংশ দল না চাইলে তারা ইভিএমে নির্বাচন করবেন না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সংলাপে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিরোধিতা করলেও কমিশন ওই মতামতের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনি।

বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, কারও অঘোষিত নির্দেশনায় কমিশন অনধিক ১৫০ আসনে সবার পরামর্শ উপেক্ষা করে এককভাবে ইভিএমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। চলমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও ৩ লাখ টাকা করে একেকটি ইভিএমের দাম ধরে মোট আট হাজার কোটি টাকা ইভিএম ক্রয়ে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরকারি ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক উল্লেখিত মতবিরোধ নিরসনে জাতিসংঘ এবং বন্ধুপ্রতিম শক্তিধর কতিপয় দেশ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সরকারদলীয় মন্ত্রী ও নেতাকর্মীরা ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত থেকে সরবেন না বলে অব্যাহতভাবে বলে যাচ্ছেন।

তাদের বক্তব্য স্পষ্ট-তারা সংবিধান থেকে নড়বেন না। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও এমপিরা ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তথা সংসদ না ভেঙে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলোও এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তারা কিছুতেই দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। কারণ, ইতঃপূর্বে তারা একাধিকবার দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। দেখেছে কীভাবে এবং কত সহজে প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে নির্বাচনে জয়ী হয় ক্ষমতাসীনরা।

বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনী এজেন্টরা ভোটকেন্দ্র থেকে কীভাবে বিতাড়িত হন। কীভাবে প্রশাসনযন্ত্র ব্যবহার করে

সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আবার সরকার চাইলে স্যার স্টিফেন নিনিয়ান বা অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকোর মতো কোনো তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতায় সমাধান খোঁজার উদ্যোগ নিতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে সরকারের তেমন কোনো ইচ্ছা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

দিনের ভোট 'রাতের বেলায়' অনুষ্ঠিত হয়। এসব সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পেরেছে, দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন করার অর্থ হলো ওই নির্বাচনে সুনিশ্চিত পরাজয় মেনে নেওয়া। রাজনৈতিক দল নির্বাচন করে জনগণের রায় নিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করতে। সে কাজটি করতে না পারলে তারা কেন অকারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে? বিরোধী দলগুলোকে এত বোকা বিবেচনা করা ঠিক হবে না যে, তারা জেনেশুনে বিষপান করবে।

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, বড় দলগুলোর রাজপথে শোডাউন তত বাড়বে। প্রথমদিকে অন্যতম বড় বিরোধী দল বিএনপিকে সভা-সমাবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। কিন্তু এখন যুগপৎ ভেতর ও বাইরের চাপে দলটিকে শর্তসাপেক্ষে সভা-সমাবেশের অনুমতি দিচ্ছে সরকার।

এটি ভালো লক্ষণ। উল্লেখ্য, সরকারদলীয় নেতাকর্মীরা বিএনপিকে বলে থাকেন 'হাঁটুভাঙা', 'দেশবিরোধী', 'অগ্নিসন্ত্রাসী' 'মাজাভাঙা', 'নখ-দন্তহীন বাঘ', 'গণবিচ্ছিন্ন' 'জনধিকৃত', 'জাতীয়তাবাদী চামচা দল'। তাহলে এমন একটি 'দুর্বল' দলকে সভা-সমাবেশ করতে দিতে এত গড়িমসি ও ছলচাতুরী কেন? যেখানেই দলটি সভা-সমাবেশ করার অনুমতি পেয়ে তারিখ ঠিক করে, সেখানেই পরিবহণ ধর্মঘটসহ বিভিন্ন উপায়ে জনসমাবেশে আগত দলীয় নেতাকর্মী-সমর্থকদের বাধা দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে দলটির বিভাগীয় পর্যায়ের কয়েকটি জনসভায় বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা সত্ত্বেও ব্যাপক জনসমাগম হয়েছে।

সরকারি দলও রাজপথে বাধাহীনভাবে সমাবেশ করা শুরু করেছে। সরকারি দলের জনসমাবেশে অংশগ্রহণে অবশ্য নাগরিকদের কোনো রকম বাধা পেতে হচ্ছে না। দুই বড় দলের বড় বড় শোডাউনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনীতির মাঠ। এসব সমাবেশে নেতাদের বক্তব্যে থাকছে পারস্পরিক আক্রমণ।

আসন্ন নির্বাচন ঘিরে ইতোমধ্যে নেতাদের মাঝে শুরু হয়েছে বিবৃতি যুদ্ধ। প্রতিটি জনসভায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া উভয় দলের নেতাদের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। সরকারি দল নিজেদের অধীনে ইভিএমে নির্বাচন চায়। তারা বলছেন, এ নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করবে। অন্যদিকে বিএনপির প্রতিটি সভায় দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন, নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন না দিলে তারা সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না।

তাদের ইভিএমে কোনো আগ্রহ নেই। এ কারণে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হওয়ার পর দলটি ইসি আহূত কোনো সংলাপে অংশগ্রহণ করেনি। ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে উভয় বড় দলের পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে সংঘর্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নির্বাচন নিকটবর্তী হলে বিরোধী দল তাদের দাবি আদায়ে রাজপথের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইলে এবং সরকারি দল তাতে বাধা দিলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। এ সংঘর্ষ এড়ানোর একমাত্র পথ হলো আলোচনার টেবিলে সমস্যার সমাধান করা। এ ব্যাপারে বিরোধী দলের আপত্তি না থাকলেও সরকারি কোনো উদ্যোগ এখনো লক্ষ করা যায়নি।

আলোচনা না করেও সরকারি দল চাইলে সম্ভাব্য বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি করতে পারে। সেক্ষেত্রে সরকারকে ১৯৯৬ সালে বেগম খালেদা জিয়ার বাজানো রেকর্ড পুনরায় বাজানো থেকে ফিরে আসতে হবে। 'আমরা সংবিধান থেকে নড়ব না' বলে বলে ১৯৯৬ সালে বেগম জিয়াও প্রথমে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন দিতে চাননি।

পরে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জামায়াত ও জাপাকে নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলে। একপর্যায়ে একটি বাজে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত স্বল্পায়ুর সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাশ করিয়ে নির্দলীয় সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তিনি বিরোধীদলীয় দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন।

রাজপথের অনিবার্য রক্তপাত এড়াতে সরকারের হাতে কয়েকটি উপায় আছে। প্রথমত, সরকার বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক, গ্রহণযোগ্য ও স্বচ্ছ করার বিষয়টি ফয়সালা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোনো আলাপ-আলোচনা ছাড়াই সরকার জাতীয় সংসদে নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থার অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি বিল উত্থাপন ও পাশ করে বিরোধীদলীয় আন্দোলন নিষ্প্রভ করে দিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে পারে। এটি করতে সরকারি দলের অসুবিধা হবে না।

সংসদে তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। আবার সরকার চাইলে স্যার স্টিফেন নিনিয়ান বা অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকোর মতো কোনো তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতায় সমাধান খোঁজার উদ্যোগ নিতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে সরকারের তেমন কোনো ইচ্ছা আছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

সরকারকে মনে রাখতে হবে, সংবিধান অপরিবর্তনীয় আসমানি কিতাব নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা গণতন্ত্র ও স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে সংসদে নতুন 'নির্বাচনকালীন সরকার বিল' পাশ করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তবে কোনো কিছু না করে প্রশাসন ও পোশাকধারী বাহিনী ব্যবহার করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে একগুঁয়েমি করে দলীয় সরকারের অধীনে আবারও সংসদ নির্বাচনের অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করলে রাজপথে রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। দেশে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে।

আর বিদেশে ভূলুণ্ঠিত হবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি। উল্লেখ্য, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিপক্ষের সঙ্গেও যুদ্ধের ময়দানে আলোচনা হয়। আমাদের বড় দলগুলোর দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের উচিত আলোচনা করে উদ্ভূত নির্বাচনি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করা। নাগরিক সমাজও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাচনি সংকটের সমাধান চায়। তারা বারবার হোঁচট খেলেও এখনো আশাবাদী। তারা বিশ্বাস করেন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দলের চেয়ে দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের যোগ্যতা রাখেন। কেউই দশম বা একাদশ সংসদ নির্বাচনের মতো আরেকটি প্রশ্নবিদ্ধ সংসদ নির্বাচন চান না। চান না রাজপথে নৈরাজ্য ও অনিবার্য রক্তপাত।

লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক খোলামেলা হওয়া উচিত

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি যেখানে সমাজ বৈচিত্র্য এবং বহুমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ। আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সঙ্গে ওঠাবসা। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার কারণে আমাদের মধ্যকার শিক্ষণ পরিপক্ব হয় এবং আমরা নিজেরা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, অভ্যাস পরিবর্তন হয় অন্যের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে।

আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি যেখানে সমাজ বৈচিত্র্য এবং বহুমাত্রিকতায় পরিপূর্ণ। আমাদের বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সঙ্গে ওঠাবসা। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার কারণে আমাদের মধ্যকার শিক্ষণ পরিপক্ব হয় এবং আমরা নিজেরা নিজেকে পরিবর্তন করতে পারি। আমাদের চালচলন, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, অভ্যাস পরিবর্তন হয় অন্যের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে।

এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের পরিশীলিত করি। কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা। কারো সঙ্গ আমাকে সুন্দরভাবে জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করে, আবার অন্যের ক্ষেত্রে বিপরীত। কারো সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং বিপরীত চিত্রও রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি সম্পর্কের মাঝে যে জিনিসটি দরকার তা হলো খোলামেলা আচরণ। পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক কোনোটাই খোলামেলার বাইরে চিন্তা করা ঠিক নয়। জীবনপ্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রত্যেককে ঘরের বাইরে বের হতে হয়। লেখাপড়া এবং পরবর্তী জীবনে জীবিকার তাগিদে আমাদের বাইরের অনেক জায়গায় যেতে হয়। নিজেকে নিরাপদ রাখা এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য আমার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করা দরকার। জীবনের চলার পথে বৈচিত্র্যের জন্য অনেকের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। খারাপ সম্পর্ক কখনো কখনো জটিল রূপ ধারণ করলে জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এমন সম্পর্ক কাউকে না বলে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে একসময় নিজের জন্য বড় বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। কাজেই আমরা যদি শুধু ভালো সম্পর্ককেই অন্যের সঙ্গে আলোচনা করি আর খারাপটা না করি, তাহলে আমাদের সমস্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মূল কথা হলো, যেকোনো সম্পর্কের মাঝে খোলামেলা আলোচনা থাকা উচিত। সম্পর্কের মধ্যে লুকোচুরি থাকলে সেখানে সম্পর্কের একটি কাঠামো থাকে, তাকে সম্পর্ক বলা সমীচীন নয়। সম্পর্কের গতিশীলতা আনয়নেও খোলামেলা আলোচনা দরকার।

আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করি, সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া দৃশ্যমান। সমাজ আজ প্রগতির পথে ধাবমান। প্রগতিকে মূলমন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। আধুনিকতার ছোঁয়া আমাদের জীবনাচারে হরহামেশা পরিবর্তন আনছে। আমাদের চিরায়ত অভ্যাসের মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। নতুন নতুন জীবনধারা এবং অভ্যাসে আমরা নিজেদের ভাসিয়ে দিচ্ছি। তরুণ-তরুণীরা ভালো-মন্দ বোঝার আগেই বড় একটি বিপদে পড়ে যাচ্ছে। জীবনের কোনো এক লগ্নে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে হয়তো খারাপ কোনো জগতে কিংবা অসৎ কোনো সম্পর্কে। আবার এমনও তো হয়, ভালো মানুষটি কোনো ছিনতাইকারীর কবলে পড়ে সব কিছু হারায় কিংবা নিজের জীবনের ইতি ঘটে। আমাদের সমাজ এমন এক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ, যেখানে কোনো কিছু সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। এখানে সাবধানে থাকার কোনো বিকল্প নেই। আর সাবধানতার জন্য দরকার সবার সঙ্গে না হলেও অন্তত মা-বাবার সঙ্গে যেকোনো বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা। আমরা এতক্ষণ শুধু সন্তানদের কথা বলছি, কিন্তু মা-বাবার অনেক করণীয় রয়েছে।

খোলামেলা আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ মা-বাবাকেই সৃষ্টি করতে হবে। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক এমন হতে হবে যেন সন্তান খোলামেলা আলোচনা করার পরিবেশ পায়। সন্তানকে কঠোর অনুশাসনে মানুষ করলে তার মধ্যে প্রচণ্ড ভয় কাজ করবে। কোনোভাবেই মা-বাবার সঙ্গে খোলামেলা হবে না। প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের ঘরের বাইরে বের হতে হয়। কিন্তু বাইরের জগৎ শতভাগ নিরাপদ নয়। আমার নিজের নিরাপত্তার জন্য আমাকেই প্রথম ভাবতে হবে। আমাকে ভাবতে হবে আমার বন্ধুটি কেমন, আমার সহপাঠী কেমন এবং আমার চলার পথে আশপাশের মানুষগুলো কেমন। আমার যাতায়াতের সময়কেও বিবেচনায় নিতে হবে। সর্বোপরি একটি সচেতনতামূলক মনোভাব, নিজের অবস্থান সম্পর্কে অন্যকে অবহিত করা, তথ্য না লুকানো এবং মা-বাবার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা পারবে আমাদের চলার পথকে সাবলীল, সুন্দর আর নিরাপদ করতে। আজকে শুধু তরুণ-তরুণীই নয়, প্রতিটি মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনে পুলিশ কিংবা অন্যদের সাহায্য চাইতে হবে। আমার নিরাপত্তার জন্য আমার দায়িত্বশীল আচরণ এবং সচেতনতা একান্ত কাম্য। আসুন, আমরা সবাই দায়িত্বশীল আচরণ করি, নিজে সচেতন হই এবং অন্যকে সচেতন করি।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্যবর্তী নির্বাচন কি বিশ্বের স্বৈরশাসকদের হতাশ করল?

(৫ পাতার পর)

সময় এই স্লোগান ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন চরম বৈশ্বিক সংকটের মুখে থাকা একটি দেশ নিজের দিকেই সবার আগে দৃষ্টি দেবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ট্রাম্প এমন সময়ে এই স্লোগান ব্যবহার করেছেন, যখন বিশ্বজুড়ে কোনো যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিরাজ করছে না। কিন্তু তবু ট্রাম্প তাঁর ক্ষমতায় থাকার চার বছরে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিমা প্রভাবিত বিশ্বব্যবস্থা থেকে নিজেকে অনেক বেশি সরিয়ে এনেছিলেন। তাহলে প্রশ্ন আসে, অন্যদিকে মনোযোগ কমিয়ে দিয়ে আমেরিকাকে কি 'গ্রেট' বানানো সম্ভব ছিল?

আমরা পছন্দ করি বা না করি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত ১০০ বছর পৃথিবী সব সময় এক বা একাধিক দেশের নেতৃত্ব দেওয়া বিশ্বব্যবস্থায় চলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল মূলত আমেরিকার হাতে বিশ্বব্যবস্থার নেতৃত্ব চলে আসার সময়। বেশ কয়েক বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন সে ক্ষেত্রে কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বব্যবস্থায় আমেরিকার প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য নিশ্চিত হয়েছিল।

ট্রাম্পের সময় আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্য অনেক ক্ষেত্র থেকে নিজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সরিয়ে নিয়েছিল। ট্রাম্প আমেরিকাকে সরিয়ে নিয়েছেন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনেসকো, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা, ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি, এশিয়ার বেশ কিছু দেশের সঙ্গে ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ চুক্তি থেকে। এমনকি আমেরিকাকে তিনি ন্যাটো থেকে বের করে আনার কথাও বেশ কয়েকবার বলেছিলেন। ইউরোপে সৈন্যসংখ্যা কমিয়েছেন তিনি, এমনকি আমেরিকার অতি গুরুত্বপূর্ণ দুই মিত্র দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানে সৈন্য রাখার জন্য দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ খরচ দাবি করেছিলেন।

শুধু নিজের দেশের ক্ষেত্রেই নয়, তিনি যেকোনো বহুপাক্ষিক বিষয়ের বিরোধী ছিলেন। এই কারণেই তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটেনের ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসার পক্ষে কথা বলেছেন। সব মিলিয়ে বলা যায়, ট্রাম্প আমেরিকার 'গ্রেটনেস' বরং অনেক কমিয়েছেন। আর নিজে যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে চরম স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার মানুষ, তাই তিনি বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা–এসব নিয়ে টুঁ শব্দটি করেননি। তাঁর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পেছনে ভ্লাদিমির পুতিনের নানা রকম প্রভাব রাখার কথা জানা গিয়েছিল। এমনকি সেটার আনুষ্ঠানিক তদন্তও হচ্ছে।

বলা বাহুল্য, অ্যারিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি 'প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে' শুধু পদার্থবিদ্যায় নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বরং আরও বেশি প্রযোজ্য। সেই আমেরিকার ছেড়ে দেওয়ার ফলে তৈরি হওয়া শূন্যস্থানগুলো দখল করে নিয়েছে মূলত চীন এবং কিছু ক্ষেত্রে রাশিয়া। চীনের সঙ্গে কিছু বাণিজ্যসংঘাতে ট্রাম্প নিজেকে জড়ালেও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল থেকে আমেরিকার সরে যাওয়া চীনকেই সবচেয়ে বড় সুফল দিয়েছে।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই বিশ্বের কোনো একটি কর্তৃত্বপরায়ণ সরকারের প্রধান ব্যক্তির জন্য জো বাইডেনের ক্ষমতায় থাকা ভালো বিষয় নয়। তাঁদের জন্য ট্রাম্পই সবচেয়ে উপযোগী প্রেসিডেন্ট, যিনি কোথায় কারচুপির নির্বাচন হয়, কোথায় মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়, সেটা নিয়ে মাথা ঘামান খুব কমই। তাই বিশ্বের কোনো কোনো স্বৈরশাসক ট্রাম্পের ফিরে আসার আশায় দিন গুনতেই পারেন। ভাবতে পারেন যে কোনো রকমে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টিকে গেলে এরপর ট্রাম্প আমেরিকার ক্ষমতায় আসেন, তাহলে পরের চার বছর অনেকটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানরা 'কিছুটা' জয় পেলেও অনেকটা পরাজয় ঘটেছে ট্রাম্প এবং ট্রাম্পিজমের। রিপাবলিকান পার্টির হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করার মনোনয়ন নিশ্চিত করতে পারলেও এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বলা যায়, ট্রাম্পের আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। সেটা হলে বিশ্বের নানা প্রান্তের কর্তৃত্ববাদী শাসকদের জন্য এক দুঃসংবাদ তো বটেই।

ট্রাম্পিজম নামের ডানপন্থী, পরিচয়বাদী (ট্রাম্পের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী), চরম জনতুষ্টিবাদী রাজনৈতিক প্যাকেজটি পৃথিবীর রাজনীতিতে নতুন নয়। এটা অতীতে ছিল খোদ ইউরোপের মাটিতেই, যা ভারতে শেকড় গেঁড়ে বসেছে তো বটেই, আবার ফিরে আসছে ইউরোপেই। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমেরিকায় ট্রাম্পের দুর্বল হওয়া বিশ্বের গণতন্ত্রকামী মানুষের জন্য আশার আলো তো বটেই।

লেখক: ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

কাতার প্রবাসীদের স্বপ্ন এবং দেশের উন্নয়ন

ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার ও মো. জসীম উদ্দিন

প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়া বাংলাদেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ে এসে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) গঠিত হয়। আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশের অনেক প্রবাসী পরিবার তথা দেশের স্বার্থে জীবিকার প্রয়োজনে দেশে তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা সমাপ্ত না করেই বিদেশে পাড়ি জমান।

নিজের স্বপ্নকে বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বার্থে শত কষ্ট সহ্য করেও পরিবার থেকে অনেক দূরে থাকেন। শিক্ষাবঞ্চিত এ প্রবাসীদের জন্য বাউবি শিক্ষা কার্যক্রম আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ফলে যে কোনো বয়সে ঝরে পড়া অথবা কর্মজীবী শিক্ষার্থীরাও পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছেন। কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জনের অধরা স্বপ্ন প্রবাসীদের সবসময় তাড়িয়ে বেড়ায়।

প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই বিশ্বে শিক্ষার অভাবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের কর্মস্থলে তথা সমাজে বিভিন্নভাবে অবমূল্যায়িত হচ্ছেন। অন্যান্য দেশের দক্ষ, শিক্ষিত কর্মীদের সঙ্গে সমান তালে কাজ করে যেতে পারছেন না। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা গেলে এ প্রবাসীরাই হয়ে উঠবেন বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেলে প্রবাসীরা নিজ নিজ কর্মস্থলে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ পাবেন, শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের মননশীলতা, সৌন্দর্যবোধ ও মানবিক সহমর্মিতা বিকাশের মাধ্যমে সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের এ যুগে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আর্থ-সামাজিক কাজে দক্ষতা অর্জন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনায় সবার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব ফুটে উঠেছিল, যা তার সাম্যবাদী চিন্তা থেকে উৎসারিত। তার রাজনৈতিক দর্শনে ধনী, গরিব, শ্রেণি, পেশা নির্বিশেষে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার বিষয়টি সবসময় গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর বৈষম্যহীন শিক্ষা কাঠামোর ভিত্তিতে দেশে প্রথম শিক্ষা কমিশন-কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

একটি বিজ্ঞানমনস্ক, আধুনিক, যুগোপযোগী ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গঠনে বঙ্গবন্ধু সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন-যেখানে সাধারণ, কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে একটি বৈষম্যহীন, সহজলভ্য শিক্ষাব্যবস্থায় সবাই শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে।

২০১৯ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় 'ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিক উইং' গঠন করে, যার উদ্দেশ্য শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। এই লক্ষ্য অর্জনে নিশ-২ নামে বহিঃবাংলাদেশ প্রোগ্রামের আওতায় পৃথিবীর নানা দেশে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে বাউবি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের আয়ের ভূমিকা অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা শ্রম ভাবনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসী-বান্ধব নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এবং যেসব প্রবাসী ভাই ও বোনেরা কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত তৈরি করছে, তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাউবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।

এরই ধারাবাহিকতায় কাতারের দোহায় বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে বাউবি'র সহযোগিতায় সেদেশে ২০২০ সালে এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং উভয় প্রোগ্রামে যথাক্রমে ৫০ জন ও ১১০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। ১৭ মার্চ ২০২১, জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে বাউবি'র নিশ-২ কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত এসএসসি ও এইচএসসি প্রোগ্রামের ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক প্রোগ্রাম প্রবাসীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে।

বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী প্রবাসী দূরশিক্ষণ প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি বছর ২৬ মার্চ বাংলাদেশের ৫১তম স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ প্রবাসীদের জন্য স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত হয়।

দূরশিক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে যে কোনো বয়স, শ্রেণি ও পেশার মানুষ ঘরে বসে প্রযুক্তি তথা গণমাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষাপ্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগ ও গণমাধ্যম ব্যবহার করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে উভয়মুখী যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ইতোমধ্যে সারা বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশেও টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষাব্যবস্থায়ও এসেছে আমূল পরিবর্তন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে সহযোগিতার জন্য রয়েছে BOUTube, WEB Radio, WEB TV, e-book, Mobile apps সহ পূর্ণাঙ্গ মিডিয়া সেন্টার। এখানে ক্লাসে উপস্থিত থেকে শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে অনলাইনে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা শ্রম ভাবনা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবাসীবান্ধব নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এবং যেসব প্রবাসী ভাই ও বোনেরা কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত তৈরি করছে, তাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাউবি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসএসসি, এইচএসসি ও বিএ/বিএসএস প্রোগ্রামের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।

কাতার তথ্যপ্রযুক্তি খাতে খুব উন্নত একটি দেশ। এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাগুলোতেও দূরশিক্ষণ ও শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান করা হয়। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির এ সুবিধা নিয়েই কাতারস্থ প্রবাসী বাংলাদেশিরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে শিক্ষা অর্জন করে তাদের অধরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করার সুযোগ পাচ্ছেন।

তথ্যপ্রযুক্তি ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হওয়ায় কাতারে দক্ষ জনশক্তির অনেক চাহিদা রয়েছে। কাতার তাদের শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এখানে 'World Innovation Summit on Education' শীর্ষক দ্বিবার্ষিক শিক্ষা সম্মেলন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে এখানে উন্নতমানের হোটেল, রেস্টুরেন্টসহ পর্যটনের বিভিন্ন অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। এছাড়াও সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের এ দেশটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও রাজনীতিতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে উন্নত অর্থনীতি ছাড়াও দেশটি তথ্যপ্রযুক্তি ও উন্নত শিক্ষার একটি হাব-এ পরিণত হয়েছে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গত ২২ আগস্ট (২০২২) কাতার ও বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা পর্যায়ে এবং দুই দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনায় কাতার বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কাতারে প্রবাসী শ্রমিকদের শিক্ষিত করার পাশাপাশি যদি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা যায়, তাহলে কাতারে ক্রমবর্ধমান দক্ষ জনশক্তির বাজার সুবিধা বাংলাদেশ সহজেই নিতে পারবে। কাতারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বাংলাদেশের কিছু ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। কাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও এদেশের অন্যান্য স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষা সহযোগিতাবিষয়ক চুক্তি করে এ খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা যায়। এর ফলে বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কাতারের শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর কাতারে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সভায় কাতারের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে বাংলাদেশে শিক্ষা মেলা আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এ ধরনের মেলার মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা কাতারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অধ্যয়নে উৎসাহিত হবে।

কাতারে বর্তমানে প্রায় চার লাখ বাংলাদেশী মানুষের বসবাস, যাদের অধিকাংশই নির্মাণ শ্রমিক এবং শিক্ষাগত যোগ্যতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে এসব বাংলাদেশি তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রেও অন্যান্য দেশের কর্মীদের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে তারা নিজেদের কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি লেখাপড়ার মাধ্যমে নিজেদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারবেন এবং কাতারে নিয়মকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবেন। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্বিতীয় বৃহত্তম চালিকাশক্তি। শিক্ষিত ও তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ প্রবাসী বাংলাদেশীরা আরও অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স পাঠাতে সক্ষম হবেন, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সহায়ক হবে এবং ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে জোরালো ভূমিকা রাখবে।

ড. সৈয়দ হুমায়ুন আখতার: উপাচার্য, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মো. জসীম উদ্দিন, এনডিসি : রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, দোহা, কাতার

গবেষণার জন্ম সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ থেকেই

ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

যেখানে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ থাকে, সেখানে গবেষণার সম্ভাবনা তৈরি হয়। গবেষকদের কাজ হলো সেই সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জগুলোকে খোঁজা। তরুণ গবেষকদের কাজ হবে এই চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাগুলোকে বের করে এনে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখা। গবেষণার ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে, যেকোনো গবেষণার উদ্দেশ্য থাকতে হবে।

যে গবেষণা লক্ষ্যবিহীন, সে গবেষণা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অর্থহীন। গবেষণার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সব সময় যে পুরো-পুরি অর্জিত হবে তা নয়, তবে যতটুকু অর্জিত হয় ততটুকুই বিজ্ঞানের ধারণাকে এগিয়ে নেয়। গবেষণার লক্ষ্য অর্জন যদি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়, সেটা কেন ব্যর্থ হলো গবেষকরা তখন তা অনুসন্ধান করতে থাকেন। সে অর্থে গবেষণা কখনো ব্যর্থ হয় না। তবে লক্ষ্যহীন গবেষণাও অনেক সময় গন্তব্যের খোঁজ পায়, যদিও সেটা একটা কাকতালীয় বিষয় হতে পারে। তবে ব্যতিক্রম আছে বলেই গবেষণা তার গতিপথ পরিবর্তন করে অনেক সময় অনেক বড় বড় লক্ষ্যেও পৌঁছে যায়। হয়তো গবেষকরা কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অন্য আরেকটি উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়ে যান। ইতিহাস তা-ই বলে।

সারা পৃথিবীতে এখন লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়ে গবেষণা চলছে। এই ব্যাটারিগুলো মোবাইল ফোন, ইলেকট্রিক কার, ল্যাপটপ, মেডিক্যাল ডিভাইসসহ সব ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। গবেষকদের কাজ হচ্ছে এর কার্যক্ষমতা আরো কিভাবে বাড়ানো যায়। গবেষকরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে এই ব্যাট-ারির অ্যানোড ম্যাটেরিয়াল হিসেবে গ্রাফাইটের পরিবর্তে যদি সিলিকন ব্যবহার করা যেত, তবে এর এনার্জি স্টোরেজ করার ক্ষমতা ১০ গুণ বাড়ানো সম্ভব হতো। কিন্তু সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। তার মানে গবেষকরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। এতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে পড়া গবেষকদের কাজ নয়, বরং এই চ্যালেঞ্জকে জয় করে কিভাবে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সক্ষমতা বাড়ানো যায় সেটিই গবেষকদের মূল লক্ষ্য। ব্যাটারির এই গবেষণা বহুমাত্রিক। এটাকে বহুমাত্রিক এ কারণে বলা হচ্ছে, এখানে অ্যানোড ম্যাটেরিয়াল ছাড়াও ক্যাথোড, সেপারেটর ও ইলেকট্রলাইট থাকে। এই উপাদানগুলোর সব ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। গবেষকদের কাজ হলো এই ক্ষেত্রগুলোতে নিজেদের যুক্ত করে ব্যাটারির সর্বোত্তম গুণাগুণ নিশ্চিত করা।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, গবেষণার গতি-প্রকৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়। গবেষকদের কল্পনাশক্তি যখন চিন্তাশক্তিতে রূপ নেয় তখন চিন্তার বহুমাত্রিকতা গবেষণার মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির গবেষণায় অবদান রাখার জন্য ২০১৯ সালে তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান। মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে মানুষ লিথিয়ামের বিকল্প উৎস খোঁজ করছে। গবেষণার আসল মজাটা এখানেই, যেখানে মানুষ বিকল্প পথ খোঁজার মতো সাহস দেখাতে পারে। পেছনে কারণ তো থাকেই, সে কারণটাই মানুষকে অচেনা পথটা চেনায় গবেষণার মাধ্যমে। গবেষকরা এখন ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, গ্রাফেনের মতো ম্যাটেরিয়ালগুলো লিথিয়াম আয়নের বিকল্প হিসেবে ভাবছেন, যদিও এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, গবেষকরা যখন সিলিকন ব্যাটারিতে ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ খুঁজছেন, তখন সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল হিসেবে সিলিকনের পরিবর্তে গ্রাফেন ব্যবহারের গবেষণা চলছে। এখানেও অনেক চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তার পরও গবেষণা থেমে নেই।

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, এলইডি বাল্বসহ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অনেক উপাদানে সেমিকন্ডাক্টরের ভূমিকা রয়েছে। গবেষকরা বলছেন, সিলিকনের পরিবর্তে কার্যকরভাবে গ্রাফেন সেমিকন্ডাক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হলে ইলেকট্রনিকস শিল্পের বিভিন্ন ব্যবহারযোগ্য উপাদানের কার্যক্ষমতা প্রায় ২৫০ গুণ বাড়ানো সম্ভব। ভাবা যায়, গবেষণা মানুষের জীবনে কতটা গতি আনতে পারে? তবে এটাও মনে রাখতে হবে, গবেষণালব্ধ একেকটি বিস্ময়কর আবিষ্কার গবেষকদের ত্যাগের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। গ্রাফেনের মতো বোরোফেনও একটি অতি সমৃদ্ধ ২ডি ম্যাটেরিয়াল। গ্রাফাইটকে ভেঙে ভেঙে একেকটি পরমাণুতে পরিণত করলে, সে একক পরমাণুগুলোকে গ্রাফেন বলা হয়।

একইভাবে বোরনকে ভেঙে ভেঙে একেকটি পরমাণুতে পরিণত করলে, সে একক পরমাণুগুলোকে বোরোফেন বলা হয়। যখন গ্রাফাইট বা বোরনকে ভেঙে ভেঙে একক পরমাণু বা পরমাণুর স্তর হিসেবে বের করে আনা যায় তখন যে নতুন ও বিস্ময়কর বস্তুগুলোর জন্ম হয়, সেগুলোর নতুন নতুন সৃষ্টির ধারণা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গবেষকদের চিন্তার জগৎ ও কাজের ক্ষেত্রকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বোরোফেন হাইড্রোজেন স্টোরেজ বা সঞ্চয় করতে পারে, যদিও এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হাইড্রোজেন স্টোরেজ সংক্রান্ত গবেষণাগুলো ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে, যা ফুয়েল সেলসহ এনার্জি উৎপাদনের বহুমাত্রিক প্রযুক্তির অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে। এই ম্যাটেরিয়ালগুলোর সঙ্গে অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালের কম্বিনেশন ঘটিয়ে প্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে। আবার একটি ম্যাটেরিয়ালের বহুমাত্রিক ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে সেগুলো থেকে সর্বোত্তম ফলাফল পেতে গবেষকরা তাঁদের গবেষণা অব্যাহত করে রেখেছেন। ন্যানোটেকনোলজি কনসেপ্টকে উপজীব্য করে ন্যানোপার্টিকল নামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদান গবেষণার গতিপথকে খুব দ্রুত বদলে দিয়েছে। ন্যানোপার্টিকলগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন–রাসায়নিক, ম্যাটেরিয়াল, জ্বালানি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং জৈব প্রযুক্তি। এ ছাড়া ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আরো প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহারের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ন্যানোটেকনোলজির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে গবেষকদের নতুন নতুন ধারণা যুক্ত হচ্ছে গবেষণায়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইন্টিগ্রেটেড গবেষণার সুযোগ তৈরি করেছে। এখন কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হবে এমনটি নয়, বরং গবেষকরা ভেতরে ভেতরে এক রিসার্চ থেকে আরেক রিসার্চে ডুবে গিয়ে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার স্তরকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সব কিছুই সম্ভব হয়েছে অসম্ভব চ্যালেঞ্জ ও ক্রিটিক্যাল অবস্থাগুলোকে জয় করার মাধ্যমে।

গবেষণার এই প্রবণতা উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। যেমন–ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যাঁরা পড়ছেন তাঁদের কারিকুলামে বায়োলজি, জিওলজি ও মলিক্যুলার ডিনামিক্সের মতো বিষয়গুলো যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ও প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো বিষয়টি বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সব শাখায়ই সম্পৃক্ত করার যৌক্তিকতা বাড়ছে। সময়ের প্রয়োজনেই এমনটা ঘটছে। কারণ উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশের মাধ্যমে গবেষণার বহুমাত্রিকতার ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে।

গবেষণালব্ধ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সামষ্টিক ধারণা শিল্পায়নে ও কর্মক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। তবে সব ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তবে ফলিত গবেষণা যতটা বাড়ছে, মৌলিক গবেষণা ততটাই কমছে। মনে হতে পারে, প্রায় সব মৌলিক ধারণার জন্ম এরই মধ্যে তো ঘটে গেছে, তাই এমনটা হতে পারে। সেটা হয়তো আংশিক সত্য, পুরোটা নয়। গবেষণায় ফলিত চিন্তার চেয়ে মৌলিক চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তবেই হয়তো বিজ্ঞানের মাধ্যমে অদেখা পৃথিবীর অনেক রহস্য উন্মোচিত হবে। বদলে যাবে মানুষ, চিন্তারও ঘটবে বিপ্লব। তবে প্রযুক্তির যন্ত্রনির্ভর জীবনে মানবিক ধারণারও প্রত্যক্ষ ও ফলপ্রসূ প্রভাব থাকতে হবে। গবেষকরা তাঁদের গবেষণাকে এগিয়ে নেবেন মানবিক ও জীবনমুখী চিন্তার সমন্বয়ে। তখন গবেষকদের হাত ধরে পৃথিবীটাই বদলে যাবে। মানুষ আরো মানবিক হয়ে উঠবে।

লেখক: অধ্যাপক, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নাট্যকার খান শওকতের লেখনী দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

প্রথম ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব



নিখিল কুমার রায়ঃ"ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবি হোক"- এই শ্লোগান সামনে রেখে আসছে ১৮ ডিসেম্বর কলকাতায় যাদবপুরের গরফায় সংস্কৃতি চক্র মঞ্চে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রথম 'ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব'। এদিন সকাল ১০ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত চলবে উৎসব। এর দুই মাস পর ফেব্রুয়ারীতে ময়মনসিংহের ত্রিশালের কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঝিনাইদহে, খুলনার ডুমুরিয়ায়, যশোরের নোয়াপাড়ায় এবং কলকাতার একাধিক স্থানে নিউইয়র্ক প্রবাসী নাট্যকার খান শওকতের লেখা "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র"-তে প্রকাশিত বাংলাদেশের জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাঙালী জাতির মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনভিত্তিক নাটকসমূহ নিয়ে দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হবে 'ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব'- ২০২২ এবং ২০২৩। ফেব্রুয়ারী মাসের ২ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে এবং ১৭ ও ১৮ তারিখে ২ দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কলকাতার রাশবাহারীর তপন থিয়েটারে এ নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এ পর্যন্ত কখনো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে দুই দেশের নাট্যকর্মীদের অংশগ্রহনে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়নি। এবার সেই ঐতিহাসিক আয়োজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উল্লেখিত ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারীর নাট্য উৎসবের সফলতা দেখে পরবর্তী উৎসবে যে কোন নাট্যকারের লেখা বঙ্গবন্ধু বিষয়ক নাটক তাদের নাট্য উৎসবে সংযুক্ত করা হবে। মোটকথা এই নাট্য উৎসব কমিটি চেষ্টা করছেন সবাইকে নিয়ে দুই বাংলায় এবং প্রবাসে "শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধু বিষয়ক নাটক" প্রদর্শনীর বিষয়ে একটা বড় প্লাটফরম তৈরী করতে। এ ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে নাট্যাঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

উক্ত নাট্য উৎসবে কলকাতার যাদবপুর দলমাদল পরিবেশন করবে- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, গোবরাপুর সংবিত্তি নাট্যসংস্থা পরিবেশন করবে- কলংকিত-৭৫, বাকসা ব্রাত্য নাট্যজন পরিবেশন করবে- খুনী ডালিম বলছি, এবং টাকীর আমরা অমলকান্তি পরিবেশন করবে- আসামীর কাঠগড়ায় মেজর ডালিম। আর বাংলাদেশের সিলেটের দেশ থিয়েটার পরিবেশন করবে- স্বাধীনতার ঘোষক, পাবনা থিয়েটার-৭৭ এর- আমার বাড়ি টুঙ্গীপাড়া, জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থিয়েটারের- সাতই মার্চের ভাষন, ত্রিশালের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগবাণী থিয়েটারের শিল্পীরা পরিবেশন করবেন- মুজিবনগর থেকে মুক্তিযুদ্ধ। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নাটক- মুজিব বাইয়া যাওরে, টঙ্গীর নাট্যভুমির নাটক- শহীদ রাসেল, ফরিদপুরের নাটমহলের নাটকঃ বাকশালী মোশতাক, কুমিল্লার গ্রাম থিয়েটারের নাটক এবং ঝিনাইদহের অংকুর নাট্য একাডেমিসহ বেশ কয়েকটি নাট্যদল উক্ত নাট্য উৎসবে অংশ নেবেন। এ বিষয়ে সামগ্রীক যোগাযোগ ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব পরিষদঃ (১). সন্‌জয় সাহা। কলকাতা। মোবাইলঃ +৯১-৭০৪৪৬৩৪৬৬৪. (২). বসন্ত বর্মন। কলকাতা। মোবাইলঃ ৮৩১৭৮২৩১৮২. (৩). কিশোর দত্ত। কলকাতা। মোবাইলঃ ৯৯৩২৬১৯১২৯. (৪). এজহারুল হক মিজান। গ্রাম থিয়েটার। কুমিল্লা। বাংলাদেশ। মোবাঃ ০১৬১৭.৮০৮২৮২।

একথা সত্য যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে নাটক রচিত হয়েছিলো বলে দুই বাংলার আপামর জনতার কাছে পৌনে তিনশত বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া নবাব সিরাজের পুরো ইতিহাস মুখস্ত হয়ে গেছে। একইভাবে 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু' এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নাটকের মাধ্যমে এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাহলে নাটকের সংলাপের মাধ্যমে সত্য ইতিহাস স্মরন রাখা তাদের জন্য সহজ হবে। এমন স্বপ্ন নিয়েই তিনি এ নাটকগুলো লিখেছেন।

খান শওকত রচিত নাটকসমুহ নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রুবেল আনসার একটি গবেষনা গ্রন্থ লিখেছেন। নাম নাট্যকলায় বঙ্গবন্ধু। প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমি। ড. রুবেল আনছার খান শওকতের কাছে জানতে চেয়েছিলেনঃ

প্রশ্ন ১: সাধারণত নাটকে কোনো বিষয় (সংলাপে/নাট্যঘটনাবস্তুতে) তুলে ধরতে নাট্যকার তথ্যসূত্র দেন না। কিন্তু আপনার অধিকাংশ নাটকে তথ্যসূত্র দিয়েছেন। এর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আছে কি?

খান শওকত: ঐতিহাসিক সত্যগুলো সবাই জানুক। আমি যে আবেগের বশে কোন সংলাপে মিথ্যা তথ্য দেই নাই, সেটা সবার কাছে পরিস্কার করার জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র তুলে ধরেছি।

প্রশ্ন ২: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক রচনা করার ক্ষেত্রে আপনার প্রেরণা কী?

খান শওকত: দেশের একজন সাধারণ নাগরিক হত্যা হলেও তার বিচার হয়, কিন্তু 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর তার বিচার বন্ধ রাখা হলো। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত সময় বঙ্গবন্ধুর সৈনিকদের উপর সবচেয়ে বেশী নির্যাতন চালানো হলো, এবং ১৯৯০ এর পর একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে আরো বেশী অপবাদ দেয়া শুরু হয়। এসব বিষয় আমার ভেতরে প্রশ্ন তৈরী করে এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষনা করতে ও নাটক লিখতে আগ্রহী করে। ১৯৯৩ সাল থেকে শুরু করলাম নাটক লেখার কাজ। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠলেন আমার নাটকের হিরো।



প্রশ্ন ৩: বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক রচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের মুখোশ উন্মোচন হয়েছে, এ কাজটি করতে আপনি নাটককে কেন বেছে নিলেন?

খান শওকত: বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে হত্যার পর প্রায় ১৫০ বছর যাবত মীরজাফরকে নির্দোষ এবং দেশপ্রেমিক বিজ্ঞ নবাব হিসেবে পরিচিতি লেখা হয়েছে ব্রিটিশদের দালালদের বইতে। কিন্তু তাতে কি তিনি নির্দোষী হয়েছেন? একইভাবে ইতিহাসে যার যা অবস্থান আমার লেখা নাটকে তাইই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে। আমার পছন্দ সংলাপ এবং নাটক। তাই নাটকই বেছে নিলাম।

প্রশ্ন ৪: আমাদের জানামতে বাংলা নাট্যসাহিত্যে আপনিই প্রথম নাট্যকার যিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ৩৫টা নাটক লিখে "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র" প্রকাশ করেছেন। এক ব্যক্তিকে নিয়ে এতবেশী নাটক কেন লিখলেন?

খান শওকত: আমি নিজেও ভাবিনি যে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এতগুলো নাটক লিখবো। আমিও চেয়েছিলাম ২/৩ টা নাটক লিখে থেমে যাবো। কিন্তু ইমেইলে এবং আমার প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থ বিভিন্নজনকে দেওয়ার পর, অনেক নাট্যগ্রুপ ছোট নাটক বা কম চরীত্রের নাটক বা একক অভিনয়ের নাটক চাইলেন। কারন ২৫/৩০ জন শিল্পীর বড় গ্রুপ আজকাল ধরে রাখা কঠিন। তাই তাদের কথা রাখতে যেয়ে এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন দিককে ভাগ করে করে লিখতে লিখতে মোট ৩৭ টা নাটক লেখা হয়ে গেছে।

প্রশ্ন ৫: ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব নিয়ে কিছু বলুন।

খান শওকত: বাংলাদেশে বইমেলার স্বপ্ন সফল করতে ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় চটের ওপর ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এখন তো বইমেলা দুই বাংলা এবং প্রবাসের বিভিন্ন দেশে হাজার কোটি টাকার এক জনপ্রিয় উৎসব। একইভাবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন। ১৯৯৩ সাল থেকে এ স্বপ্নটা লালন করছি। অনেককেই বলেছি কিন্তু তারা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক রচনা করে রাজনৈতিক ঝুঁকি নেবার আগ্রহ দেখাননী। এরপর আমি নিজেই লেখা শুরু করি। আমরা হয়তো এখন ছোট আকারে ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব শুরু করছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন যদি মুজিব সৈনিকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারি এ আয়োজন অনেক ব্যাপক হবে একদিন। এবার আমরা দুই দেশে শুরু করছি। তবে সবার সহযোগিতা পেলে আগামীতে মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে বাঙালী অধ্যুশিত শহরগুলোতে এ উৎসব করার স্বপ্ন আছে আমাদের।

একথা অনেকেই জানেন যে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোন নাটক মন্‌চায়ন বা নির্মাণের জন্য একসময় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের অনুমতি ছাড়া নাটক করা যেতো না। এজন্য বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটকের চর্চা বন্ধ ছিলো। এরপরও যারা নাটক করার চেষ্টা করেছেন তারা বঙ্গবন্ধু বা তার পরিবারের সদস্যদের চরিত্র অনুপস্থিত রেখে নাটক লিখতেন। একারনেই কিংবদন্তি সাংবাদিক ও অমর একুশের গানের লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর লেখা এবং বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক হাসান ইমামের নির্দেশিত পলাশী থেকে ধানমন্ডি নাটকটির বাংলাদেশে মন্‌চায়নের সুযোগ হয়নি। খান শওকত ২০১৭ সাল থেকে এই আইনটি বাতিলের জন্য চেষ্টা শুরু করেন। তার প্রতিটা নাটকই মেমোরিয়াল ট্রাষ্টে জমা দেন এবং কতৃপক্ষকে অনুরোধ করে বলেন বঙ্গবন্ধুর চরীত্র অনুপস্থিত রেখে বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটক তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। দর্শকরা নবাব সিরাজের মতো বঙ্গবন্ধু চরীত্রের সংলাপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে জানতে ও বুঝতে চায়। পরবর্তীতে দেশের শিল্পী সমাজের ব্যাপক অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই বিধানটি তুলে নেয়া হয়। এজন্য ২০১৯ সালের ৬ এপ্রিল থেকে নাটক মঞ্চায়ন বা নির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আর কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তাই বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক নাটকের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছে পুরো দেশময় এবং বিশ্বময়। এরই ধারাবাহিকতায় এবার দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ভারত বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসব।

নাট্যকার খান শওকত রচিত "বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্র"-র নাটক সমুহ নিয়ে এই নাট্য উৎসবের বাইরেও দুই বাংলার বেশ কিছু নাট্যদল কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধু নাট্যসমগ্রে প্রকাশিত নাটক ও চরীত্র সংখ্যা হলোঃ (১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ২৬ টি চরিত্র), ২. কলংকিত-৭৫ (১ দৃশ্যের নাটক, ১ টি চরীত্র). ৩. আমাদের বঙ্গবন্ধু (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ২৫ টি চরিত্র), ৪. স্বাধীনতার ঘোষক (১ দৃশ্যের নাটক, ৫ টি চরিত্র). ৫.বঙ্গবন্ধুর সামনে জিয়া (১ দৃশ্যের নাটক, ৫ টি চরিত্র). ৬. মহামান্য রাষ্ট্রপতি (১ দৃশ্যের নাটক, ৭ টি চরিত্র). ৭. খুনী ডালিম বলছি (১ দৃশ্যের নাটক, ৭ টি চরিত্র). ৮. আমার বাড়ি টুঙ্গীপাড়া (১ দৃশ্যের নাটক ১ টি চরিত্র). ৯. ৬ দফা ও ১১ দফা আন্দোলন (১ দৃশ্যের নাটক, ৯ টি চরিত্র). ১০. মুজিবনগর থেকে মুক্তিযুদ্ধ (১ দৃশ্যের নাটক, ৪ টি চরিত্র). ১১. হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু (১ দৃশ্যের নাটক, ৯ টি চরিত্র). ১২. বঙ্গবন্ধুর বাকশাল (১ দৃশ্যের নাটক, ৩ টি চরিত্র). ১৩. বাকশালী মোশতাক (১ দৃশ্যের নাটক, ২ টি চরিত্র). ১৪. মোশতাকের তেলেসমাতি (১ দৃশ্যের নাটক, ৪ টি চরিত্র). ১৫. খুনী মোশতাক (১ দৃশ্যের নাটক. ৪ টি চরিত্র). ১৬. বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় বিদেশী শক্তি (১ দৃশ্যের নাটক. ৬ টি চরিত্র). ১৭. মোশতাকের ষড়যন্ত্র (১ দৃশ্যের নাটক. ৭ টি চরিত্র). ১৮. মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান (১ দৃশ্যের নাটক. ৫ টি চরিত্র). ১৯. স্বাধীনতা তুমি (গীতিনাট্য). ২০. জনতার সংগ্রাম (গীতিনাট্য). ২১. বাংলাদেশের মাটি (গীতিনাট্য). ২২. ৭ই মার্চের ভাষণ (১ দৃশ্যের নাটক. ৫টি চরিত্র). ২৩. বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ১২ টি চরিত্র). ২৪. হানাদার (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ৭ টি চরিত্র). ২৫. বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ৯ টি চরিত্র). ২৬. রক্তাক্ত ১৫ই আগষ্ট (১ দৃশ্যের নাটক. ১৪ টি চরিত্র). ২৭. মুজিব হত্যা (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক. ২০ টি চরিত্র). ২৮. মুজিব হত্যার বিচার (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক). ২৯. আসামির কাঠগরায় মেজর ডালিম. (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ১৮ টি চরীত্র). ৩০. আমরা তোমাদের ভুলবো না (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ১১ টি চরীত্র). ৩১. জেল হত্যা (পূর্নদৈর্ঘ্য নাটক, ১০ টি চরীত্র). ৩২. আমার নেতা শেখ মুজিব (পূর্নদৈর্ঘ্যনাটক, ৫ টি চরীত্র). ৩৩. শহীদ রাসেল (১ দৃশ্যের নাটক, ৫ টি চরীত্র). ৩৪. বাকশাল নিয়ে বঙ্গবন্ধু ও জিয়া (১ দৃশ্যের নাটক, ৩ টি চরিত্র). এবং ৩৫. আমার নাম শেখ মুজিব (১ দৃশ্যের নাটক, ২ টি চরিত্র)। এছাড়া আগষ্ট ট্রাজেডির কারন এবং মুজিব বাইয়া যাওরে নামে তিনি আরও দুটো নাটক রচনা করেছেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার লেখা নাটকের সংখ্যা মোট ৩৭ টা। ইতিমধ্যে এসব নাটক দুই বাংলায় বেশ প্রশংসিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, খুলনা জেলার ডুমুরিয়ার শাহপুরের সন্তান নাট্যকার খান শওকতের জন্ম ১৯৬০ সালের জানুয়ারীতে। ৩০ বছর বয়সে ভাগ্যান্বষনে ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে আসেন। এসেই নির্মাণ করেন প্রবাসী বাংলাদেশী কমিনিটির শিল্পীদের উদ্যোগে নির্মিত প্রথম ভিডিও চলচ্চিত্র "স্বপ্ন সুখের আমেরিকা"। প্রায় ৫৩ জন শিল্পী ও কলাকুশলী নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি এ ছবির পরিচালক ও কেন্দ্রীয় অভিনেতা। ১৯৯৩ সালের ২৩ জুন তারিখে এ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিলো। এরপর নেশাগ্রস্থ শিল্পীর মতো ম্যাজিক শো শুরু করলেন। টানা প্রায় ৩০ বছর তার বিশ্ময়কর জাদু প্রদর্শনী উপভোগ করেছেন দেশী বিদেশী কম্যুনিটির লাখ লাখ মানুষ। জাদু দেখিয়ে আটবার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। ২০২০ সালের জুলাই মাস থেকে অদ্যাবধি চালু রয়েছে "অনলাইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক কম্পিটিশন" ফেসবুক গ্রুপে প্রতিমাসে বিশ্ব জাদু প্রতিযোগিতা। এটি বিশ্বময় বেশ জনপ্রিয়। খান শওকত এই প্রতিযোগিতা কমিটির জুরি বোর্ডের সভাপতি।

নিউইয়র্কে সমস্যাগ্রস্থ ও নবাগত প্রবাসীদের কল্যানে তিনি চালু করেন চাকুরী বিষয়ক বিনামূল্যে সহযোগিতা-মুলক প্রোগ্রাম "জব সেমিনার"। ২০০১ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আয়োজিত ১৬০ টি জব সেমিনারের সহায়তায় প্রায় সাড়ে ছয় হাজার প্রবাসী চাকুরী পেয়ে এবং প্রায় ৪০০ টি পরিবার অতি অল্প ভাড়ায় সরকারি বাসা পেয়ে উপকৃত হয়েছেন।

১৯৯৩ সাল থেকে তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষনা শুরু করলেন। প্রথমে নির্মাণ করেন "কেন তিনি জাতির পিতা"। এরপর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একের পর এক নাটক লিখলেন। ২০১৫ সাল থেকে তার লেখা নাটক আমেরিকা, কানাডা, ভারত, কাতার, দুবাই ও বাংলাদেশে মন্‌চস্থ হচ্ছে। ২০১৮ সালে তার লেখা নাটক "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব" মঞ্চস্থ হয় কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে। উক্ত প্রদর্শনীতে আমি নিজেও (নিখিল কুমার রায়) উপস্থিত ছিলান। ভারতের মাটিতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এমন সফল আয়োজন আগে কখনো হয়নি। ইউটিউবে Bongobondhu drama written by Khan Showkat লিখে এ নাটকের ভিডিও দেখা যায়। তার লেখা অত্যন্ত নিরপেক্ষ, হৃদয়গ্রাহী এবং সত্য ইতিহাস। এ পর্যন্ত তার লেখনী নিয়ে দুই বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেকগুলো নাট্য সেমিনার ও পাঠচক্র। আমার বিশ্বাস তার লেখা নাটকগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাসমুহ নাটকের সংলাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

খান শওকত রচিত বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের গানঃ দুই বাংলার নাট্যমোদিরা/ ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা/ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। দুই বাংলার নাট্যমোদিরা/ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান .../ সাতচল্লিশে ভাগের আগে/ আমরা কি আলাদা ছিলাম, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়াতে/ বিভক্ত হয়ে গেলাম। কাঁটাতারের সীমানা থাকুক/ দেশ ভাগের নামে, আমরা মিলবো ভাষার টানে/ ভালোবাসার খামে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান ..../ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়তে মুজিব হলেন শহীদ, আজও বাঙালিদের মন ও মননে মুজিব চিরঞ্জীব। দুই বাংলার নাট্যমোদিরা/ ভালোবাসায় এক হবে, হাসবো আমরা মিলবো আমরা/ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে। এসো গাই গান, ভালোবাসার গান ... । এ গানটি ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবে গাওয়া হবে।

কোন নাট্যকারের জীবদ্দশায় তার লেখনী নিয়ে দুই বাংলায় নাট্য উৎসব খুব কম দেখা যায়। এদিক দিয়ে বলা যায় খান শওকত ভাগ্যবান। যেহেতু তার নাটকের নায়ক হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, তাই তার লেখা এতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বঙ্গবন্ধুর অগনিত ভক্তের মধ্যে। ইতিমধ্যে তার লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নাটকটি ঢাকার উত্তরার ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্য বিভাগে পাঠ্য করা হয়েছে। তার নাটকসমুহ নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রুবেল আনসারের লেখা গবেষনা গ্রন্থ "নাট্যকলায় বঙ্গবন্ধু"সরকারি অনুদানে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তার লেখা নাটকসমুহ নিয়ে দুই বাংলায় নাট্যকর্মীদের উদ্যোগে নাট্য-সেমিনার এ পাঠচক্র শুরু হয়েছে। যেগুলো বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তার লেখা নাটকসমুহ একদিন অনেক সুনাম বয়ে আনবে। এসব লেখনীর মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি তার এবং ভারত-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু নাট্য উৎসবের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। নাটকের জয় হোক।

নিউইয়র্ক।

ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২

ফিকশ্চার

(যুক্তরাষ্ট্র সময়)

এ	বি	সি	ডি	ই	এফ	জি	এইচ
কাতার ইকুয়েডর সেনেগাল নেদারল্যান্ডস	ইংল্যান্ড ইরান যুক্তরাষ্ট্র ওয়েলস	পোল্যান্ড মেক্সিকো আর্জেন্টিনা সৌদি আরব	ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া ডেনমার্ক তিউনেশিয়া	স্পেন কোস্টারিকা জার্মানি জাপান	কানাডা বেলজিয়াম মরক্কো ক্রোয়েশিয়া	সার্বিয়া সুইজারল্যান্ড ক্যামেরুন ব্রাজিল	পর্তুগাল ঘানা উরুগুয়ে দক্ষিণ কোরিয়া

তারিখ	ম্যাচ	সময়
২০-১১-২২	কাতার-ইকুয়েডর	সকাল ১১ টা
২১-১১-২২	ইংল্যান্ড-ইরান	সকাল ৮ টা
২১-১১-২২	সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস	সকাল ১১টা
২১-১১-২২	যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস	দুপুর ২টা
২২-১১-২২	আর্জেন্টিনা-সৌদি আরব	ভোর ৫টা
২২-১১-২২	ডেনমার্ক-তিউনেশিয়া	সকাল ৮টা
২২-১১-২২	মেক্সিকো-পোল্যান্ড	সকাল ১১টা
২২-১১-২২	ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া	দুপুর ২টা
২৩-১১-২২	মরক্কো-ক্রোয়েশিয়া	ভোর ৫টা
২৩-১১-২২	জার্মানি-জাপান	সকাল ৮টা
২৩-১১-২২	স্পেন-কোস্টারিকা	সকাল ১১টা
২৩-১১-২২	বেলজিয়াম-কানাডা	দুপুর ২টা
২৪-১১-২২	সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন	ভোর ৫টা
২৪-১১-২২	উরুগুয়ে-দক্ষিণ কোরিয়া	সকাল ৮টা
২৪-১১-২২	পর্তুগাল-ঘানা	সকাল ১১টা
২৪-১১-২২	ব্রাজিল-সার্বিয়া	দুপুর ২টা
২৫-১১-২২	ওয়েলস-ইরান	ভোর ৫টা
২৫-১১-২২	কাতার-সেনেগাল	সকাল ৮টা
২৫-১১-২২	নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর	সকাল ১১টা
২৫-১১-২২	ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র	দুপুর ২টা
২৬-১১-২২	তিউনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়া	ভোর ৫টা
২৬-১১-২২	পোল্যান্ড-সৌদি আরব	সকাল ৮টা
২৬-১১-২২	ফ্রান্স-ডেনমার্ক	সকাল ১১টা
২৬-১১-২২	আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো	দুপুর ২টা

তারিখ	ম্যাচ	সময়
২৭-১১-২২	কোস্টারিকা-জাপান	ভোর ৫টা
২৭-১১-২২	বেলজিয়াম-মরক্কো	সকাল ৮টা
২৭-১১-২২	কোয়েশিয়া-কানাডা	সকাল ১১টা
২৭-১১-২২	স্পেন-জার্মানি	দুপুর ২টা
২৮-১১-২২	ক্যামেরুন-সার্বিয়া	ভোর ৫টা
২৮-১১-২২	দক্ষিণ কোরিয়া-ঘানা	সকাল ৮টা
২৮-১১-২২	ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড	সকাল ১১টা
২৮-১১-২২	পর্তুগাল-উরুগুয়ে	দুপুর ২টা
২৯-২২-২২	ইকুয়েডর-সেনেগাল	সকাল ১০টা
২৯-১১-২২	কাতার-নেদারল্যান্ডস	সকাল ১০টা
২৯-১১-২২	ইরান-যুক্তরাষ্ট্র	দুপুর ২টা
২৯-১১-২২	ওয়েলস-ইংল্যান্ড	দুপুর ২টা
৩০-১১-২২	তিউনেশিয়া-ফ্রান্স	সকাল ১০টা
৩০-১১-২২	অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক	সকাল ১০টা
৩০-১১-২২	পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা	দুপুর ২টা
৩০-১১-২২	সৌদি আরব-মেক্সিকো	দুপুর ২টা
০১-১২-২২	ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম	সকাল ১০টা
০১-১২-২২	কানাডা-মরক্কো	সকাল ১০টা
০১-১২-২২	জাপান-স্পেন	দুপুর ২টা
০১-১২-২২	কোস্টারিকা-জার্মানি	দুপুর ২টা
০২-১২-২২	দ.কোরিয়া-পর্তুগাল	সকাল ১০টা
০২-১২-২২	ঘানা-উরুগুয়ে	সকাল ১০টা
০২-১২-২২	সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড	দুপুর ২টা
০২-১২-২২	ব্রাজিল-ক্যামেরুন	দুপুর ২টা

দ্বিতীয় রাউন্ড

০৩-১২-২২ গ্রুফ এ বিজয়ী-গ্রু বি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ সি বিজয়ী-গ্রুপ ডি রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৪-১২-২০২২ গ্রুফ ডি বিজয়ী-গ্রুপ সি রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুফ বি বিজয়ী-গ্রুপ এ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৫-১২-২০২২ গ্রুপ ই বিজয়ী-গ্রুপ এফ রানার্সআপ সকাল ১০টা
গ্রুপ জি বিজয়ী-গ্রুপ এইচ রানার্সআপ দুপুর ২টা

০৬-১২-২০২২ গ্রুফ এফ বিজয়ী-ই রানার্সআপ-সকাল ১০টা
গ্রুফ এইচ বিজয়ী-গ্রুপ জি রানার্সআপ-দুপুর ২টা

কোয়ার্টার ফাইনাল

১২-০৯-২০২২ কোয়াটার ফাইনাল-১ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-২ দুপুর ২টা

১২-১০-২০২২ কোয়ার্টার ফাইনাল-৩ সকাল ১০টা
কোয়ার্টার ফাইনাল-৪ দুপুর ২টা

সেমিফাইনাল

১২-১৩-২০২২ সেমিফাইনাল-১ দুপুর ২টা
১২-১৪-২০২২ সেমিফাইনাল-২ দপুর ২টা

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ

১২-১৭-২০২২ সেমি (১) পরাজিত -সেমি (২) সকাল ১০টা

ফাইনাল

১২-১৮-২০২২ সেমিফাইনাল ১ বিজয়ী-সেমিফাইনাল ২ বিজয়ী সকাল ১০টা

চীনের হঠাৎ যুদ্ধপ্রস্তুতি

মো:



বজলুর রশীদ

'বাড়তি অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা' ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চীনের সামরিক বাহিনীকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন শি জিনপিং। সম্প্রতি বেইজিংয়ে সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল কমান্ড সেন্টারের সদর দফতর সফরকালে চীনা প্রেসিডেন্ট এই নির্দেশনা দেন। চীন এখন তার সামরিক প্রশিক্ষণ এবং যেকোনো যুদ্ধের প্রস্তুতিকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য করে গড়ে তুলতে শুরু করেছে। শি বলেন, 'সামরিক সংগ্রামের কাজটি কঠিন এবং ভারী।'

চলতি মাসের ৮ নভেম্বর জনাব শি বলেন, 'সমগ্র সামরিক বাহিনীকে দক্ষ করাই এখন মৌলিক এবং একমাত্র মানদন্ড ধরে সেদিকে মনোনিবেশ করতে হবে। জয়ের ক্ষমতা অর্জনের গতি বাড়াতে হবে।' সম্ভাব্য তাইওয়ান যুদ্ধকে লক্ষ্য করেই শি এসব কথা বলছেন মনে হয়। ন্যান্সি পেলোসির সফর, কানাডার কূটনীতিক ও ব্রিটিশ বাণিজ্যমন্ত্রী গ্রেগ হ্যান্ডসের তাইওয়ান সফর ও নানা চুক্তি চীনের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে বলে বেইজিং মনে করছে। শি অনুগতদের নিয়ে নতুন সহযোগী দল গঠন করেছেন। এই দল বেইজিং বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিক্রমা ছাড়াও সামরিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিয়েছে।

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ সম্মেলনে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তির পরিবর্তে হুঙ্কারের উত্তপ্ত উল্কাকণা বর্ষিত হয়েছে। জো বাইডেন বলেছেন, 'তাইওয়ানের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেয়া হবে না।' চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, 'শক্তি প্রয়োগ করার জন্য চীন প্রস্তুত।' এসবের মধ্যে চীন যুক্তরাষ্ট্রও পৃথকভাবে কোয়াড সামরিক মহড়া শুরু করেছে, যা এক কথায় ভয়াবহ।

জাপানের সেলফ ডিফেন্স ফোর্স এবং মার্কিন সামরিক বাহিনী গত ৩ নভেম্বর জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় দ্বীপগুলোতে এবং তার আশপাশে বড় আকারের যৌথ মহড়া শুরু করেছে। কিন সোর্ড, 'কবহ ঝড়িৎফ' নামে এই মহড়া চলতি মাসের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে, জাপানের সেনাবাহিনী ও দশ হাজার আমেরিকান সেনাসহ প্রায় ২৬ হাজার কর্মী মহড়ায় অংশ নিয়েছে। নাজুক দ্বীপগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্প্রে টিল্টরটার বিমান রাখা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ব্রিটেন থেকে চারটি যুদ্ধজাহাজ এবং দু'টি বিমানও এই মহড়ায় যোগ দেবে। জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে যথাক্রমে ২০ ও ১০টি জাহাজ, ২৫০ ও ১২০টি বিমান অংশ নিয়েছে। ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের জবাব দেয়ার পাশাপাশি মহাকাশ ও সাইবার স্পেসের মতো নতুন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও চীন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে বলে 'কবহ ঝড়িৎফ' দফতর জানিয়েছে। টোকিও এবং ওয়াশিংটন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বেইজিংয়ের সামুদ্রিক দৃঢ়তায় অস্থির হয়ে পড়েছে, ওকিন-াওয়ার পর সেনকাকু দ্বীপপুঞ্জের কাছে জাপানি জলসীমায় চীনা জাহাজগুলো ঘোরাফিরা করছে এতে জাপান বিচলিত। পূর্ব চীন সাগরে জাপান-দাবিকৃত জনবসতিহীন দ্বীপপুঞ্জগুলো চীনও দাবি করেছে, কয়েকটি রাশিয়াও দাবি করেছে।

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার 'কোয়াড' দেশগুলোও পূর্ব চীন সাগরের কাছে মালাবার নৌমহড়া শুরু করেছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের তৎপরতা তাদের রাডার স্ক্রিনে প্রত্যক্ষ করছে। ভারত ১০ দিনের মালাবার মহড়ার জন্য মাল্টি-রোল স্টিলথ ফ্রিগেট আইএনএস শিবালিক, অ্যান্টি-সাবমেরিন কর্ভেট আইএনএস কামোর্তা এবং একটি পি-৮আই দূরপাল্লার সামুদ্রিক টহল বিমান মোতায়েন করেছে যা সমন্বিত অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মার্কিনিরা পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস রোনাল্ড রিগ্যান, গাইডেড মিসাইল ক্রুজার ইউএসএস চ্যান্সেলরসভিল এবং এজিস গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস মিলিয়াসকে মাঠে নামিয়েছে। মহড়ায় অস্ট্রেলিয়া ও জাপান সমমানের আধুনিক সমরাস্ত্র জড়ো করেছে।

বর্তমানে ৩৫৫টি যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিন নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম নৌবাহিনী হয়েছে চীন। মালাবারের বিরুদ্ধে চীন প্রতিবাদ করলে 'শান্তি ও গণতন্ত্রের অক্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' বলে জবাব দেয়া হয়েছে। 'কোয়াড' সম্মিলিতভাবে একটি উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিককে সমর্থন করে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাজসাজ রবে চীনের নিরাপত্তা ক্রমেই অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে মর্মে শি চীনাদের সতর্ক করেছেন।

বেইজিং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, প্রয়োজন হলে জোরপূর্বক স্বশাসিত দ্বীপটি পুনরায় দখল করা হবে। চীন বলেছিল তারা কোনো তাড়াহুড়া করতে চায় না কিন্তু পরিস্থিতি চীনকে তাড়োহুড়া করতে বাধ্য করছে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্র-জাপান চুক্তি, যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া চুক্তি, অকাস-কোয়াডের গঠন, তাইওয়ানকে সমরাস্ত্রের দুর্গে পরিণত করা, তাইওয়ান কর্তৃক মিজাইল ও ড্রোন শিল্প সম্প্রসারণে বৃহৎ শক্তির সহায়তা ও বাণিজ্যিক সমঝোতা সবই চীনের বিরুদ্ধে পাল্লা ভারী করে চলেছে। তাই চীন ধীরে চলার নীতির পরিবর্তন করছে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদের তাইওয়ানকেন্দ্রিক কর্মতৎপরতার ফলে চীনের প্রেসিডেন্ট শি, পিএলএ কমান্ড সেন্টারে 'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি' নেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

তাইওয়ানের প্রতি চীনের আক্রোশ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। চীন তাইওয়ান থেকে প্রয়োজনীয় ও কিছুটা অপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন আনারস ও বিবিধ সামগ্রী আমদানি করত। যাতে তাইওয়ানের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। সেখানে প্রায় সব ধরনের আমদানি চীন বন্ধ করে দিয়েছে। চীন তাইওয়ান থেকে প্রচুর সাইট্রাস ও মাছ আমদানি করত, ন্যান্সি পেলোসির সফরের পর, সেগুলো নিষিদ্ধ করেছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয় চীন তাইওয়ানে বালু রফতানিও বন্ধ করে দিয়েছে। বিস্কুট, কনফেকশনারিসহ অন্যান্য পণ্যেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তাইওয়ানের রফতানির প্রায় ৩০ শতাংশই চীনে হয়ে থাকে। তাইপের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার হলো বেইজিং। আমদানি-রফতানি নিষেধাজ্ঞায় তাইওয়ানের যে ক্ষতি হয়েছে সেটি যুক্তরাষ্ট্র বা জাপানের পক্ষে পুশিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

সাম্প্রতিককালে পিপলস লিবারেশন আর্মি, পিএলএ প্রয়োজনকে সামনে রেখে তাইওয়ানে সামরিক আগ্রাসন চালানোর জন্য শত শত যুদ্ধবিমান প্রস্তুত রেখেছে। গত বছর, অক্টোবরে এক দিনে ৫৬টি যুদ্ধবিমান তাইওয়ানের আকাশ-সীমায় অনুপ্রবেশ করেছিল। সম্প্রতি,ট্রাক, যুদ্ধ ট্যাংক ও সাঁজোয়া যুদ্ধ যানবাহন, বেসামরিক বন্দরগুলোতে এএফভির একটি বিশাল সামরিক কনভয়ের ঢুকে পড়ার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো তাইওয়ানের প্রতি চীনের কঠোর অবস্থানের ইঙ্গিত দেয়।

গত আগস্টে অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত চীনের দূত জিয়াও কিয়ান বলেছিলেন, বেইজিং দ্বীপটিকে পুনরায় একত্রিত করার জন্য 'প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়' ব্যবহার করতে প্রস্তুত। আট-লান্টিকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েন জোর দিয়ে বলেছেন, 'সেখানে সত্যিকারের হুমকি রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, সাই সশস্ত্র বাহিনীকে বেইজিংয়ের ক্রমবর্ধমান চাপের হুমকির দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করেছেন। তাইওয়ান মনে করে, এক বছরের মধ্যে ড্রোনের একটি অভ্যন্তরীণ সাপ্লাই চেইন তৈরি করা যা তার সামরিক বাহিনী চীনের সাথে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। 'যুদ্ধ হচ্ছে ইউক্রেনের মতো তাইওয়ান প্রণালীতে সংঘাতের প্রস্তুতির তাৎক্ষণিকতা এবং এ ধরনের সংঘাতে ড্রোন যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা আক্রমণ প্রস্তুতিতে যুক্ত করা। তাইওয়ান এবং ইউক্রেন একই রকম রাজনৈতিক হুমকির মুখোমুখি এবং তাদের বৃহৎ প্রতিবেশীরা নিজেদের রাজকীয় সম্পত্তি হিসাবে পরিচালনা করতে চায়। পুতিন যেমন ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের বিলোপকে তার রাজনৈতিক প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন, তেমনি শি চীনও তাইওয়ানকে একীভূত করার অঙ্গীকার করেছেন। এদিকে, তাইওয়ান তার সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্য কাজ করছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুলসংখ্যক সামরিক সম্পদ এবং অস্ত্র কিনছে। বাইডেন প্রশাসনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র বহুবার তাইওয়ানকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

পশ্চিমা শক্তি রাশিয়াকে দুর্বল করার জন্য ইউক্রেন-ঘোড়া দৌড়াচ্ছে আর চীনকে দুর্বল করার জন্য 'অর্থনৈতিক যুদ্ধে' পরাস্ত হয়ে ইউক্রেনের মতো জাপান-অস্ট্রেলিয়া-ভারতের বলয় তৈরি করছে। চীন অনেক আগ থেকেই এই ত্রিশক্তিকে মোকাবেলা করার ছক করে রেখেছে। এখন প্রশ্ন হলো ইউক্রেন যেমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের ক্ষেত্রে সেটি কি রূপ পরিগ্রহ করবে? চীনের সাথে যুদ্ধে কি ভারত ইউক্রেনের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে?

বেইজিং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, প্রয়োজন হলে জোরপূর্বক স্বশাসিত দ্বীপটি পুনরায় দখল করা হবে। চীন বলেছিল তারা কোনো তাড়াহুড়া করতে চায় না কিন্তু পরিস্থিতি চীনকে তাড়োহুড়া করতে বাধ্য করছে মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্র-জাপান চুক্তি, যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া চুক্তি, অকাস-কোয়াডের গঠন, তাইওয়ানকে সমরাস্ত্রের দুর্গে পরিণত করা, তাইওয়ান কর্তৃক মিজাইল ও ড্রোন শিল্প সম্প্রসারণে বৃহৎ শক্তির সহায়তা ও বাণিজ্যিক সমঝোতা সবই চীনের বিরুদ্ধে পাল্লা ভারী করে চলেছে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. সুব্রমনিয়াম জয়শঙ্কর গত জুনে সিএ-নএন নিউজে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মোদি সরকারের গত আট বছরে পররাষ্ট্রনীতি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুশাসনের পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এখন কোনো শিবিরেই নেই। রাশিয়া-ভারত একসাথে অস্ত্র তৈরির প্রকল্প নিয়েছে সম্প্রতি। নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কিনছে ভারত। এর আগে ইরান থেকেও অবরোধের ভেতর তেল কিনেছে দেশটি। ইউক্রেন বিষয়েও ভারত স্বাধীনভাবে নীতি পরিচালনা করছে। যুক্তরাষ্ট্র বিরক্ত হলেও ভারতের এসব উদ্যোগে চুপ করে আছে, কেননা চীনকে আঘাত করতে ভারতকে খুব প্রয়োজন। আমেরিকার সমরবিদরা বলেছেন, সমুদ্রের চেয়েও স্থল পথে চীনকে আঘাত করা গুরুত্বপূর্ণ, ভারত ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। এর মধ্যে লাদাখে, চীন সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত গুরুত্বপূর্ণ মহড়া শেষ করেছে। 'ভারত কারো শিবিরে নেই' বক্তব্য কি ঠিক?

চীনের ক্রমবর্ধমান জাতীয় শক্তি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করছে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বলয় ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত করার পেছনে চীন একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। ভূরাজনৈতিক বিষয়ে চীনকে বাদ দিয়ে কথা বলার দিন ফুরিয়ে গেছে। এই প্রচেষ্টা বা 'শিফট' এই অঞ্চলে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলায় এক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে।

চীনের এই মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্র-জাপান চিন্তিত এবং উভয় দেশ আন্তর্জাতিক 'শৃঙ্খলা' ও 'শান্তি' স্থিতিশীল রাখতে একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার করেছে। সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় তারা বলেছে, 'আমরা তাইওয়ান প্রণালীজুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতার গুরুত্বকে জোর দিচ্ছি এবং ক্রস-স্ট্রেইট সমস্যাগুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধানকে উৎসাহিত করছি।' এই কথার পরই লেখা হয়েছে 'আমরা এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রতিরোধের গুরুত্বও স্বীকার করি'। অর্থাৎ তাইওয়ান প্রণালীর শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য উভয় দেশ চীনবিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। পুরো রিপোর্টে আরো আরো গুরুত্বপূর্ণ শব্দচয়ন করা হয়েছে যেমন- 'সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' গ্রহণ করবে। জাপানের রাজনীতিবিদদের অনেকেই মনে করেন, এই বিবৃতিতে চীন অনিবার্যভাবে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেবে এবং এমন ঘোষণার ফলে চীনের সংযমের বাঁধ ভেঙে যাবে। চায়না ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে বক্তৃতায় চীনের স্টেট কাউন্সিলর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই প্রতিবেশীদের সাথে চীনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে মন্তব্য করার সময় তালিকার শীর্ষে রাখেন জাপানকে, এরপর ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া স্থান পায়।

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন, 'চীন শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের পথেই থাকলেও, বৈধ অধিকার কখনো ত্যাগ করবে না, মূল স্বার্থ বিসর্জন দেবে না।' শি ভালোভাবেই জানেন, মার্কিন-জাপান জোট জাপানি কূটনীতির মূল ভিত্তি। তাইওয়ান প্রণালীতে দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা বাড়িয়ে জাপান কিভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজ করবে তার ব্যাখ্যা জানতে চায় চীন। চীন কি এই খেলায় তাইওয়ান প্রণালী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে নাকি সাগরের শেষ সীমায় জাপানের সীমান্তে চীনের নৌবাহিনীর আক্রমণ ব্যূহ রচনা করবে সেটি সামনে চলে এসেছে। তাইওয়ানে আসার আগেই জাপানকে তার নিজস্ব জলসীমায় ও দ্বীপগুলোতে চীনা নৌবাহিনীর মোকাবেলা করতে হবে। সেই ব্যবস্থা চীন করছে। চীনের বিমানবাহী জাহাজ লিয়াওনিং ইতোমধ্যে মিয়াকো প্রণালী হয়ে ওকিনাওয়া বরাবর অবস্থান নিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হলে মার্কিন বাহিনীকে সহায়তা দেয়ার আগেই চীন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরকেও আক্রমণ করবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই 'প্রধান দেশ' হিসেবে চীনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং বিশ্বাস করেন 'বিশ্ব শান্তির বিষয়গুলোতে নির্ণায়ক প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা চীনের রয়েছে।'

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার

রাতে ম্যানহাটনের সৌন্দর্য

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কাকা ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় আমেরিকায় এসেছে। সে নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসে তার পরিচিত এক ভাইয়ের বাসায় উঠেছে। সারাদিন ঘুমিয়ে রাতে ঐ ভাইয়ের সাথে বাইরে বের হয়েছে ম্যানহাটন দেখার জন্য। ম্যানহাটনের সৌন্দর্য দেখে তার মন পুলকিত হয়েছে এবং তার কিছু উক্তি ছিলো অবাক করার মতো।

জীবনের প্রথম ম্যানহাটনে গিয়ে সে যেদিকে তাঁকায় মুখ আর ঘুরায় না। একভাবে চেয়ে থাকে আর কি যেন ভাবে? লোকজন কে দেখে বলে ওঁমা এরা কত লম্বা, এরা কি মোটা, কি ফসা? কি কালো, কি খায়? তারা কি ঘুমায় না? এত রাত্রি ও বাইরে আছে। বিল্ডিংগুলো দেখতে সুন্দর লাগছিলো তার কাছে। একটা বিল্ডিং আর একটা বিল্ডিং থেকে দেখতে আলাদা। সারা ম্যানহাটনে মনে হচ্ছে তার কাছে কোটি কোটি জোঁনাকী পোকা জ্বলে আছে। কদই কাকা ম্যানহাটনে এত ঠান্ডা দেখে অবাক হয়েছে এবং তার কাছে মনে হয়েছে কেউ ঠান্ডা পানি গায়ে ছুঁড়ে মারছে।

রাস্তায় এত গাড়ি দেখে তার মনে হয়েছে গাড়িগুলো পাক করে রাখা হয়েছে। কত রকমের লাল, নীল, হলুদ বাতি জ্বলছে। কিছু বাতি মাঝে মাঝে জ্বলছে আবার নিভে যাচ্ছে। আকাশের তারাগুলো ও মনে হচ্ছে বিল্ডিংয়ের বাতি। রাস্তায় পিলারের সাথে বাতিগুলো কত সুন্দর করে জ্বলছে। বিভিন্ন বিল্ডিং এর গেটে ও লাইট জ্বলছে। বিল্ডিংগুলো দেখে মনে হচ্ছে আকাশের ভেতর ঢুকে পড়ছে। নীচ থেকে উপরের দিকে তাঁকালে ঘাড় বাঁকা করে দেখতে হচ্ছে। বিল্ডিংগুলো দেখে মনে হচ্ছে থরথর করে কাঁপছে। এ রকম অবস্থা দেখে পা শির শির করছে। কত রকমের বিল্ডিং যে আছে। অধিকাংশ বিল্ডিং এর বাইরে কাঁচ দেওয়া। বিল্ডিংগুলো দেখে তার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা স্বপ্নের রাজ্য। কি সুন্দর সারি সারি করে বিল্ডিংগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছে। টাইম স্কোয়ারে যেয়ে দেখে দিনের বেলার চেয়ে ও চকচক করছে। কত রকম এডভারটাইজ যে বিল্ডিং এর গায়ে একের পর এক ভেঁসে উঠেছে। রাস্তার মাঝখানে একটা **জায়গা** আছে টাইমস স্কোয়ার্রে যেখানে টুরিস্টরা বসে ছবি তুলছে আর সৌন্দর্য উপভোগ করছে।এদের দেখে তার কাছে মনে হয়েছে আকাশ থেকে পরি এসে উড়াউড়ি করছে। গাড়ির লাইট গুলো দেখে তার কাছে মনে হয়েছে লাল শিমুলের ফুল ফুটে আছে। গাড়ি গুলো হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যায় রেড লাইট পড়লে। পথচারিরা হাঁটার সাইন পড়লে রাস্তা পার হয় আবার গ্রীন লাইট পড়লে গাড়িগুলো রওনা হয়।

হঠাৎ মাটির নীচ থেকে দম দম করে শব্দ আসলো। মাটি ও কাঁপতে লাগলো। সে কৌতুহল ভাবে চিন্তা করলো এটা কিসের শব্দ হবে? পরে জানতে পারলো মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। তার মনে প্রশ্ন জাগলো মাটির নীচ দিয়ে ট্রেন কিভাবে যাওয়া সম্ভব? মনে খুব কৌতুহল জাগলো সে মাটির নীচে যাবে এবং কিভাবে ট্রেন যায় তা দেখবে? মনে হচ্ছে মানুষ পিঁপড়ার মত মাটির নীচে ঢুকছে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে দেখতে পারলো ওঁমা এ কি? কিভাবে মানুষ মাটির নীচে খনন করেছে। একটা ট্রেন না যেতে আর একটা ট্রেন চলে আসে, কত জোরে ঘট ঘট শব্দ হচ্ছে। কত লোক যাচ্ছে। যার যার মত নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকছে। কেউ আছে বসে, কেউ আছে হাতল ধরে। প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে কেউ কথা বলছে না। কেউ সংবাদপত্র পড়ছে, কেউ বই পড়ছে। কেউ আবার হারমনিয়ামের সাথে গান গেয়ে টাকা রোজগার করছে। কি আজব পরিবেশ বাবা। কতো রকমের পোষাক যে তারা পরিধান করছে। কত রকম চেহারা আর কত রকম ভাষা।

ব্রুকলীন ব্রীজ থেকে ম্যানহাটনের দিকে তাঁকিয়ে তার চোখ জুড়িয়ে গেছে। বিশেষ করে টুনটাওয়ারের লাইট দেখে মনে হয়েছে কেউ মুভি করতে এসেছে এবং লাইট জ্বালিয়ে শুটিং করছে।

হাডসন নদীর অপরূপ সৌন্দর্য আর ব্রুকলীন ব্রীজের রাতের লাইট দেখে তার মন আনান্দ উদোলিত হয়েছে। কত টুরিস্ট যে এসেছে রাতে ব্রুকলীন ব্রীজ দেখার জন্য। কত টুরিস্ট যে ছবি তুলছে। তার মনে একটা প্রশ্ন বুদবুদ করছে। সব জায়গায় বিল্ডিং আর পাকা রাস্তা, মাটি কই, গাছপালাই বা কই?

রাতে রেস্টুরেন্টের পরিবেশ কত সুন্দর। কত কাস্টমার যে আসে। রেস্টুরেন্টে জোরে জোরে গান বাজনা বাঁজে। মাঝে মাঝে খেলা দেখতে অনেকে রেস্টুরেন্টে ছুটে আসে। তারা রেস্টুরেন্টে মজা করে খায় আর খেলা দেখে। আকাশের চাঁদের আলো ম্যানহাটনের সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তুলে। রাত যত বেশি হয় ম্যানহাটনের সৌন্দর্য তত ফুঁটে উঠে। হাইওয়ে দিয়ে শো শো করে গাড়ি ছুটে চললো। সে এফ,ডি,আর থেকে সটাচু অফ লেবারটি দেখলো।

পানির মধ্যে এক জায়গায় হেলিকপটার নামা দেখলো। এই নদী, এই রাস্তা, এই হেলিকপটারের পাখা ঘুরছো।

আহা কত সুন্দর ম্যানহাটন।

মনে হচ্ছে ম্যানহাটন কত পরিকল্পনা করে তৈরি করেছে। ফায়ার হাইডেনট একটা নির্দিষ্ট সীমানা পর পর। ফায়ার সাভিসের গাড়ি চারিদিকে ঘোরঘুরি করছে। অ্যাম্বুলেন্স ও ঘুরাঘুরি করছে। যে কোন জায়গায় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে হর্ণ বাজিয়ে এগুলো চলে আসে। যে কোন জরুরী ভিওিতে যোগাযোগ করার নম্বর ৯১১। বৃষ্টি হলে কত সুন্দর করে পানি গড়ে চলে যায়। কোথায় ও পানি জমে থাকে না। বৃষ্টি হলে ম্যানহাটন কত সুন্দর পরিস্কার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে গাড়ি দিয়ে ঝাড়ু দেওয়া হয়।

যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হয়।

কত পরিস্কার ম্যানহাটন?

কত মিউজিয়াম যে আছে। প্রত্যেকদিন কত টুরিস্ট আসে মিউজিয়াম দেখতে। মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, গুগল হাম মিউজিয়াম, মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল ইজটরি, মিউজিয়াম অফ মডান আর্ট। কতো থিয়েটার। সব মিলে ম্যানহাটনের সৌন্দর্য সবাইকে আকৃষ্ট করে।

সেন্ট্রাল পার্ক ম্যানহাটনের আর এক সৌন্দর্য। অনেক বড় এই পার্কটা। কত ঘোড়ার গাড়ি দেখে তার মন আনান্দে ভরে গেছে। কিছু রিক্সাও তার চোখে পড়েছে। রাতে রিক্সাগুলো অনেক সুন্দর লাগছে।

চারপাশে নদী ঘিরে রেখেছে ম্যানহাটন-কে যা ম্যানহাটনের সৌন্দর্য-কে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

নিউইয়র্ক।

দুনিয়ার নিকৃষ্টতম মিথ্যাবাদীর পরিণতি



গোলাম মাওলা রনি

খুব ছোটবেলা থেকেই মুসায়লামাতুল কাজ্জাব সম্পর্কে গল্প শুনে আসছি। লোকটি ছিল ভন্ড নবী ও অবিরত মিথ্যা বলার ওস্তাদ। মানবজাতির ইতিহাসে বহু কুখ্যাত মিথ্যাবাদীর উপদ্রবে বিশ্ববাসী বহুবার আক্রান্ত হয়েছে। কোনো কোনো মিথ্যাবাদী আমির-ওমরাহ-রাজা-বাদশাহ-শাহেনশাহ-সম্রাট পর্যন্ত হয়েছিল এবং মিথ্যার আগুনে দগ্ধ করে জীবন্ত মানুষকে আলুপোড়া করে তারপর লবণ-মরিচ-পেঁয়াজ দিয়ে আলুভর্তা বানিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। কিন্তু মিথ্যাবাদী হিসেবে তারা কেউই মুসায়লামার মতো কুখ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। কারণ কোনো মানুষের নামের সাথে মিথ্যাবাদী উপাধির লকব লাগানোর মতো কুকীর্তি কেবল মুসায়লামার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

চলমান সময়ে আমার মনে হঠাৎ করে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের কথা কেন মনে এলো তা বলার আগে এই নরপশু সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। লোকটি আল্লাহর রাসূল সা:-এর জমানায় বাস করত এবং নজদ অঞ্চল অর্থাৎ আজকের সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ অঞ্চলের একজন মস্তবড় প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিল। তার ভন্ডামি-মিথ্যাচার ও সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে লড়াই করার যে কুখ্যাতি তা জাজিরাতুল আরব পার হয়ে সারা দুনিয়ার সর্বকালের ইতিহাসের কালিমা হয়ে আছে। আল্লাহর রাসূল সা:-এর ওফাতের পর লোকটি নিজেকে নবী দাবি করে বসে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তলোয়ার হাতে নেয়।

মিথ্যাবাদী কাজ্জাবের কারণে ইয়ামামার যুদ্ধে হাজার হাজার কুরআনের হাফেজ শহীদ হওয়ার পর প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা: যারপরনাই বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ ৬৩২ সালে রাসূল সা:-এর ওফাতের পর অনেক ভন্ড নবী, কাফের ও মুশরিক একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে মদিনাকেন্দ্রিক মুসলিম খিলাফত তছনছ করে দিতে চাইল। মদিনার ওপর আক্রমণকারী প্রথম ব্যক্তিটির নাম ছিল তুলাইয়্যা বিন খুয়াইলিদ বিন নওফেল আল আসাদ। লোকটি প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় মুসলিমদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য হলেও তার কুকর্মের কারণে নব্য মুসলিম সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

রাসূল সা:-এর জীবদ্দশায় বাইজানটাইন অর্থাৎ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধীন সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। নতুন খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের সাথে সাথে কোনোরকম কালবিলম্ব না করে হজরত আবু বকর রা: সিরিয়ায় অভিযানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে বিরাট এক সৈন্যদল পাঠান। মদিনাকে অরক্ষিত ভেবে তুলাইয়্যা যখন যুদ্ধ শুরু করে ঠিক একই সময়ে ওমানে বনু আসাদের গোত্রপতি লাকিত বিদ্রোহ করে বসে এবং ওমান, ইয়েমেন উত্তর আরবের বিস্তীর্ণ অংশে প্রবল গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে নব্য খিলাফতকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। এসব বিশৃঙ্খলার সুযোগে মিথ্যাবাদী কাজ্জাব ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে ৬৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে ইয়ামামার প্রান্তরে মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর আগে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মুসায়লামা পরপর দু'টি যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ইকরামা ও সুরাইবিল ইবনে হাসানাকে পরাজিত করে। ফলে ভন্ড নবীর শিবিরে আনন্দের বন্যা বইতে থাকে এবং মুসলিম সৈন্যশিবিরে কান্নার রোল পড়ে যায়।

উল্লিখিত অবস্থায় খলিফা হজরত আবু বকর রা: হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে ইয়ামামার প্রান্তরে পাঠান এবং সেনাপতি ইকরামা ও সুরাইবিলকে নয়া সেনাপতির অধীন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। ইয়ামামার যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে হাজার হাজার মুসলিম বীরযোদ্ধা শহীদ হন এবং মুসায়লামার ৩৩ হাজার সৈন্য মারা পড়ে। মুসাইলামা তার অবশিষ্ট সাত হাজার সৈন্য নিয়ে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে এবং একসময় সদলবলে ধ্বংস হয়। ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসংখ্য যুদ্ধকে সম্মিলিতভাবে রিদ্দার যুদ্ধ বলা হয়ে থাকে, যার একটি যুদ্ধের নাম ইয়ামামার যুদ্ধ।

একজন মিথ্যাবাদীর অধীন ৪০ হাজার ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী মিথ্যাবাদী যোদ্ধার বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের প্রায় দেড় বছরের অবিরত যুদ্ধে অগণিত মুসলিম সৈন্যের শহীদ হওয়া এবং ৪০ হাজার মিথ্যাবাদীর মৃত্যু ও তাদের সাহায্যকারী অনুরূপ আরো অর্ধলাখ মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর মাধ্যমে যে সত্যের রাজনীতি, ন্যায়নীতির খিলাফত এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পরবর্তী প্রায় এক হাজার ২০০ বছর ধরে সারা দুনিয়ার রাজনীতির আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়েছিল।

একজন মিথ্যাবাদীর অধীন ৪০ হাজার ভয়ঙ্কর অস্ত্রধারী মিথ্যাবাদী যোদ্ধার বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যদের প্রায় দেড় বছরের অবিরত যুদ্ধে অগণিত মুসলিম সৈন্যের শহীদ হওয়া এবং ৪০ হাজার মিথ্যাবাদীর মৃত্যু ও তাদের সাহায্যকারী অনুরূপ আরো অর্ধলাখ মিথ্যাবাদীর মৃত্যুর মাধ্যমে যে সত্যের রাজনীতি, ন্যায়নীতির খিলাফত এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পরবর্তী প্রায় এক হাজার ২০০ বছর ধরে সারা দুনিয়ার রাজনীতির আলোকবর্তিকায় পরিণত হয়েছিল।

মুসায়লামাতুল কাজ্জাব সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না। এবার আমি আপনাদের বলব কেন আমার মনে হঠাৎ করে মহাকালের সর্ব নিকৃষ্ট এই মিথ্যাবাদীর নামটি এলো। আমার মনে প্রশ্ন এলো, আমাদের সমাজ-সংসার-রাষ্ট্র সর্বত্র যে ত্রিভুজ মিথ্যার কবলে পড়েছে তা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের জমানায় ছিল কি না! বিষয়টি একটু জটিল বিধায় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক। প্রথমেই বর্তমান জমানার বাংলাদেশের কথা বলে নেই। আমরা বলতে গেলে সবাই মিথ্যায় বিভ্রান্ত হচ্ছি এবং মিথ্যার অত্যাচার ও জুলুমে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছি। সরকার-রাষ্ট্র-রাজনৈতিক দল-আমলা-কামলা-ব্যবসায়ী ও নিরীহ জনগণ পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে গালি দিচ্ছে। চার দিকে মিথ্যার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠার কবলে পড়ে আমরা কমবেশি সবাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। একদল মিথ্যা বলে বড়াই করছে- মিথ্যা বলার তৃপ্তিতে উল্লাস করছে আর অন্যদল মিথ্যা শুনতে বাধ্য হচ্ছে এবং মিথ্যা ভাষণে অতিষ্ঠ হতে হতে ক্রমেই মানসিক ভারসাম্যহীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

চলমান মিথ্যার রাজ্যের ভুক্তভোগী হিসেবে আমার মনটিও আপনার মতো প্রায়ই ভার হয়ে থাকে। বড় বড় পদে থেকে সম্মানজনক কুরসিতে বসে এবং জীবনের ডি-পারচার লাউঞ্জ অর্থাৎ এক পা দুনিয়াতে এবং অপর পা কবরে রেখে মানুষ কিভাবে নির্বিকারচিত্তে অবিরত মিথ্যা বলতে পারে তা দেখে আমার বারবার মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের কথা মনে পড়ে যায়। আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে, বর্তমান যুগের মিথ্যাবাদীরা যেভাবে প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে মিথ্যাবাদী বলছে তা কি মুসায়লামার যুগে সে নিজে এবং তার সহযোগীরা করত? অর্থাৎ মুসায়লামা কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত যে, তার প্রতিপক্ষ হজরত আবু বকর রা: অথবা হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা: তারই মতো মিথ্যা বলে (নাউজুবিল্লাহ)! অথবা সে কি কোনো দিন তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ করেছে?

দ্বিতীয়ত, আমার মনে এই প্রশ্ন বারবার উত্থিত হতে থাকে, কোনো একজন মিথ্যাবাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের প্রায় দুই লাখ লোকের প্রাণহানি হলো এবং প্রায় দেড় বছর ধরে অবিরত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলো। সাধারণ জনগণ এবং তাদের নেতারা যদি মিথ্যাচার মেনে নিতেন এবং বর্তমান জমানার লোকজনের মতো নিজেদের চোখ কান বিবেক বুদ্ধি মিথ্যার কাছে বিসর্জন দিতেন তবে কি এমন পরিণতি হতো? কেন ইসলামী হুকুমতের ওপর কোনো বিদেশী শক্তি কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা আক্রমণ চালায়নি। কেন ইসলামের কথা বলে মিথ্যা ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে ভণ্ড নবী সেজে মুসায়লামা মাঠে নেমেছিল এবং কিভাবে ৪০ হাজার অস্ত্রধারী সৈন্য ও লাখ লাখ মিথ্যাবাদী অনুসারী পয়দা হয়েছিল। আমরা যদি উল্লিখিত ইতিহাস পর্যালোচনা করি এবং নিজেদের আমল-আখলাক ও দুনিয়া-আখিরাতের পরিণতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করি তবে খুব সহজেই বুঝতে পারব, মিথ্যার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও মিথ্যাবাদীকে নিকৃষ্টতম নরপশু আখ্যা দিয়ে তাকে প্রথমত মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের গোত্রভুক্ত করে সমাজ সংসার রাজনীতি অর্থনীতি থেকে বিচ্যুত করা এবং তার বিরুদ্ধে শারীরিক-মানসিক অর্থনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে না তোলা পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত মাকামে পৌঁছা অসম্ভব বিষয়। এখানে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট, মিথ্যাবাদী মুসায়লামা কিন্তু প্রথম দু'টি যুদ্ধে তার মিথ্যাবাদী বাহিনীকে দিয়ে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল এবং তৃতীয় যুদ্ধে সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও তাঁবেদারসহ সমূলে ধ্বংস হয়েছিল। সুতরাং মিথ্যার বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য যেমন অবিরত চেষ্টা দরকার তদ্রূপ মিথ্যার সাময়িক বিজয়ে বিমর্ষ না হয়ে মুসায়লামার চূড়ান্ত পরিণতির কথা স্মরণ করে উজ্জীবিত হওয়া আবশ্যক।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিরে আসছেন?

দেলোয়ার হোসেন

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২০ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাইডেনের ক্ষমতার দুই বছরে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে সেখানে ৮ নভেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ নির্বাচনে একদিকে ছিলেন ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন; তাঁর বিপরীতে ছিলেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি ইতোমধ্যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আবারও প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রার্থিতা ঘোষণা করেছেন। অর্থনৈতিক সংকটসহ নানা কারণে এ নির্বাচনের সপ্তাহখানেক আগেও ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের যেমন ভরাডুবি হবে বলে ভাবা হয়েছিল, বাস্তবে তেমনটি হয়নি। উচ্চকক্ষ তথা সিনেটে ডেমোক্রেটিক পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকানরা জয় পেয়েছে। তবে ব্যবধান সামান্য।

এ নির্বাচনকে বলা চলে বাইডেন প্রশাসনের জন্য অনেকটা গণভোটের মতো। সেখানে ডেমোক্র্যাটরা খারাপ করেনি, এটি বলাই যায়। অন্যদিকে রিপাবলিকানরা যে নাটকীয় জয় আশা করছিল, তা হয়নি। তবে জো বাইডেনের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়া ডেমোক্র্যাটদের জন্য নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। ভোটের আগেই জরিপে দেখা যাচ্ছিল, তিনি ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের এত অল্প সময়ে এভাবে জনপ্রিয়তা হ্রাসের রেকর্ড নেই বললেই চলে। বিশেষ করে তাঁর পূর্বসূরি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী বারাক ওবামার অবস্থান ছিল ভিন্ন। ৪৪তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে বারাক ওবামা দু'বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।

বারাক ওবামার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচনের আগ থেকেই ডোনাল্ড ট্রাম্প নানা বিতর্কের জন্ম দেন। এর পরও তাঁর নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সংকীর্ণতা ও বর্ণবাদের উত্থানের বিষয়টিই প্রতিভাত। এমনকি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে নানা বিতর্কিত ভূমিকা রাখার পরও ২০২০ সালের নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী হিসেবে যে জনপ্রিয়তা দেখাতে সক্ষম হন, সেটিও যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের এসব পরিবর্তনের প্রমাণ। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি। সে সময় নির্বাচনী ফল প্রত্যাখ্যান করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের পর তাঁর কয়েক হাজার সমর্থক যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ক্যাপিটল হিলে আক্রমণ করে। এ হামলা যেমন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সংকট স্পষ্ট করেছে, তেমনি এর মাধ্যমে সেখানকার সমাজের কঠিন মেরুকরণের চিত্র সামনে নিয়ে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র যেখানে অন্য দেশের গণতন্ত্র নিয়ে সমালোচনা করে, সেখানে তাদের গণতন্ত্র নিয়ে সংকট দেখা দেওয়া উদ্বেগজনক বটে। বিশেষ করে আমরা দেখেছি, এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারণায়ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গণতান্ত্রিক সংকটের বিষয়টি উল্লেখ করেন। ডেমোক্র্যাট দলও এবার এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রভাবক বিষয় হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণবাদ, অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগ মুহূর্তে করা আমেরিকান সংবাদমাধ্যমে সিএনএনের জরিপটি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে উঠে এসেছিল, ৫১ শতাংশ মানুষ বলেছে- তারা কাকে ভোট দেবে সেটি নির্ভর করবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতি কেমন তার ওপর। ১৫ শতাংশ মানুষের কাছে ভোটের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ৯ শতাংশ অবশ্য ভোটের অধিকার ও স্বচ্ছতার নির্বাচনের বিষয় উল্লেখ করেছে। তা ছাড়া ভোটের ক্ষেত্রে বন্দুক নীতি বড় ফ্যাক্টর; বলেছে ৭ শতাংশ মানুষ। এর বাইরে অভিবাসী, জলবায়ু পরিবর্তন ও অপরাধ বিষয়ে উল্লেখ করেছে জরিপে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে যথাক্রমে ৬, ৪ ও ৩ শতাংশ মানুষ। মধ্যবর্তী নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইও তার প্রত্যয়ন করছে। অর্থনীতি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এবারের মূল্যস্ফীতি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ভোগাচ্ছে। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সময় যে সংকট ছিল; এবারের মূল্যস্ফীতি তাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

২০২৪ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন করা একটি বড় ঘটনা। তাঁর এবারের স্লোগান- 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যান্ড গ্লোরিয়াস এগেইন'। তবে তাঁর জেতার সমীকরণ অতটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ধারণা করা হয়েছিল, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে। তেমনটি ঘটলে হয়তো বলা যেত, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আগেই বলা হয়েছে, রিপাবলিকানরা সিনেটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। নিম্নকক্ষে জিতলেও ব্যবধান সামান্য। তা ছাড়া স্পিকার যিনি হবেন, সেই ম্যাকার্থি ট্রাম্পবিরোধী বলে পরিচিত। ট্রাম্প অনুগতরা তাঁকে কতটুকু মেনে চলবেন- ইতোমধ্যে সে প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা সবসময়ই একাট্টা থাকবেন বলে মনে হয় না। বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর পদেও ডেমোক্র্যাটরা বেশি সংখ্যায় জিতেছেন। সব মিলিয়ে রিপাবলিকানদের জন্য এ নির্বাচন একটি ধাক্কা নিঃসন্দেহে।

এটি ঠিক, ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিপজ্জনক কিছু নীতি বর্জন করলেও জো বাইডেন অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পথেই হেঁটেছেন। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তের আলোকেই আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। চলমান ইউক্রেন যুদ্ধ দেখছি আমরা। সেখানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বের অর্থনীতিতে সংকট তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও তার প্রভাব স্পষ্ট। যদিও সেখানকার নাগরিকদের মধ্যে এ নিয়ে খুব মাতামাতি নেই। তারপরও যুদ্ধের প্রভাব ভোটের ফলকে কিছুটা প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

নিম্নকক্ষ তথা প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রেটিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জো বাইডেন আগের মতো স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। সাধারণত আমেরিকান নাগরিকরা মধ্যবর্তী নির্বাচনে একটি বার্তা দিয়ে থাকে। সে জন্য জো বাইডেনকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতেই হবে। তিনি যদি এ সময়ে জনগণকে সন্তুষ্ট করতে না পারেন, এর প্রভাব দুই বছর পরের জাতীয় নির্বাচনে অবশ্যই পড়বে। তবে তাঁর সিদ্ধান্তগুলো যদি রিপাবলিকানরা আটকে দেয় এবং তিনি পরিকল্পনামতো কাজ করতে না পারেন, তাতে ট্রাম্পের প্রভাব বাড়বে এবং তাঁর পথ প্রশস্ত হবে। ইউক্রেন যুদ্ধের কথা যদি বলি, সেখানে রিপাবলিকানরা হয়তো সমর্থন দেবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে- যুদ্ধে তারা কতটা সমর্থন দেবে। কিংবা সহায়তার মাত্রা কেমন হবে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন কেবল দেশটির জন্যই নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে ডেমোক্র্যাটরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার মানে হলো, তাদের নীতিগত দিক থেকে কিছুটা ছাড় দিতে হবে। এখানে রিপাবলিকানদের প্রভাব তৈরি হতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক চর্চার ওপর। এ ক্ষেত্রে জো বাইডেনকে সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনৈতিক সংকট সামাল এবং মূল্যস্ফীতি কমাতে না পারলে তার ফল ভালো হবে না। এ ক্ষেত্রে রিপাবলিকানরা এগিয়েই বলা চলে। তারা মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারণায়ও অর্থনীতির বিষয়টি জোরালোভাবে এনেছে। সময়ের সঙ্গে এবং ভোটারদের চাহিদার আলোকে জো বাইডেন সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন- এটিই প্রত্যাশিত। না হলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফিরে আসা ঠেকানো কঠিন হতে পারে। তবে ট্রাম্পের প্রার্থিতা ঘোষণার মাধ্যমে মার্কিন সমাজের ভেতর দৃশ্যমান মেরুকরণ, বর্ণবাদ ও উগ্রবাদ আরও বাড়বে। ওবামা ও বাইডেনের গণতন্ত্রের সংকট এবং এর উদ্বেগ আরও স্থায়ী রূপ ধারণ করতে পারে।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নিয়োজিত



কাতারকে হারিয়ে বিশ্বকাপে ইকুয়েডরের শুভসূচনা

(প্রথম পাতার পর)

ভ্যালেনসিয়া। ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটিও করেন তিনি। রোববার কাতারের দোহার আল বাইত স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরের মুখোমুখি হয় কাতার। খেলার ৫ মিনিটেই গোলের আনন্দে ভাসার উপলক্ষ্য তৈরি হয় ইকুয়েডরের। কিন্তু অফসাইডের কারণে এনের ভালেনসিয়ার করা গোলটি শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়। খেলার ১৬তম মিনিটে ইকুয়েডরের ফরোয়ার্ড এনার ভ্যালেন-সিয়াকে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বাজেভাবে ফাউল করেন কাতারের গোলরক্ষক সাদ আল শিব। আর তাতেই বাজে রেফারির বাঁশি। স্বাগতিক গোলরক্ষক সাদকে হলুদ কার্ড দেওয়ার পাশাপাশি এবারের বিশ্বকাপে প্রথম পেনাল্টির ইশারা করেন অনফিল্ড রেফারি। সেই পেনাল্টি থেকে গোল নিশ্চিত করেন ভ্যালেন-সিয়া।

এরপর খেলার ৩২ মিনিটে ডি বক্সের ভেতর থেকে বল পেয়ে হেডে গোল নিশ্চিত করেন ভ্যালেনসিয়া। তার জোড়া গোলে ২-০তে এগিয়ে যায় ইকুয়েডর।

প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় ইকুয়েডর।বিরতির পরে কোনো দলই গোল করতে পারেনি। ফলে দুই গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইকুয়েডর।

পর্দা উঠলো মরুর বিশ্বকাপের

(প্রথম পাতার পর)

বাইত স্টেডিয়ামের গ্যালারি। ম্যাচের প্রথমার্ধেই দুই গোল হজম করে স্বাগতিক কাতার। এতেই ইকুয়েডরের কাছে তারা ম্যাচটি হারে ২-০ গোলে।

সাধারণত সব আসরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেই দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার তুলে ধরা হয় নানা আয়োজনে।

এরপর থাকে খ্যাতিমান কিংবা বিশ্বখ্যাত সংগীত শিল্পীদের পারফরম্যান্স। থাকে বিশ্বকাপের থিম সং পরিবেশন। কাতারেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। বিশ্বের বেশ কিছু বড় বড় শিল্পী কাতারে মানবাধিকার লংঘনের প্রতিবাদে এই অনুষ্ঠান থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন। এরপরও জমজমাট উদ্বোধনই দেখছে বিশ্ব। কোরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কাতারের সাবেক আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আল-থানিকে দেখানো হয় স্টেডিয়ামের বড় পর্দায়। এই সময় উল্লাসে ফেটে পড়েন দর্শকরা। ২০১০ সালে সু-ইজারল্যান্ডে কাতার বিশ্বকাপ আয়োজনের বিড জেতার পর ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছিলেন তিনি। মাঠে কয়েকটি উটও দেখা যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে। এতে ফুটে ওঠে যেন মরুর দেশটির ঐতিহ্য। নাচে-গানে তুলে ধরা হয় কাতারের ইতিহাস, সংস্কৃতি। এরপর মঞ্চে আসেন কিংবদন্তি আমেরিকান অভিনেতা মর্গ্যান ফ্রিম্যান। বিশ্বকাপের পথ পরিক্রমা নিয়ে কথা বলেন তিনি। পরে আবার শুরু হয় গান। কাতারের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে আসেন পারফরমাররা। ছিল ঢাক-ঢোল, হাতে তলোয়ার। শোনানো হয় আগের কয়েকটি আসরের থিম সং। গানের তালে তালে আসরের সব দলের ফ্ল্যাগ নিয়ে আসা হয় মঞ্চে। ছিল অতীতের সব আসরের বিশালাকৃতি মাসকট। এরপর মঞ্চে আসেন কোরিয়ান ব্যান্ড বিটিএস-এর গায়ক জং কুক। পরে ড্রিমারস গানে তার সঙ্গে সুর মেলান কাতারের গায়ক ফাহাদ আল-কোবাইসি। এরপর আতশবাজির ঝলকানিতে শেষ হয় ৪৫ মিনিটের জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

এই প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে হচ্ছে বিশ্বকাপ। তবে বিশ্বকাপের আয়োজক হতে প্রচুর অর্থের লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে কাতার আয়োজক স্বত্ব পাওয়ার পর থেকেই। এই অভিযোগ যদিও উড়িয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সমালোচনা। শুরুতে দেশটির গরম আবহাওয়া এবং ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের মৌসুমের মাঝামাঝি বিশ্বকাপ আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে হয় কড়া সমালোচনা। পরে নতুন করে সমালোচনা শুরু হয় দেশটির মানবাধিকার রেকর্ড, অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের 'অমানবিক আচরণ' এবং দেশটির আইনে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে তুলে ধরার মতো বিষয়গুলো। কাতারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সমকামিদের বিষয়ে দেশটির অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদ জানায় অস্ট্রেলিয়া দল। ডেনমার্ক দল জানায়, মানবাধিকার লংঘনের কারণে পরিবার নিয়ে তাদের খেলোয়াড়রা কাতার ভ্রমণ করবেন না। এসব প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে বিশ্বকাপের ৩২ দলকে চিঠি পাঠিয়ে ফুটবলে মনোযোগ দিতে বলে ফিফা। পরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অভিযোগ করে, মানবাধিকার বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা।

বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন দোহায় সংবাদ সম্মেলনে প্রায় এক ঘন্টার বক্তব্যে সমালোচকদের এক হাত নেন ব্লাটারের পর ফিফা প্রেসিডেন্ট হওয়া জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। কাতারের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে প্রতিবেদনকে ইউরোপিয়ানদের 'ভন্ডামি' বলে আখ্যায়িত করেন তিনি। দেশটির অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে কথা বলার আগে ইউরোপিয়ানদের নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত বলেও মন্তব্য করেন ফিফা প্রধান। বিভিন্ন পক্ষের এমন বিপরীতমুখী অবস্থানের মধ্যেই এবার পর্দা উঠে গেল বিশ্বকাপের। আগামী ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এখন চলবে মাঠের লড়াই। (সূত্র: মানবজমিন)

প্রবল তুষারঝড়ে ৬ ফুট বরফের নিচে পশ্চিম নিউইয়র্ক

(শেষের পাতার পর)

হ্রদ রাজ্যের ঝড়ের প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন শনিবার বিকেলেই এবং বলেছিলেন যে ক্রুরা পরিস্থিতি পরিচালনা করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। গভর্নর ক্যাথি বলেছেন- 'এর আগেও আমরা অনেক ট্র্যাজেডি এড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম, এটাও পারবো। এই প্রচেষ্টাতেই আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করছি।' তিনি পশ্চিম নি-উইয়র্কবাসীদের প্রধান মহাসড়ক বন্ধ করার, ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার এবং তুষারপাত শুরু হওয়ার আগে বাড়িতে থাকার অনুরোধ করেছেন। দুর্ঘটনা রোধ করে মানুষের জীবন রক্ষা করা প্রশাসনের একমাত্র লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। হ্রদ বলেছেন যে তিনি এরি কাউন্টির মাটিতে নিউইয়র্ক ন্যাশনাল গার্ড সদস্যদের সংখ্যা দ্বিগুণ করছেন বাসিন্দাদের পরীক্ষা করতে এবং তুষার অপসারণে সহায়তা করতে।

তিনি ফেডারেল জরুরী দুর্যোগ ঘোষণার মাধ্যমে ফেডারেল ক্ষতিপূরণের জন্য একটি অনুরোধে স্বাক্ষর করছেন। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস অনুসারে, এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দুটি জায়গায় মোট ৬ ফুটের বেশি তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। অর্চার্ড পার্ক, যেখানে এনএফএলের বাফেলো বিল খেলা হয়, ৪৮ ঘন্টায় সেখানে ৭৭ ইঞ্চি বরফ তোলা হয়েছে। এরি কাউন্টির নির্বাহী মার্ক পোলোনকারজ বলেছেন, 'তুষারপাতের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সাথে, কাউন্টির দুই বাসিন্দা হৃদযন্ত্রের জটিলতায় মারা গেছে। আমরা নিহতদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই। তুষার খুব ভারী এবং বিপজ্জনক, আপনারা সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম এড়িয়ে চলুন। 'উইসকনসিন, মিশিগান, ইন্ডিয়ানা, ওহিও, পেন-সিলভানিয়া এবং নিউইয়র্ক-এর বাসিন্দাদের এখনো সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। লেক অন্টারিওর উত্তর-পূর্ব অঞ্চল মধ্য জেফারসন কাউন্টি থেকে উত্তর লুইস কাউন্টি পর্যন্ত- শুক্রবার গভীর তুষারে প্লাবিত হয়েছিল, যখন তুষারপাতের হার ছিল ঘন্টায় ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত। এরি কাউন্টির ওয়েবসাইট অনুসারে বর্তমান আবহাওয়া এবং রাস্তার অবস্থার উপর ভিত্তি করে পুরো বাফেলো শহরের জন্য একটি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এখনও বহাল রয়েছে।

বাফেলো নায়াগ্রা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঝড়ের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারণে কয়েক ডজন ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। বাফেলোর মেয়র বায়রন ব্রাউন সিএনএনকে বলেছেন, 'তার শহর ভারী তুষারপাতের জন্য অভ্যস্ত, কিন্তু আমরা সাধারণত যে তুষারপাত দেখি এটি তার চেয়ে অনেক বেশি।' সূত্র: সিএনএন

আ.লীগের দাবি মানুষ সাড়া দেয়নি, বিএনপির সন্তোষ

(প্রথম পাতার পর)

নেতারা বলছেন ভিন্নকথা। গণসমাবেশে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে বিএনপি সন্তোষ প্রকাশ করেছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগের দাবি বিএনপির গণসমাবেশে সিলেটের মানুষ সাড়া দেয়নি।

নগরীর সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে আয়োজিত সমাবেশে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আগের দিন প্রত্যন্ত অঞ্চলের নেতাকর্মীরা আসেন। একদিনের সমাবেশ তিন দিনে রূপ নেয়। আগের দুদিন নগরজুড়ে কিছুটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়ালেও শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ হয়েছে। যদিও সমাবেশের আগে বিভাগের তিন জেলা মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে দুদিন এবং সিলেটে সমাবেশের দিন পরিবহণ ধর্মঘট ছিল। এ কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দলীয় নেতাকর্মীরা সিলেটে আগেই আসতে শুরু করে। সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চল থেকে নৌকা ও মোটরসাইকেলে লোকজন আসেন। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের নেতাকর্মীরা ট্রেনযোগে আসেন। মাঠের তিনদিকে অস্থায়ী ক্যাম্পে দুই রাত কাটান অনেকে। সমাবেশে কয়েক লাখ লোকের উপস্থিতি আশা করেছিলেন স্থানীয় আয়োজকরা। তবে গণসমাবেশে লোকজনের উপস্থিতি প্রত্যাশা পূরণ করেনি বলে স্থানীয় বিএনপির একাধিক নেতা জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানান, এজন্য তারা একাধিক কারণ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে-পরিবহণ ধর্মঘট, মনোনয়ন প্রত্যাশী নেতাদের অনেকে শেষ পর্যন্ত থাকেননি, সংশ্লিষ্ট নেতার নেতৃত্বে মিছিল সমাবেশস্থলে এলেও একটু পরই তারা চলে যান। এসব কারণে গণসমাবেশের একটি অংশ অধিকাংশ সময় ফাঁকা ছিল। তবে প্রধান অতিথি সমাবেশস্থলে আসার পর মাঠ অনেকটাই ভরে যায়। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে মানুষের উপস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন আয়োজকরা। রোববার (২০ নভেম্বর) নগরীর একটি হোটেলে স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বিএনপি নেতারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় গণসমাবেশের সমন্বয়ক ও বিএন-পির স্থায়ী কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রী ড. আবদুল মঈন খান সর্বস্তরের নেতাকর্মীসহ সিলেটবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

সিলেট জেলা বিএনপি সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীর পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, বিএনপির কেন্দ্রীয় সদস্য ও সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও মহানগর বিএনপির আহবায়ক আব্দুল কাইয়ুম জালালী পংকি। উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. এনামুল হক চৌধুরী, বিএনপির নির্বাহী কমিটির সহসাংগঠনিক সম্পাদক (সিলেট বিভাগ) কলিম উদ্দিন মিলন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী মিজান, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব মিফতা সিদ্দিকী, সাবেক সভাপতি নাসিম হোসাইন, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নূরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আশিক উদ্দিন আহমদ, সিটি কাউন্সিলর ফরহাদ চৌধুরী শামীম, সিটি কাউন্সিলর রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব, মামুনুর রশিদ, সৈয়দ মিসবাহ উদ্দিন, এমদাদ আহমদ চৌধুরী, ইশতিয়াক সিদ্দিকী, সৈয়দ মঈন উদ্দিন সোহেল, শামীম আহমদ, অ্যাডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, অ্যাডভোকেট আবু তাহের, মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুল হক প্রমুখ।

অপরদিকে সমাবেশ-পরবর্তী বিশ্লেষণে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, বিএনপির গণসমাবেশে সিলেটের মানুষ সাড়া দেয়নি। গণসমাবেশ চলাকালে মাঠের এক অংশ ফাঁকা ছিল এবং চৌহট্টা-রিকাবীবাজার সড়কে দিনভর গাড়ি চলাচল প্রমাণ করে 'যত গর্জে তত বর্ষে না'। বিএনপি নেতারা পুরো নগর কানায় কানায় ভরে দেওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মিল পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) ও সাবেক এমপি শফিকুর রহমান চৌধুরী জানান, দীর্ঘদিন বিভাগজুড়ে প্রচারণা চালিয়েও মাঠ ভরতে না পারাই প্রমাণ করে মানুষ বিএনপিকে আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ সব সময় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। এর প্রমাণ সিলেটে বিএনপির শান্তিপূর্ণ গণসমাবেশ। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতেই দেশ নিরাপদ বলে মনে করে সিলেটের মানুষ। এ কারণে সিলেটের মানুষ বিএনপির গণসমাবেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের প্রচার-প্রচারণায় যে গর্জন ছিল সমাবেশে তার প্রতিফলন ঘটেনি।

মাহাথিরের অবিশ্বাস্য পরাজয়

(প্রথম পাতার পর)

প্রথমবার নিজের পার্লামেন্টারি আসন খুইয়েছেন। শুধু যে হেরেছেন তা-ই নয়, ৯৭ বছর বয়সি এই রাজনীতিক তার জামানতও হারিয়েছেন। মাহাথিরের এমন হারকে 'বিস্ময়কর' বলা হচ্ছে। খবর স্ট্রেইট টাইমস ও এএফপিসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের।

শনিবার (১৯ নভেম্বর) মালয়েশিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে ঝুলন্ত থেকে গেল দেশটির সরকারব্যবস্থা। নতুন ফেডারেল সরকার গঠনে, জোট গঠনের আদেশ দিয়েছেন দেশটির রাজা ইয়াং ডি-পার্টুয়ান আগং আল-সুলতান আবদুলাহ রিয়াতউদ্দিন আল-মুস্তফা বিল্লাহ শাহ। আজকের মধ্যে জোটকে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী দিতে হবে।

জানা গেছে, নির্বাচনে নিজের আসনে পাঁচ প্রার্থীর মধ্যে চতুর্থ হন মাহাথির। এতে তার দলেরও ভরাডুবি হয়েছে। তার দল একটিও আসন পায়নি। এর আগে ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট ইউসুফ রাজার কাছে হেরেছিলেন মাহাথির।

দ্বিতীয়বারের এই পরাজয়কে তার সাত দশকের রাজনৈতিক জীবনের ইতি হিসাবে দেখা হচ্ছে। জামানত ধরে রাখতে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট পেতে হতো মাহাথিরের; অথচ তিনি পেয়েছেন ৬ দশমিক ৮ শতাংশ, সাকুল্যে মাত্র ৪ হাজার ৫৬৬ ভোট। লংকাউয়ির ওই আসন জিতেছেন আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিনের পারিকাতান অ্যালায়েন্সের প্রার্থী মোহাম্মদ সুহাইমি আবদুল্লাহ। তিনি পেয়েছেন ২৫ হাজার ৪৬৩ ভোট, দ্বিতীয় হওয়া বারিসান ন্যাশনালের আরমিশাহ সিরাজ পেয়েছেন ১১ হাজার ৯৪৫ ভোট। ২০১৮ সালে এই আসনে মাহাথির পেয়েছিলেন ৩৪ হাজার ৫২৭ ভোট, মোট ভোটের ৫৪ দশমিক ৯ শতাংশ। সেবার তার বিরুদ্ধে বারিসান ন্যাশনালের প্রার্থী পেয়েছিল ২৯ দশমিক ১ শতাংশ ভোট।

এদিকে নির্বাচনে আনোয়ার ইব্রাহিমের পাকাতান হারাপান ২২২ আসনের পার্লামেন্টের ৮২টি আসনে জয় পেয়েছে। তাদের পেছনে রয়েছে মুহিউদ্দিন ইয়াসিনের পারিকাতান ন্যাশনাল পার্টি। তারা পেয়েছে ৭৩টি আসন। প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকুবের ক্ষমতাসীন বারিসান ন্যাশনাল জোটের ভরাডুবি হয়েছে। তারা পেয়েছে মাত্র ৩০টি আসন। স্বাধীনতার পর ছয় দশক ধরে মালয়েশিয়া শাসন করা বারিসানের এমন ভরাডুবি মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রে বড় ধরনের বদলেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভোটের আগে জনমত জরিপে আনোয়ারকে এগিয়ে রাখা হলেও মুহিউদ্দিনের জোটের অভাবনীয় ফলও অনেককে চমকে দিয়েছে।

মাহাথির ১৯৮১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত টানা ২২ বছর মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৮ সালে ৯২ বছর বয়সে তিনি পুনরায় দেশটির প্রধানমন্ত্রী হন। এই দফায় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দুই বছরের কম সময়ের মধ্যে তার সরকারের পতন ঘটে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে তিনি পদত্যাগ করেন। ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে গিনেস ওয়ার্ল্ড বুকে নাম লিখিয়েছিলেন তিনি।

কলোরাডোয় নাইট ক্লাবে বন্দুক হামলায় নিহত ৫

(প্রথম পাতার পর)

শনিবার (১৯ নভেম্বর) রাতের এ ঘটনায় আরও ১৮ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, কলোরাডোর স্প্রিংস এলাকার ক্লাব কিউয়ে এ হামলা হয়। এ ঘটনায় একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। কলোরাডো পুলিশের লেফটেন্যান্ট পামেলা কাস্ত্রো জানান, পুলিশ মধ্যরাতের পর গুলির ঘটনার বিষয়ে জানতে পারে। ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর কর্মকর্তারা ক্লাবের ভেতরে হামলাকারী সন্দেহে একজনকে চিহ্নিত করেন। তবে হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু জানাননি পামেলা কাস্ত্রো। হামলাকারী কী ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছে সে বিষয়েও কিছু বলতে তিনি রাজি হননি।

ফেসবুক পেজে ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাদের কমিউনিটির ওপর এমন হামলায় তারা বিপর্যস্ত

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হেরে ইতিহাস উল্টে দিল কাতার!

(প্রথম পাতার পর)

আরও একটা ইতিহাস গড়েছে। যদিও সেই ইতিহাস কাতারিদের জন্য সুখকর কিছু নয়। ভ্যালেন্সিয়ার গোলে ২-০ গোলে হারিয়ে 'এ' গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপে শুভসূচনা করেছে ইকুয়েডর। আর তাতেই কাতারিরা গড়ল লজ্জার নজির। স্বাগতিক দেশ হিসেবে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়া প্রথম দলটার নাম এখন কাতার।

বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে কোনো আসরে প্রথম ম্যাচের প্রথমার্ধে জোড়া গোলের নজির গড়লেন ভ্যালেন্সিয়া। তার আগে ১৯৩৪ বিশ্বকাপে স্বাগতিক ইতালির হয়ে এই কীর্তি গড়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো স্কিয়াভিও। যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে সেই ম্যাচে ইতালির ৭-১ গোলের জয়ে প্রথমার্ধে জোড়া গোল করেছিলেন তিনি।

গোল করে যেভাবে ইতিহাস হলেন ইকুয়েডরের ভালেন্সিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক: মরুর বুকে ইতিহাসের প্রথম বিশ্বকাপ। মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম বিশ্বকাপের শুরুর তৃতীয় মিনিটেই প্রতিপক্ষ স্বাগতিক কাতারের জালে বল পাঠায় ইকুয়েডর। তবে অফসাইডের মারপ্যাচে সে গোলটা হয়নি।

কিন্তু গোল পেতে ইকুয়েডরকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৬তম মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন ভালেন্সিয়া। আর এভাবেই তিনি মরুর বুকের প্রথম বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা হিসেবে জায়গা করে নেন ইতিহাসের পাতায়।

আল বাইত স্টেডিয়ামে রবিবার জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মাঠে গড়ায় ফুটবলের লড়াই। বিতর্কিত অফসাইডের পর একের পর এক আক্রমণে কাতারকে প্রবল চাপ ধরে রাখে ইকুয়েডর। তার এক পর্যায়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন ভালেন্সিয়া। তাকে গোলরক্ষক সাদ আলশিয়েব ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে পেন-াল্টির বাঁশি বাজান রেফারি।

নিখুঁত শটে বল জালে পাঠান ফেনেরবাচের ফরোয়ার্ড ভালেন্সিয়া। গোলরক্ষক আর সেই বলটা আটকাতে পারেননি।

নেইমারদের যে চমকে 'ভাষাহীন' করে দিয়েছে কাতার

স্পোর্টস ডেস্ক: সবার শেষে কাতারে গেছে ব্রাজিল ফুটবল দল। সেলেসাওদের বরণে কোনো কমতি রাখেনি কাতার। আর সেই আয়োজন দেখে খোদ নেইমাররা হয়ে পড়েছে স্মৃতি কাতর এবং ভাষাহীন।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে কাতারকে বরণের ছাড়াও খেলোয়াড়দের হোটেল কক্ষেও ছিল চমক। হোটেলে খেলোয়াড়দের নিজ নিজ কক্ষের দরজায় তাদের ছবি এবং কক্ষের ভেতরে নানা রকম উপহার রেখে বরণ করে নেওয়া হয়েছে সাম্বার দেশের ফুটবল তারকাদের।

নেইমার নিজের কক্ষে ঢোকার পরই স্মৃতিকাতর হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। কারণ তার বিছানায় শিয়রের পাশেই টাঙানো ছিল তার শৈশবের ক্লাব সান্তোসের জার্সি পরা একটি ছবি।

চিত্রে প্রবাসী বেঙ্গলী খ্রীষ্টিয়ান এসোসিয়েশন ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন
ছবি: ডেভীড সরকার







COMPUTER IT TRAINING & JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION, ENGINEERING

Microsoft SQL Server ORACLE Azure mongoDB. NoSQL



Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

VIVID MORTGAGES® INC.

Crystal Clear Loans®

আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

YOUR DREAM HOUSE

No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment as low 3.5%

For Free consultation & Pre-Approval

Hope Sekezi : NMLS # 244341

Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

211-35, Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc. All rights reserves

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY

লংআইল্যান্ডে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

ISLAND FRESH SUPERMARKET

241-11 Linden Blvd, Elmont, NY 11003

Tel : 516-285-9000

Island Fresh SUPERMARKET

GRAND OPENING

প্রতিদিন ভোর ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা

18th November 2022 5pm

সম্মানিত সুধি, শুভেচ্ছা

আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২২ ইংরেজি, রোজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকায় লংআইল্যান্ডের Elmont এ বাংলাদেশি মালিকানাধীন ১৫০টির বেশী গাড়ী পার্কিং এর সুবিধাসহ বিশাল সুপার মার্কেট শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

আপনারা সবাই সবান্ধবে আমন্ত্রিত।

কামরুজ্জামান কামরুল
718-971-4769

আমন্ত্রণে

মনসুর এ চৌধুরী
917-662-0916

Grand Opening উপলক্ষে আমাদের রয়েছে বিশাল সেল নভেম্বর (১৮-৩০)

ROHU $1.99 LB UPTO 5 KG
MRIGAL $2.99 LB UPTO 5 KG
KATLA $1.99 LB UPTO 9 KG
HILSHA $6.99 LB 10/12
HILSHA $8.99 LB 12/15
GOLDEN POMPANO $2.99 LB 6/8
KESKI TRAY 3 FOR $3.99 LB
SHRIMP 4 LB $17.99 LB HOSO
MAGUR (Whole) $2.99 LB 3/5
KORAL (Whole) $2.99 LB 1 KG
SHOIL (Whole) $2.99 LB 1 KG
BEEF WITH BONE $2.49 LB
CHICKEN LEG No Clean, No Cut 99¢ LB
CHICKEN QUARTER LEG No Clean, No Cut 2 LB $1.00 LB
CHICKEN THIGH / BREAST $1.99 LB
FROZEN GOAT $2.99 LB
REGULAR FRESH GOAT $3.99 LB
OXTAIL $6.99 LB
TILDA RICE 10 LB $12.99
RUHANA RICE 20 LB $19.99
ZEBRA RICE 10 LB (Limit 1) $13.99
KRISHOK RICE 20 LB $19.99
DELTA RICE 50 LB $34.99
MILK GALON (with Purchase $60.00) $1.99
SHAHJALAL PARATHA FAMILY EACH $4.99
DESHI PARATHA EACH $4.99
GINGER 79¢ LB
GARLIC 2 FOR $3.00
REGULAR ONION EACH $3.99
SHAN MASALA 4 FOR $5.00
VINEGAR GALON EACH $2.99
WESSON / CRISCO OIL GALON $14.99
ANCHOR MILK $24.99
PLENTY PAPER TOWEL 15 ROLLS $13.99
BANANA 2 LB $1.00
AVOCADO Each 79¢

Chittagong University Alumni Association North America Inc.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইন্ক

NYS REG. NO. 488263

Estd. 1993

গৌরবের... ২৯ বছর

এলামনাই নাইট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ২০২২

November. 19, 2022
Saturday @ 4:00 pm

Laguardia Plaza Hotel
10404 Ditmars Blvd.
East Elmhurst, NY 11369



ABU ZAFAR MAHMOOD
Convener & Inaugurator

CEO & President
Bangla CDPAP Services Inc
Alegra Home Care Inc
Tel: 646-769-0966
Email: netlake111@gmail.com

রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রসংগঠন সময়ের দাবী



আবু জাফর মাহমুদ
আহ্বায়ক
৬৪৬-৭৬৯-০৯৬৬

জাহাঙ্গীর শাহনেওয়াজ ডিকেন্স
প্রধান সমন্বয়কারী
৯২৯-৫১৩-৩২৪৬

আবদুল আউয়াল শামীম
সদস্য সচিব
৬৪৬-২৩৮-৬৯২২



মাহমুদ আহমেদ
সভাপতি
৯২৯-৩৩১-৪২২৬



এস.এম. ইকবাল ফারুক
সাধারণ সম্পাদক
৯২৯-২৬১-২১৬১



Abu Zafar Mahmood was the First Chief Election Commissioner & Presided the Founding Meeting in 1993 at Moyur Restaurant, Church Ave, Brooklyn, of Chittagong University Alumni Association North America Inc.

প্রধান অতিথি



প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান মিয়া

প্রধান আলোচক



প্রফেসর ড.এ এফ ইমাম আলী

বিশেষ অতিথি

প্রফেসর ড. আশরাফ আহমেদ

প্রফেসর ড. শফিকুর রহমান



প্রফেসর ড. রাহমান নাসির উদ্দিন

BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.
We Have The Best MLTC in The City
banglacdpap.com alegracare.com 888-212-3237 (Toll Free)
ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity

সাহিত্য সাময়িকী

ফারুক মাহমুদের দুটি কবিতা

এক.

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ্যাতি হচ্ছ উঁচু কোনো দেওয়ালের মতো
একপাশে প্রশংসার বহুবিধ ক্লান্ত কোলাহল
অন্যপাশে একাকিত্ব ন্যস্ত থাকে জোর পাহারায়

বলা যায়, আমি সেই দেশ, যার ভূগর্ভে রয়েছে
মূল্যবান কয়লার খনি, আছে হীরে-সম্ভাবনা
লোভাতুর যারা, বনশ্রীকে পরিয়েছে রক্তরজ্জুফাঁস
আমার লেখার মূল্য ঈর্ষণীয় চড়া। তবু দেখি
ব্যক্তিমূল্য ঢেকে যাচ্ছে প্রশংসার এঁদো আস্তরণে
এর থেকে মুক্তি তবে পাওয়া যাবে কোন সাধনায়!

একাকিত্ব দূরে যাবে প্রেম যদি কছে চলে আসে

মরুপথিকের তৃষ্ণা। পেয়ে গেছি জলের সন্ধান
আমার কী সাধ্য আছে সেই জল ঠোঁটে তুলে নিই!
শুনো জল, তুমি এসো, খুলে যাবে দ্বিধার আগল

দুই.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

আমার আবেগ আজ পশমের মাদুরের মতো
শৈত্যের আক্রোশ থেকে রক্ষা করি কবির চরণ
যতনে ছড়িয়ে দিই উত্তাপের চিহ্ন-সমারোহ
আশা করে থাক্তি যদি পেয়ে যাই উষ্ণ আলিঙ্গন

আজন্ম কবিকে চিনি, না-দেখার মুগ্ধতা এখন
আরো বেশি মুগ্ধকর, দেখি তাকে সকল থাকায়

'বিদেশ-বাসিনী' আমি। কবি তবু সুরের মালায়
আমাকেই জড়ালেন। হৃদয়ের ছায়ার ভিতর
বসিয়ে, বসিয়ে রেখে লিখেছেন কবিতা ও গান
আত্মার আনন্দ আজ হেসে-থাকা পদ্ম-সরোবর

মানুষ যতটা আসে, তারও আগে প্রেম চলে আসে

ফুরালে প্রেমের স্থিতি, দূরত্বের অন্ধকার এসে
বিরহ জাগিয়ে দেবে। চাক্ষুষে হবে না দেখা। তবু
'দুই হৃদয়ের নদী' শান্তিযুক্ত এক মোহানায়।

দুঃখবিলাস

রেজা শামীম

কোন কোন দুঃখ আছে
আনাহুত অতিথির মত
দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে
আলগোছে থেকে যায় আজীবন
দীর্ঘ সহযা পনের পর
একসময় তাকেও স্বজন মনে হয়

কিছু কিছু দুঃখ থাকে
চেনা চেনা লাগে যেন আগে কোথাও দেখেছি
হয়তো পুরাতন সে দুঃখ
ফিরে ফিরে আসে সঙ্গ দিতে পুনর্বার

পিক পকেটে সঞ্চিত সুখ চুরির দুঃখ থাকে
দুঃখ থাকে শোভন বিপণী থেকে কেনা ভুল পণ্যের
অথবা অতর্কিত ডাকাতের কাছে সর্বস্ব খুইয়ে ফেলার

আমিও তথৈবচ
শুধু পুরানো বাসার ঠিকানা হারিয়ে ফেলার
দুঃখটা আজ প্রকট

ঘুম আসে না

নাসরীন নঈম

ভালোবাসা ভেঙে ভেঙে কোন শব্দ তৈরি করা বড়ই কঠিন
সারারাত বুকের ভেতর– সখ্যতার মায়া বাড়লেও ছুটে যাই
অন্য কোথাও যেখানে বাণিজ্য সফল পুরুষ থাকে না
শুধু রমণীরা থাকে অপেক্ষার তাবিজ গলায় বেঁধে।
গভীর রাতেও সিথানে ঘুঙুর পায়ে নাচে একরাশ হতাশা
রিনিঝিনি ধ্বনি শুনে শুয়ে থাকি মধ্যযামে।

আকাক্ষার ঘরে বেড়ে ওঠে কলহের ছায়া ফিসফাস
অনুতাপ হামাগুড়ি। আঁধারের শিহরণ বড় বেশি কাঁপে।
বেদনা বাড়ায় দিনক্ষণ মানে না বিরহ বিলাস
অশরীরী ভয় অল্প অল্প করে ধেয়ে আসে বালিশের নিচে
আপেল কাটার চাকুর মতোই ধারালো হই তবু
তোমাকে দেখি না একটু মায়াবী চোখে।

পুরুষ

(কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বরণে)
সৈয়দ আহমদ জুয়দ

ভেতর ডেকে রেখেছে কেউ মেঘেদের চাদরে
কালো কালো আর সাদা পেজা তুলোর মেঘগুলো
আলো কেড় নেয় সূর্যস্নানের দুপুর।

কেউ কেউ বলে জাদুকর, সে জাদুকর
না হয় এমন রোদ কেড়ে নেয় সাহসী

হৃদয়ের জমকালো বাণিজ্য জাহাজ।

আমাদের নিথর সময়, কাঠের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে সে
উড়িয়ে নেয় মেঘেদের শহরে।

আমাদের দুঃখগুলো বনসাই হয়ে যায় তার গানের সুরে।

লম্বা বাবরি দোলানো আর চন্দন বাটা মুখ জানিয়ে দেয়
আমি এসেছি দুর্বার, আমি প্রলয়ের হুঙ্কার।

নাগরিক দুঃখগুলো পালায়। আমরা হয়ে যাই বিজয়ের এক উত্তরসুরি।

এভাবেই মেঘেদের দল আমাদের ছায়া দেয় প্রখর রৌদ্রে।
আর কটকটে রোদ হয়ে যায় নরম বিকেলের পুত্রবধূ।

এমন পুরুষ জন্মে ছিল, এমন পুরুষ আমাদের।
অতঃপর আমরা গান গাই সাম্যের।

আমাদের এখন আর কোন ভয় নেই।

ফসিল

গোলাম কিবরিয়া পিনু

রাজত্ব ও ইমারতে একসময় ফাটল
ধরবেই এন্টিবায়োটিককেও প্রতিরোধ করে
অণুজীব! যতই তোমার ক্ষমতা থাকুক, তা
লুপ্ত হবে, সুপ্ত থাকা কোনো এক জিন ধীরে
ধীরে উত্থানের উষালগ্নে এসে শক্তিশালী
হয়ে উঠবে, আগে থেকে তা কতটুকু বলা
যায়? কার ক্ষমতা আমাদের দরকার? কার
ক্ষমতা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে? বরফে
পাওয়া ফসিল তা বলতে পারে না!

প্রেম

বেনজির শিকদার

স্পর্শ নয়, অলৌকিক অনুভবে ছোঁয়া
ক্ষণকালের দৃষ্টি বিনিময়, যেন নিবিড়তর আলিঙ্গন!
দেখা না হোক, না হোক না বলা কথা

সুবাসের ঘ্রাণটুকু জড়িয়ে
অ আ ক খ-এর বালিকাবেলার মতো;
আস্থায়, অনুভবে অলক্ষ্যেই মূল্যবান।

ছোট্ট ডেরায় শতকোটি ভিড়,
চোখ খুঁজে ফেরে ব্যক্তিগত রূপ
অতঃপর দীর্ঘশ্বাসের গোপন ঝাঁপিতে চড়ে,
প্রেম ছুঁয়ে যায় অতীন্দ্রিয় প্রেম!

তরল সুখ কিংবা প্রমোদে মেতে ওঠা নয়
নয় আরোপিত আশা বা অধিকার বোধের;
কোনো আলোচনা নয়, গবেষণা নয়,
নয় লৌকিকতার অনুসরণ-অনুকরণ।

হৃদয়ে রক্ষিত স্মৃতি ভেতরে গহীন
মায়ার মহাক্ষুধার আগুনে পুড়ে, গার্হস্থ্য সীমার অদূরে,
মৌন সাধনায় বড়ো আলগোছে সে প্রেমের বেড়ে ওঠা।

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549



জমে উঠেছে কাতার বিশ্বকাপ, ফ্যান জোনে ফুটবল ভক্তদের ঢল

কাজী শামীম, কাতার থেকে: উদ্বোধন হলো ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ, দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া দলগুলো কাতারে এসে পৌঁছেছে। স্টেডিয়াম মাতানো ফুটবল ভক্তরাও ইতোমধ্যে কাতারে আসতে শুরু করেছেন।

ফুটবলপ্রেমীদের আনন্দ দিতে কাতারের বিভিন্ন শহরে তৈরি হয়েছে ফ্যান জোন। যেখানে বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যন্ত চলবে নানা ধরনের উৎসব। গত বুধবার (১৬ নভেম্বর) প্রথম ফিফা বিশ্বকাপের ফ্যান জোনের পরীক্ষমূলক আয়োজন বসে রাজধানী দোহার আল বিদ্দা পার্কে। এ আয়োজন উপভোগ করতে নানা বর্ণের ২০ হাজারের অধিক মানুষের ঢল নামে পার্কটিতে।

আয়োজনে ছিল বিশ্বের বিখ্যাত ডিজে তারকাদের পরিবেশনায় ডিজে মিক্সড সংগীত। এতে হাজার হাজার দর্শক স্টেজের সামনে দুই হাত উঁচু করে নানা ভঙ্গিতে হেলে-দুলে নাচেন। ফ্যান জোনে বসেছে বড় পরিসরে ফুড কর্নার, কাতার এয়ারওয়েজ বিনোদন স্টল, কোকাকোলা গেম শো, বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ৩২ দেশের জার্সি গ্যালারি।

আয়োজনে আরও রয়েছে- বিশাল বড় রেপ্লিকা ম্যাচ বল। যেখানে ছবি নিতে ভিড় জমান দর্শকরা। ভক্তরা চাইলে স্বশরীরে টারজানের স্বাদ নিতে পারবেন কাতার এয়ারওয়েজের গেম জোন থেকে।

শিশুদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন দেশের পতাকা গালে ও মুখের থুঁতনিতে রং তুলিতে আঁকার ফ্রি স্টল। ফ্যান জোনে বিনোদনের কমতি রাখেনি আয়োজকরা। শিশু থেকে কিশোর ও মধ্য বয়সী নারী পুরুষ এবং বৃদ্ধদেরও দেখা যায় ফ্যান জোনের বিভিন্ন স্টলে। দেশটির বিভিন্ন এলাকায় ফ্যান জোনে প্রবেশে কোথাও হায়া কার্ড প্রদর্শন করতে হয় আবার কোথাও প্রয়োজন হয় না। পুরো বিশ্বকাপ চলাকালীন সবার জন্য উন্মুক্ত রেখে চলবে ফ্যান জোনের জমজমাট আয়োজন।



ব্রাজিলের ৩২০, পাল্টা জবাবে আর্জেন্টানার ৪২০ ফুট পতাকা

স্বপন কুমার ঢালী, বেতাগী (বরগুনা) থেকে: আর মাত্র একদিন পর বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। রোববার (২০ নভেম্বর) থেকে কাতারে ফুটবল বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপের উত্তাপ ছড়িয়েছে বাংলাদেশেও। দেশের ফুটবলপ্রেমীদের বড় একটা অংশ অবশ্য আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের সমর্থক। প্রিয় দলের প্রতি ভালোবাসা দেখাতে সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনার শেষ নেই। উন্মাদনার এমন নিদর্শন পাওয়া গেল উপকূলীয় জনপদ বরগুনার বেতাগী পৌরসভায়।

আসন্ন বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলের প্রতি শুভ কামনা জানিয়ে দু'দিন আগে প্রায় ৩২০ ফুট লম্বা পতাকা টাঙিয়েছেন বেতাগী পৌর শহরের সমর্থকেরা। পাল্টা জবাব দিতে আর্জেন্টিনা সমর্থকেরা শুক্রবার বিকেলে ৪২০ ফুট লম্বা পতাকা টাঙান। দুই দলের সমর্থকদের টাঙানো পতাকার ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে তা ছড়িয়ে যায়। এসময় দুই দলের সর্মথকদের আনন্দ উল্লাস করতে দেখা গেছে।

বিশ্বকাপ নিয়ে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা সমর্থকদের উন্মাদনা এখন এলাকাবাসীর প্রধান আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। খেলার মধ্যে যাঁরা শুধুই আনন্দ খোঁজেন, তাঁরা এ ঘটনায় বেশ আনন্দ পেয়েছেন।

রাস্তার ধারে টাঙানো আর্জেন্টিনার পতাকা। নওগাঁর পোরশা উপজেলার মোল্লাপাড়া গ্রামে ব্রাজিলের সমর্থক বেতাগী পৌর শহরের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম, নাজমুল হাসান ও অজয় রায় বলেন, ব্রাজিলের কোনো তুলনা হয় না। তারা পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছে। এবারের শিরোপাও ব্রাজিলের ঘরে যাবে। নেইমারদের ফুটবল-নৈপুণ্য অসাধারণ ও দুর্দান্ত।

এদিকে ব্রাজিলের চেয়ে বড় ৪২০ ফুট লম্বা পতাকা টাঙিয়ে আর্জেন্টিনার সমর্থক মিঠু, রাফি, সুলতান বলেন, 'আমরা আর্জেন্টিনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে পৌর শহরের অডিটোরিয়ামের চারপাশ ঘিরে পতাকা টাঙাই। এসময় শহরের লোকজন ভিড় করে দুই দলের সর্মথক আনন্দ উল্লাস করতে দেখা যায়। আমাদের দেখাদেখি ব্রাজিলের সমর্থকরাও পতাকা টাঙিয়েছেন।'

সজল মাহমুদ বলেন, ফুটবলের ঈশ্বর ম্যারাডোনার দল আর্জেন্টিনা। এই দলে বর্তমানে খেলছে ফুটবল জাদুকর মেসি। এবারই মেসির শেষ বিশ্বকাপ। মেসির নেতৃত্বে কোপা জিতেছে, কাতার বিশ্বকাপও জিতবে আর্জেন্টিনা। (দৈনিক কালের কণ্ঠ)

কাতার বিশ্বকাপে থাকছে ৮ নতুনত্ব

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপ মানেই ক্রীড়ামোদীদের দীর্ঘ সময়ব্যাপী উৎসব। আর তা যদি ফুটবল বিশ্বকাপ হয়, তবে সেই উৎসবে যোগ হয় বাড়তি উন্মাদনা। মাঠের ৯০ মিনিটের উত্তেজনায় দিনভর ডুবে থাকেন ফুটবলপ্রেমীরা। জনপ্রিয় খেলার সবচেয়ে বড় আসর নিয়ে হই হুল্লোড়টা বেশি হবে- এটিই স্বাভাবিক। তার পরও মেগা ইভেন্টটি আসে চার বছর পর পর। ইতোমধ্যে ৯ দশক পেরিয়েছে ফিফা বিশ্বকাপ। দীর্ঘ এ যাত্রায় প্রতিবারই এসেছে কোনো না কোনো নতুনত্ব।

এবার মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থখ্যাত ইভেন্টটি, যা ফিফ বিশ্বকাপের ২২তম আসর। ২০ নভেম্বর পর্দা উঠার মধ্যদিয়ে ৮ নতুনত্ব যুক্ত হয় ফুটবল বিশ্বকাপে।

চলুন জেনে নেওয়া যাক কী কী নতুন থাকছে ফুটবল বিশ্বকাপে কাতার ভেন্যুতে-

১. মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম বিশ্বকাপ: মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ ধনকুবের ছোট্ট দেশ কাতার। এবারের বিশ্বকাপ আয়োজন করছে তারা। সে হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম দেশ হিসেবে বিশ্বকাপ আয়োজকের গৌরব অর্জন করতে যাচ্ছে কাতার। শুধু তাই নয়; আরব বিশ্বেও প্রথম এবং এশিয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। এর আগে ২০০২ সালে যৌথভাবে আয়োজন করেছিল দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান।



২. প্রথম টেকনো বল: এবারের বিশ্বকাপে যে বল দিয়ে খেলবেন মেসি-নেইমাররা তার নাম 'আল রিহলা'। পাকিস্তানের তৈরি বলটিতে যুক্ত করা হয়েছে দুর্দান্ত সব প্রযুক্তি। বলা হচ্ছে- বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো টেকনো বল ব্যবহার হচ্ছে। চামড়ায় তৈরি বলটির নিখুঁত গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এর ভেতরে ৫০০ হার্জ আইএমইউ সেন্সর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. শীতকালে প্রথম বিশ্বকাপ: ফিফার ইতিহাসে এবারই প্রথম নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ আয়োজিত হচ্ছে। অর্থাৎ শীতকালে। এর আগের সব আসরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন-জুলাইয়ে। অর্থাৎ গ্রীষ্মে। মূলত কাতারের আবহাওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখেই এই শীত মৌসুমকে বেছে নিয়েছে ফিফা কর্তৃপক্ষ। কারণ মরুর দেশে জুন-জুলাইয়ে সূর্যের প্রখর রোদে বাইরে বের হওয়াই দায়। তাপমাত্রা ৪০-৪৫ ডিগ্রির নিচে নামে না। তাই বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য নভেম্বর তথা শীতকালকে বেছে নিয়েছে কাতার ও ফিফা।

৪. অল্প জায়গায় সব ভেন্যু: এটিই প্রথম 'আঁটসাঁট' বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। কাতার ছোট্ট দেশ। রাজধানী দোহাতেই সব। তাই বিশ্বকাপের জন্য নির্মিত ৮ স্টেডিয়াম একে অপরের খুব কাছাকাছি। মাত্র ৫৫ কিলোমিটার জায়গার মধ্যে আটটি স্টেডিয়ামের অবস্থান। ইতিহাসে কখনো অল্প জায়গায় সবকটি ভেন্যু দেখা যায়নি। সে হিসাবে ভৌগোলিকভাবে এটিই সবচেয়ে 'আঁটসাঁট' জায়গার বিশ্বকাপ।

৫. প্রথম পরিবেশবান্ধব যানবাহন ব্যবস্থা: কাতার বিশ্বকাপে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক বাসের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ। কার্বন-নিরপেক্ষ বিশ্বকাপ আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশটির সুপ্রিম কমিটি ফর ডেলিভারি অ্যান্ড লিগ্যাসি। আদালতের সেই নির্দেশ মেনে সবুজ যানবাহনের ব্যবস্থা করেছে কাতার কর্তৃপক্ষ। জানা গেছে, ইলেকট্রিক বাসগুলো ৪৪টি মেট্রোলিংক এবং ৪৮টি পাবলিক ট্রান্সপোর্ট রুটে চালানো হবে।

৬. প্রথম সেমি-অটো অফসাইড প্রযুক্তি: অফসাইডের সিদ্ধান্ত নিয়ে সবসময়ই বিতর্ক চলে। ২০১৮ বিশ্বকাপে ভিএআর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। তাতেও সমাধান মেলেনি। কাতার বিশ্বকাপে সে সমস্যার সমাধান করবে আরও উন্নত প্রযুক্তি। অফসাইড আরও নিখুঁত করতে কাতারে প্রথম চালু হচ্ছে সেমি অটোমেটেড অফসাইড প্রযুক্তি। প্রতিটি স্টেডিয়ামের ছাদের নিচের অংশে ১২টি ট্র্যাকিং ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। কোনো খেলোয়াড় অফসাইড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও ম্যাচ অফিশিয়ালদের কাছে অফসাইড সংকেত চলে যাবে।

৭. ফুটবলারদের জন্য ডেটা অ্যাপ: ফুটবলারদের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করবে এই ডেটা অ্যাপ, যা আগে ব্যবহার করা হয়নি। কাতার বিশ্বকাপে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটবলারদের পারফরম্যান্সের বিশ্লেষণ ও নিখুঁত তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। এতে প্রতিটি ফুটবলার ম্যাচের পর নিজের খেলার তথ্য দেখতে পারবেন। ডেটার মধ্যে থাকবে ম্যাচে বল পায়ে কেমন ছিলেন, কতটুকু কী প্রচেষ্টা ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো মুহূর্তে তিনি কেমন খেলেছেন।

৮. প্রথম নারী রেফারি: এবারই প্রথম ছেলেদের বিশ্বকাপে জাপানের ইয়োশিমি ইয়ামাশিতা, ফ্রান্সের স্টিফানি ফ্রাপার্ট ও রুয়ান্ডার সালিমা মুকানসাঙ্গা নারী রেফারি হিসেবে ম্যাচ পরিচালনা করবেন। ৬৪ ম্যাচের জন্য মোট ৩৬ জন প্রধান রেফারির মধ্যে আছেন এ ৩ নারী।

কাতার বিশ্বকাপ মাতাবে সেই 'খলিফা'

স্পোর্টস ডেস্ক: ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র দুদিন বাকি। এর আগেই সব ধরনের প্রস্তুতি সেরে রেখেছে আয়োজক দেশ কাতার। এবার আটটি স্টেডিয়াম প্রস্তুত বিশ্বকাপকে স্বাগত জানাতে।

প্রতিটি স্টেডিয়াম নিয়েই লেখা যাবে মহাকাব্য। যেমন নয়নাভিরাম, তেমনি চিত্তাকর্ষক ও আধুনিক সেসব স্টেডিয়াম।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে একের পর এক চোখধাঁধানো স্টেডিয়াম বানিয়েছে কাতার। বিশ্বকাপ মঞ্চ প্রস্তুতিতে দুহাতে দেদারসে খরচ করেছে তেলনিভর ধনকুবের দেশটি।



কাতারের আট স্টেডিয়ামের মধ্যে অন্যতম খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। রাজধানীর দোহার কেন্দ্র থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে আল রাইয়ান নামক স্থানে এটি অবস্থিত।

কাতারের সবচেয়ে প্রাচীন এবং আইকনিক স্টেডিয়ামগুলোর এটি একটি। স্টেডিয়ামটি ১৯৭৬ সালে নির্মিত। বলতে গেলে এটিই ছিল কাতারের একমাত্র আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার মাঠ।

তবে বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে যে সংস্কার আনা হয়েছে এতে, যে কেউ একে সেই পুরনো স্টেডিয়ামটিকে আর চিনতেই পারবেন না।

২০১৭ সালে সংস্কার করা হয় স্টেডিয়ামটি। ২০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ধারণক্ষমতা ৪০ হাজারে উন্নীত করা হয়েছে। গ্যালারি, ছাদ, মাঠের আকার, পয়েনিষ্কাষণ ব্যবস্থাসহ সব জায়গাতেই লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। স্টেডিয়ামটির ৭০ শতাংশ সুন্দর ছাদ দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে।

২০১১ সালের আগেও এতে সংস্কার আনা হয়েছিল। সেবারের এশিয়ান কাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় এই স্টেডিয়ামে।

লিভারপুল ও ফ্ল্যামেঙ্গোর মধ্যকার ২০১৯ ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালও হয়েছে এখানে। একই বছরে অ্যাথলেটিকসের আইএএএফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপও বসে। এই স্টেডিয়ামে এবারের বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণকারী পে-অফ রাউন্ডসহ মোট ৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ২১ নভেম্বর ইরানের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে এই স্টেডিয়ামের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে। সব মিলিয়ে গ্রুপপর্বে ৬টি ও দ্বিতীয় রাউন্ডের একটি খেলা হবে এখানে।

কাতার বিশ্বকাপ মাতাতে প্রস্তুত সেই প্রাচীন খলিফা স্টেডিয়াম।

খলিফা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে যেসব খেলা

গ্রুপ পর্ব

১. ২১ নভেম্বর, গ্রুপ'বি', ইংল্যান্ড-ইরান, সন্ধ্যা ৭টা
২. ২৩ নভেম্বর, গ্রুপ'ই', জার্মানি-জাপান, সন্ধ্যা ৭ টা
৩. ২৫ নভেম্বর, গ্রুপ'এ', নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর, রাত ১০ টা
৪. ২৭ নভেম্বর, গ্রুপ'এফ', ক্রোয়েশিয়া-কানাডা, রাত ১০ টা
৫. ২৯ নভেম্বর, গ্রুপ'এ', ইকুয়েডর-সেনেগাল, রাত ৯ টা
৬. ১ ডিসেম্বর, গ্রুপ'ই', জাপান-স্পেন, রাত ১ টা

জলবায়ু পরিবর্তন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বাংলাদেশের বিপন্নতা

মো. জাকির হোসেন

মিসরের শার্ম আল শেখ নগরীতে জলবায়ুবিষয়ক ২৭তম সম্মেলন কনফারেন্স অব পার্টিজ তথা কপ-২৭-এ বিশ্বের ১০২টি দেশ যোগ দেয়। গত বছর কপ-২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছিল স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে। কৌতূহল হতেই পারে, বিশ্বের বেশির ভাগ রাষ্ট্রের সম্মিলনে একের পর এক জলবায়ু সম্মেলন কেন?

কোনো একটি জায়গায় ৩০ বছরের আবহাওয়ার যে গড়পড়তা ধরন, তাকেই বলা হয় জলবায়ু। আবহ-াওয়ার এই চেনাজানা ধরন বদলে যাওয়াকেই বলা হয় জলবায়ু পরিবর্তন।

জলবায়ু পরিবর্তনে বদলে যাবে আমাদের জীবনযাপন। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়বে। কোনো কোনো অঞ্চল বিপজ্জনক মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে পড়বে। জমাটবাঁধা বরফ, বিশেষ করে উত্তর মেরুর বরফ ও হিমবাহগুলো দ্রুত গলে যাবে। সাগরের উচ্চতা বেড়ে উপকূলের নিচু এলাকাগুলো ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। এ ছাড়া সাইবেরিয়ার মতো অঞ্চলে মাটিতে জমে থাকা বরফ গলতে থাকায় বরফের নিচে আটকে থাকা মিথেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে মিথেনের মতো আরেকটি গ্রিনহাউস গ্যাস জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। পৃথিবীর উষ্ণতা তাতে আরো বাড়বে এবং দাবানল বাড়বে। সমুদ্রের পানি বেড়ে বহু এলাকা প্লাবিত হবে। ফলে সেসব জায়গা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। চিরচেনা বসতির আবহাওয়া বদলের জেরে অনেক প্রাণী নতুন জায়গায় চলে যাবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের অনেক প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড সাগরের পানিতে মিশে পানির এসিডের মাত্রা বাড়াবে। ফলে ট্রপিক্যাল অঞ্চলের প্রবালপ্রাচীর উধাও হয়ে যেতে পারে। চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, অতিরিক্ত গরমের পাশাপাশি ভারি বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রকোপ অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকবে। ফলে জীবন ও জীবিকা হুমকিতে পড়বে। গরিব দেশগুলোতে এসব বিপদ মোকাবেলার সক্ষমতা কম বলে তাদের ওপর এই চরম আবহাওয়ার ধাক্কা পড়বে সবচেয়ে বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কয়েক বছর আগেই জাতিসংঘ 'রেড অ্যালার্ট' ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্ন এরই মধ্যে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। বিশ্বে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা দ্রুতগতিতে বাড়ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনস-ংক্রান্ত জাতিসংঘের আন্ত সরকার কমিটি বা আইপিসিসির গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখন যে চরম তাপপ্রবাহ, অনেক ভারি বৃষ্টিপাত, খরা বা সাইক্লোন হতে দেখা যাচ্ছে, তাতে জলবায়ুর এই পরিবর্তন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। শিল্পযুগের আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা যা ছিল তা থেকে বেড়ে চলেছে। গবেষণা বলছে, ১৮৫০-১৯০০ এই সময়কালের চেয়ে ২০১১-২০২০ এই এক দশকে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ১.০৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ বছর ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে উষ্ণতম।

এক গবেষণায় প্রকাশ, ভীষণ গরম, তার ওপর অতিরিক্ত আর্দ্রতা–এমন প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যেসব দেশ শ্রম ও উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে–এমন শীর্ষ পাঁচ দেশের কাতারে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। এমন বিরূপ পরিস্থিতির কারণে প্রতিবছর তিন হাজার ২০০ কোটি কর্মঘণ্টা হারাচ্ছে বাংলাদেশ। এই পরিসংখ্যান শুধু বাইরে খোলা স্থানে ভারী ভারী কাজ করা মানুষের কর্মঘণ্টা কমে যাওয়ার হিসাব। এমন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে মানুষের অসুস্থতা ও মৃত্যুহার যেমন বাড়ছে, সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং উৎপাদনশীলতাও কমে যাচ্ছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, যার কারণে দেশের জি-ডিপিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আইপিসিসির গবেষণা বলছে, ১৯০১-১৯৭১ এই সময়কালের সঙ্গে তুলনায় সমুদ্রের পানির স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির সাম্প্রতিক হার প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ সমুদ্রের পানির স্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ দুই মিটারের কাছাকাছি চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নোনা পানির অনুপ্রবেশ বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। ১৯৭৩ সালে ১৫ লাখ হেক্টর জমি মৃদু লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়, যা ১৯৯৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ হেক্টরে। বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর। বাংলাদেশের মোট উপকূলীয় এলাকা প্রায় ২৫ লাখ হেক্টর, যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১০.৫০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততায় আক্রান্ত। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট খরায় প্রতিবছর বাংলাদেশের ক্ষতি হয় প্রায় ৩৫ লাখ ২০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি, যার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দুই হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা।

গত কয়েক মাসে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আবহাওয়া বিপর্যয়, বন্যা ও ভূমিধসে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ায় ব্যাপক বন্যা; আফ্রিকা, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে তীব্র খরা; ক্যারিবীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় এবং তিন মহাদেশজুড়ে নজিরবিহীন তাপ-প্রবাহ বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এই যে আমাদের চিরচেনা পৃথিবী আজ জলবায়ুজনিত কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে, এ জন্য তো অন্য গ্রহের কেউ দায়ী নয়। এমন বিপর্যয় তো আমরাই সৃষ্টি করেছি। যে মাত্রায় এখন তাপমাত্রা বাড়ছে তার জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই প্রধানত দায়ী। কলকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহন চালাতে বা শীতে ঘর গরম রাখতে তেল, গ্যাস ও কয়লা পোড়ানোর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী বায়ুমণ্ডলের অন্যতম একটি গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ঊনবিংশ শতকের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে। গত দুই দশকে বেড়েছে ১২ শতাংশ। বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেও বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহ-াউস গ্যাসের নির্গমন বাড়ছে। গাছপালা কার্বন ধরে রাখে। ফলে সেই গাছ যখন কাটা হয় বা পোড়ানো হয়, সঞ্চিত সেই কার্বন বায়ুমণ্ডলে নিঃসরিত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এবং প্রকৃতি, পরিবেশ ও অর্থনীতিতে এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি সর্বপ্রথম আলোচনায় আসে যুক্তরাষ্ট্রের আদিবাসী সম্প্রদায় ইনুয়িটদের মাধ্যমে। ২০০৫ সালে ইনুয়িটদের পক্ষ থেকে আন্ত আমেরিকান মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হয় যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাদের জীবন, জীবিকা, সম্পত্তি, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চলাচল, নিরাপত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক সুবিধা ভোগের অধিকারসহ অনেক মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকারের মধ্যে যোগসূত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই অভিযোগের বিষয়ে কমিশন ২০০৭ সালের ১ মার্চ একটি 'সাধারণ প্রকৃতির শুনানির' ব্যবস্থা করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শুনানিতে প্রতিনিধি পাঠায়নি। এরপর ছোট দ্বী-পরাষ্ট্রগুলো, বিশেষ করে মালদ্বীপ জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানবাধিকারকে সংযুক্ত করার জন্য প্রচারাভিযান শুরু করে। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে মালদ্বীপের অনুরোধে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবাধিকার শিরোনামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মানবাধিকার কাউন্সিল জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকারের মধ্যে সম্পর্কের ওপর একটি বিশদ বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করে। মানবাধিকার হাইকমিশনার ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে এ বিষয়ে তাদের সমীক্ষা প্রকাশ করে। সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন জীবন, স্বাস্থ্য, খাদ্য, জল, আবাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসহ অনেক মানবাধিকার উপভোগের জন্য হুমকিস্বরূপ। সমীক্ষায় আরো উল্লেখ করা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় মানবাধিকার আইনের অধীনে রাষ্ট্রগুলোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। প্রতিবেদনটি বিবেচনা করার পর মানবাধিকার কাউন্সিল ২০০৯ সালে একটি রেজল্যুশন গ্রহণ করে যে মানবাধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। জাতিসংঘের ৮৮টি সদস্য রাষ্ট্র মানবাধিকার কাউন্সিলের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। কিন্তু কিছু উন্নয়নশীল দেশ মানবাধিকারের ওপর জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবের জাতিসংঘের স্বীকৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত তাদের শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতি রোধ করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে প্রচার করে। কিছু শিল্পোন্নত দেশও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

যা হোক, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জলবায়ু পরিবর্তন যেসব মানবাধিকবার লঙ্ঘনকে প্রভাবিত করছে তা হলো–এক. জীবনের অধিকার। ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহ, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস দাবানল এবং খরার তীব্রতার কারণে মৃত্যু, অসুস্থতা এবং আঘাতের ঘটনা বাড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ডুবে মৃত্যু ও আঘাতের ঝুঁকি বাড়ছে। বিশ্বের জনসংখ্যার ২০ শতাংশ নদী অববাহিকায় বাস করে, যেগুলো ২০৮০ সালের মধ্যে মারাত্মক বন্যার ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। দুই. জলবায়ু পরিবর্তন কোটি কোটি মানুষের খাদ্যের অধিকার ঝুঁকিতে ফেলেছে। কিছু দেশে বৃষ্টিনির্ভর কৃষি থেকে ফলন ৫০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এশিয়ার কিছু অংশে পানির ঘাটতি এবং ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে। ২০৫০ সালের মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ফসলের উৎপাদন ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। তিন. জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন উপায়ে বাসস্থানের অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলছে। সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন অনেক বসতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলছে। গবেষণা বলছে, সাগরপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১৮.৩ অংশ নিমজ্জিত হতে পারে। ফলে বাসস্থানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অকাঠামো; যেমন–শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ নানা অবকাঠামো ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার অধিকারকে হুমকিতে ফেলবে। চার. জলবায়ুর প্রভাব অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বন্যা ও খরা, ডায়রিয়া, কলেরা ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়াবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৮৫ সালের মধ্যে ৩৫০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুর ঝুঁকিতে পড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পাঁচ. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ পানির অভাবের সম্মুখীন হতে পারে বিশ্ব। পর্বত হিমবাহ থেকে পানির প্রবাহ কমে গেলে ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়ার এক বিলিয়ন মানুষ প্রভাবিত হতে পারে। এশিয়ার জলস্তম্ভ নামে পরিচিত তিব্বত মালভূমি প্রায় ২০০ কোটি মানুষের পানি সরবরাহ করে? বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ২০৫০ সালের মধ্যে এই পুরো অঞ্চলের পানির আধারে বিপর্যয় ঘটতে পারে?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিল্প বিপ্লব শুরুর আগে বিশ্বের যে তাপমাত্রা ছিল, তা থেকে বৃদ্ধির মাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখা গেলে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো যাবে। তা না হলে বিপজ্জনক হয়ে পড়বে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষের জীবন। রিপোর্টের পর রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি পরিষ্কার ও অন্ধকার চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বলেছেন, কপ-২৭ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অবশ্যই অনেক দ্রুত ও সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই যুদ্ধে হয় আমরা জয়ী হব, নয়তো আমরা হেরে যাব। সুনির্দিষ্টভাবে এই লড়াইয়ের অর্থ হলো, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখতে হবে। এ জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস নির্গমন ৪৫ শতাংশ কমাতে হবে। কপ-২৬ সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ধাপে ধাপে কয়লার ব্যবহার কমানো, বন উজাড় ২০৩০ সালের মধ্যে বন্ধ করা এবং মিথেন গ্যাস নিঃ-সরণ ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ কমানো। কপ-২৬ সম্মেলনের পর কার্বন নিঃসরণ কমানোর পরিকল্পনায় দুঃখজনকভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। তাই বিশ্ব এ মুহূর্তে তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বজায় রাখার মতো অবস্থায় নেই বলে জাতিসংঘের জলবায়ু প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে।

সমুদ্রের তীরবর্তী ভৌগোলিক অবস্থান, মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর ওপর অধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতা খুবই ভয়াবহ। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী অধিক কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রগুলোর দায় রয়েছে বাংলাদেশকে বিপন্নতা থেকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।

লেখক : অধ্যাপক, আইন বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

যা হোক, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। জলবায়ু পরিবর্তন যেসব মানবাধিকবার লঙ্ঘনকে প্রভাবিত করছে তা হলো–এক. জীবনের অধিকার। ক্রমবর্ধমান তাপপ্রবাহ, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস দাবানল এবং খরার তীব্রতার কারণে মৃত্যু, অসুস্থতা এবং আঘাতের ঘটনা বাড়ছে।





৮০তে পা রাখলেন জো বাইডেন

ঢাকা ডেস্ক, ২০ নভেম্বর : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আজ ৮০তম জন্মদিন উদ্যাপন করবেন। এর আগে হোয়াইট হাউজে কোনো প্রেসিডেন্ট ৮০টি মোমবাতি জ্বালিয়ে জন্মদিন পালন করেননি।

বাইডেন যে মাইলফলকে পৌঁছেছেন, তার প্রভাব অনস্বীকার্য। তিনি ২০২৪ সালে আবার হোয়াইট হাউজে ফেরার কথা ভাবছেন। হোয়াইট হাউজ এখন পর্যন্ত বাইডেনের জন্মদিন উদ্যাপনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেনি।

এর পরিবর্তে শনিবার বাইডেনের নাতনির বিয়ের প্রস্তুতির দিকে মনোনিবেশ করছে। বাইডেন নিজেই বিশাল ৮-০ নিয়ে রসিকতা করেছেন। এমএসএনবিসিকে তিনি বলেন, 'আমার যে কত বয়স হতে যাচ্ছে, তাও বলতে পারছি না। এটা আমার মুখ থেকে বের করতে পারছি না।' এএফপি।

তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী, তাহলে তাকে ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত ক্ষমতায় রেখে পুনরায় নির্বাচন করা উচিত কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। এতে তিনি দুটি শব্দের মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন: 'আমাকে দেখুন।'

এক বছর আগে, মেডিকেল চেকআপের পর ডাক্তাররা বলেছিলেন যে বাইডেনের মাত্র কয়েকটি ছোটখাটো অসুস্থতা ছিল এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে তিনি 'দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত'।

হালকা-পাতলা স্বাস্থের প্রেসিডেন্ট ধূমপান বা মদ্যপান করেন না। শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন এবং ১৯৮৮ সালে প্রাণঘাতী মস্তিষ্কের অ্যানিউরিজমের জন্য দুটি অস্ত্রোপচারের পর থেকে তার কোনো বড় স্বাস্থ্য উদ্বেগ ছিল না।

এমনকি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয় ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তাকে 'সুপার এজারদের' মধ্যে শ্রেণিবদ্ধ করে, যারা আর্থসামাজিক, জীবনধারা এবং জেনেটিক কারণে গড়ের চেয়ে বেশিদিন বাঁচেন।

গবেষকরা তাকে প্রায় ৯৭ বছরের একটি তাত্ত্বিক অনুমিত আয়ু

ঢাকা ডেস্ক, ২০ নভেম্বর : কাতারে আজ থেকেই শুরু হচ্ছে ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ। পুরো বিশ্ব যেন ফুটবল জ্বরে আক্রান্ত। কাতারে বিশ্বকাপ হওয়ায় এশীয় বহুদেশ এবং প্রবাসীদের মধ্যে আনন্দের মাত্রা যেন একটু বেশি।

এই ফুটবল উন্মাদনাকে এড়িয়ে চলতে বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা। আন্তর্জাতিক এই জঙ্গি সংগঠনটির আঞ্চলিক একটি শাখা এ হুশিয়ারি দিয়েছে। খবর রয়টার্সের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের কাতারে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে আল কায়েদার আঞ্চলিক একটি শাখা। যদিও জঙ্গিগোষ্ঠীটি ফুটবল বিশ্বকাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হামলার হুমকি বা সহিংসতার প্রচার করা বন্ধ করে দিয়েছে বলে একটি পর্যবেক্ষক গ্রুপের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

রয়টার্স প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আল কায়েদা জঙ্গিগোষ্ঠীর ইয়েমেনভিত্তিক শাখা আল কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা অনৈতিক লোক, সমকামী, দুর্নীতি ও নাস্তিকতার বীজ বপনকারীদের আরব উপদ্বীপে নিয়ে আসার জন্য কাতারের সমালোচনা করেছে। গোষ্ঠীটি বলেছে, বিশ্বকাপের এই ইভেন্টটি 'মুসলিম দেশগুলোতে দখলদারিত্ব ও অত্যাচার থেকে মনোযোগ সরাতে কাজ করছে।

শনিবার ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ সাইটের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রথমবারের মতো মুসলিমপ্রধান একটি



দেশে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার একদিন আগে আল কায়েদা ইন অ্যারাবিয়ান পেনিনসুলা হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে– 'আমরা আমাদের মুসলিম ভাইদের এই বিশ্বকাপ ইভেন্ট অনুসরণ করা বা এতে যোগদান থেকে সতর্ক করছি।'

এলজিবিটি অধিকারের পাশাপাশি সামাজিক বিধিনিষেধসহ কাতারের মানবাধিকার রেকর্ড নিয়ে সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বকাপের এই আয়োজক দেশ বলেছে– ধর্ম, বর্ণসহ যৌন অভিমুখিতা বা পটভূমি নির্বিশেষে বিশ্বকাপ চলাকালীন সবাইকে কাতারে স্বাগত জানানো হবে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142



কপ-২৭ সম্মেলনে গরিব দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে সমঝোতা

ঢাকা ডেস্ক, ২০ নভেম্বর : কপ-২৭ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে ঐতিহাসিক 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মিশরের শার্ম-আল-শেখে শনিবার গভীর রাতে প্রেসিডেন্ট সামি শৌকরি চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দেওয়ার পর সম্মেলনকক্ষ করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে। খবর বিবিসির।

এবারের সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনে গরিব দেশগুলোর ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে ব্যাপক দেনদরবার চলছিল।

শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর হওয়া এই 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' চুক্তিতে ধনী দেশগুলো কীভাবে ক্ষতিপূরণ দেবে আর ক্ষতিগ্রস্তরাই বা কীভাবে ক্ষতিপূরণ পাবে তার বিস্তারিত এখনও জানা যায়নি।

এই 'লস অ্যান্ড ড্যামেজ' টার্মটি মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ক্ষতিগ্রস্ত গরিব দেশগুলোকে সহায়তায় একটি তহবিলের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখায় শতকের পর শতক ক্ষতিপূরণ টানতে হতে পারে এই ভয় থেকেই ধনী দেশগুলো গত ৩০ বছর ধরে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আলোচনায় বাধা দিয়ে আসছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা, নাইজেরিয়া ও অন্যত্র জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পরিস্থিতি বদলে যায়, শেষ পর্যন্ত বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে ক্ষয়ক্ষতির ইস্যুটি মিশরের সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।

এ নিয়ে কূটনীতিকদের লাগাতার আলোচনা চলে। শনিবার রাতেও আলোচকদের বিধ্বস্ত চেহারা কারও নজর এড়ায়নি। তবে ঐতিহাসিক সমঝোতার ঘোষণা আসার পর সম্মেলনকক্ষের চিত্র বদলে যায়, সবার চোখেমুখে ছিল উচ্ছ্বাস আর স্বস্তির চিহ্ন।

গরিব দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে সমঝোতা হওয়ার পর এখন সম্মেলনের ঘোষণা নিয়ে আলোচনা চলছে।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com



ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড

উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

www.sonalibank.com.bd

মাদক পাচারে ইন্ধন জোগাচ্ছে রোহিঙ্গারা

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

মানবিক কারণে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্র আয়তনের বাংলাদেশে। এতে করে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী মনোযোগ আকর্ষণ করেছে বটে; কিন্তু এখন এসব রোহিঙ্গারাই যেন গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে দেশ পড়েছে চরম অস্বস্তিতে। রোহিঙ্গারা প্রায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আর এসব অপরাধের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, মাদক চোরাচালান। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের ১১টি এলাকা দিয়ে মিয়ানমারে গিয়ে ইয়াবার চালান নিয়ে আসছে এসব রোহিঙ্গা।

আর মাদক কেনাবেচার জন্য তারা কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে গড়ে তুলেছে প্রায় পাঁচশ আস্তানা। মাদক চোরাচালানে মিয়ানমারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবহার করছে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের। ওই দেশটির সঙ্গে বারবার বৈঠক করেও যেন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের তথ্যমতে, ইয়াবার মতো বাংলাদেশে আইসও ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে দেশটি। শুধু তা-ই নয়, আইসের পর ডিওবির মতো ভয়ংকর মাদকও শিক্ষার্থীসহ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের চৌত্রিশটি শিবিরে এখন বসবাস করছে প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গা। গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুযায়ী, শরণার্থী শিবিরে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ইয়াবার কারবার। উখিয়া ও টেকনাফের এগারোটি সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমারের মংডুতে যাতায়াত করছে রোহিঙ্গারা।

সেখান থেকে ড্রামে ভরে নাফ নদী দিয়ে লাখ লাখ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে আসছে তারা। পরে তা চলে যাচ্ছে রোহিঙ্গা শিবিরের আস্তানাগুলোতে এবং সেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' অনেক রোহিঙ্গা নিহত হয়েছে এবং গ্রেপ্তার হয়েছে অসংখ্য রোহিঙ্গা ইয়াবা ব্যবসায়ী।

পুলিশ বলছে, সীমিত জনবল দিয়ে ১২ লাখ রোহিঙ্গার গতিবিধি নজরদারি করা সম্ভব হচ্ছে না। পুরোনো ইয়াবা ব্যবসায়ীরাই রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে মিয়ানমার থেকে নতুন মাদক আইস নিয়ে আসছে দেশে। এ মাদকে যুক্ত হচ্ছে বিত্তশালীরা। শুধু বিত্তশালীরাই নয়, দেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আজ মাদক নেই। মাদকের ছোবলে যেন দেশ আজ ডুবতে বসেছে।

দুঃখজনক বিষয়, সমাজে মাদক ব্যবসায়ীরা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের হাত 'লম্বা' হওয়ায় বেশিরভাগ সময়ই তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। আবার মাদক নির্মূলের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও পুলিশের কিছু অসাধু কর্তাব্যক্তি মাদক গ্রহণ ও ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। আবার মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

কিন্তু এ অধিদপ্তরের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীই ঘুস খেয়ে মাদক ব্যবসায়ীদের মাদক ব্যবসা নির্বিঘ্ন করতে সহযোগিতা করেন। এ যেন সরষের মধ্যে ভূত। অবস্থা এমন যে, দেশে মাদক নির্মূলের জন্য আলাদা বাহিনী, আলাদা বিপুল সংখ্যক পুলিশ দেওয়াসহ মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হলেও দেশ থেকে যেন কিছুতেই মাদক বন্ধ করা যাচ্ছে না।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, দেশে বর্তমানে প্রায় এক কোটি লোক মাদকাসক্ত। সমাজের প্রতিটি স্থান যেন আজ মাদকের অভয়ারণ্য। মাদক গ্রহণ থেকে বাদ যান না পুলিশ, ডাক্তার, প্রকৌশলী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী, রিকশাচালক, দিনমজুর কেউ-ই। বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে মাদক এখন মহামারি আকার ধারণ করেছে। এ কারণে সমাজে দিন দিন বেড়ে চলেছে চুরি, ছিনতাই, খুনসহ নানা ধরনের অপরাধ। আর কোনো সংসারে যদি মাদকাসক্ত কোনো ব্যক্তি থাকেন, তাহলে ওই সংসারে চির অশান্তি বিরাজ করে। মাদকের সর্বনাশা ছোবলে অনেক সুখের সংসার ধ্বংস হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। সর্বোপরি, মাদকের কারণে সমাজে ঘটছে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়; যা জাতির জন্য এক অশনিসংকেত।

পঞ্চাশের দশক থেকে আজ পর্যন্ত অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্র মাদক চোরাচালানের উপযুক্ত ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারী থাইল্যান্ড, লাওস, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক, নেপাল, ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ। ফলে মাদক ব্যবসায়ী ও চোরাকারবারিরা এ দেশকে পুরো-পুরি ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে। বাংলাদেশকে টার্গেট করে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে গড়ে ওঠা কারখানায় উৎপাদিত ফেনসিডিল আর ইয়াবা ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশে। এ ক্ষেত্রে সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা যদি দুর্নীতিমুক্ত হয়ে সত্যিকার অর্থেই দেশের স্বার্থে, দেশের জনগণের স্বার্থে মাদক পাচার রোধে কাজ করেন, তাহলে দেশের মধ্যে মাদক প্রবেশ করা কি সম্ভব? দেশে মাদকাসক্তদের ৭০ ভাগ হেরোইন বা এডিন সুগারে আসক্ত।

আর ৩০ ভাগ ফেনসিডিলে আসক্ত। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত যৌন উত্তেজক মাদক ইয়াবা আসক্তের সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। কারণ, দিন দিন ইয়াবার চাহিদা বাড়ছে ঝড়ের বেগে। শুধু ঢাকাতেই ইয়াবার দৈনিক চাহিদা ১৪ লাখ। চট্টগ্রামে ১০ লাখ আর কক্সবাজারে ৫ লাখ। বিভিন্ন তথ্যানুসারে, মাদকাসক্তদের মধ্যে আশিভাগই দেশের যুবসমাজ। এ যুব সমাজেরই আগামীতে দেশ-জাতি গঠনের কথা; দেশ বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার কথা। অথচ আজ তারা মাদকাসক্ত হয়ে রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগির মতো ঝিমাচ্ছে। প্রতিদিন নেশাদ্রব্যের পেছনে জাতীয় অপচয় হচ্ছে প্রায় সাড়ে ২৮ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ২.২ শতাংশেরও বেশি। মিয়ানমারের মংডু এলাকায় ৪-৫টি ইয়াবা কারখানা শুধু বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে ভারতের তিনটি সীমান্ত দিয়ে এদেশে অনবরত আসছে ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক। বলার অপেক্ষা রাখে না, মাদকের অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাদকাসক্তরা নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। মাদকদ্রব্যের অবৈধ ব্যবহারজনিত সব কর্মতৎপরতায় জড়িত লোকজন ধরা পড়ছে প্রতিনিয়ত। এদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাও হয়; কিন্তু দুঃখজনক হলো-কিছুদিন পর এসব মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকাসক্ত আদালত থেকে জামিনে বেরিয়ে এসে আবার মাদক ব্যবসা ও মাদক গ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থা চলতে থাকলে কখনো মাদক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। মাদক ব্যবসায়ী বা মাদকাসক্তরা সমাজ, দেশ, জাতি ও পরিবারের শত্রু। পাশাপাশি মাদক ব্যবসায়ীদের শক্তির উৎসগুলো শনাক্ত করার পর অবৈধ শক্তির উৎসগুলো চিরতরে বন্ধ করা আবশ্যক। দেশ থেকে মাদক নির্মূলে কঠোর থেকে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

মাদক একটি অভিশাপ। মাদক মানুষের মূল্যবান জীবনকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেয়। নীরব ঘাতকের মতো মাদকাসক্তি প্রসার লাভ করছে সমাজে। মাদকাসক্তি কর্মশক্তির বড় একটি অংশ গ্রাস করছে প্রতিনিয়ত। নষ্ট হচ্ছে যুবসমাজের সম্ভাবনাময় শক্তি। মাদকাসক্তদের নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক বিকৃতিও ঘটে। মাদকের ফলে জাতি হাঁটছে অন্ধকারের দিকে, মৃত্যুর দিকে হাঁটছে নৈতিক মূল্যবোধ এবং জন্ম নিচ্ছে ঐশীর মতো পিতা-মাতা হত্যাকারী সন্তানরা। তাই সমাজ ও জাতির স্বার্থে মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। প্রয়োজন মাদক গ্রহণকারীদের সংশোধন কেন্দ্রের মাধ্যমে সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। মাদক নামক মরণনেশা প্রতিরোধে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকার, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসহ সবার সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রয়োজন ব্যাপকহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। মাদককে না বলুন-এ বার্তাটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করাও অতীব জরুরি। যে যুবসমাজের ওপর দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, উন্নতি-অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, তারাই যদি মাদকের কুফলজনিত কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। মাদকের এই ভয়ংকর অভিশাপ থেকে জাতিকে বাঁচাতে সরকারসহ সবাইকে আন্তরিকভাবে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে।

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

পুলিশ বলছে, সীমিত জনবল দিয়ে ১২ লাখ রোহিঙ্গার গতিবিধি নজরদারি করা সম্ভব হচ্ছে না। পুরোনো ইয়াবা ব্যবসায়ীরাই রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে মিয়ানমার থেকে নতুন মাদক আইস নিয়ে আসছে দেশে। এ মাদকে যুক্ত হচ্ছে বিত্তশালীরা। শুধু বিত্তশালী-রাই নয়, দেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আজ মাদক নেই। মাদকের ছোবলে যেন দেশ আজ ডুবতে বসেছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মুল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কাটকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

ডিভোর্স বা বিচ্ছেদ সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার না আলোকিত করে?

নাজমুল হক

বিয়ের মাধ্যমে মানবজাতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পারিবারিক বন্ধন মজবুত করে, একাকিত্ব দূর করে। আগামী প্রজন্মের আগমন ঘটে। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটে। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। একটি দেশ ও জাতির বিকাশ ঘটেছে বিয়ে ও প্রজন্মের যুবকের মাধ্যমে। মহাধুমধাম করে বিয়ে দেয়া হয়ে থাকে উচ্চশিক্ষিত ধনী-গরিব জাতি গোত্রের মধ্যে, আবার ডিভোর্স কার্যকর করার মাধ্যমে বিয়ের আনন্দের কবর রচনা করে থাকে দুঃখ বেদনা ও শোকের প্রতীক হিসেবে!

ডিভোর্স একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। ডিভোর্স কার্যকর করার জন্য আইন আছে, আইনজীবী আছেন ও বিচারক আছেন। ডিভোর্সের পর মোহরানা আদায়ের জন্য আইন-আদালত আছে, খোরপোষের টাকার জন্য বিচার ও সালিশ আছে। ডিভোর্স বন্ধের জন্য সামাজিক শাসন নেই বললেই চলে। ডিভোর্সের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম নেই। বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও কিশোরী উন্নয়ন প্রোগ্রাম আছে কিন্তু বিয়ে বিচ্ছেদ বন্ধের জন্য কোনো উদ্যোগ নেই। উচ্চবিত্ত পরিবারে ও চাকরিজীবী নারীদের মধ্যে ডিভোর্সের হার অত্যধিক পরিমাণে বেড়েই চলেছে।

ডিভোর্সের কারণ: ১. যৌথ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা; ২. যৌতুকের ছড়াছড়ি; ৩. উচ্চবিত্ত পরিবারের নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা; ৪. স্বামী ও স্ত্রী মাদকাসক্ত; ৫. পরকীয়া প্রেম; ৬. শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সুসম্পর্কের অভাব; ৭. সামাজিক রীতিনীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকা; ৮. টিভি চ্যানেলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; ৯. স্বাবলম্বী নারীর একক পরিবারে বসবাস; ১০ সোশ্যাল মিডিয়ার আগ্রাসন; ১১. নারী নির্যাতন; ১২. নারীর প্রতি পারিবারিক সাপোর্ট ও কাউন্সেলিংয়ের অভাব; ১৩. পারিবারিক বন্ধনের অভাব; ১৪. 'টিনএজার'দের অবাধ মেলামেশা; ১৫. উচ্চ শিক্ষিত নাগরিকদের বেহায়াপনার ছোবল; ১৬. কবি, লেখক ও সাহিত্যিকদের লেখনীতে অশ্লীলতার ছোবল; ১৭. ধর্মবিরোধী আগ্রাসন; ১৮. লুটপাট ও দুর্নীতির টাকার প্রভাব ইত্যাদি। নারীদের কাছে শ্বশুরবাড়ি জেলখানা মনে করার প্রবণতা ডিভোর্সের অন্যতম কারণ। **একজন নারীর গল্প:** ১৯ বছর বয়সী একজন নারী। বিয়ে হয়েছিল উভয়ের পছন্দে। সংসারও টিকে ছিল দেড় বছর। একটি ছেলেও আছে, ওর বয়স এখন এক বছর। স্বামীর স্বভাব-চরিত্র সবই বেশ ভালোই ছিল, শুধু একটু জেদি ছিল। কিন্তু ঝগড়া বাধলেই আমি তল্পিতল্পা গুছিয়ে বাপের বাড়ির দিকে হাঁটা দিতাম। বাপের বাড়িতে বোনরাও আসত, আর ভাইয়েরা তো ছিলই। ওদের কাছে কেঁদেকেটে সব বলতাম। তখন সবাই ওকে ফোন করে কথা শোনাত। আমার ছোট বোন তো রীতিমত অপমান করত! আমার কাছেও মনে হতো, ঠিকই আছে। কত বড় সাহস, আমার সাথে লাগতে আসে। আমাকে নিজের মতো চালাতে চায়। আমার মধ্যে কেমন একটি জেদ কাজ করত। ওর কাছে ছোট হবো, ওর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করব, মাফ চাইব, এটি ভাবতেই পারতাম না। উল্টো বড় গলা করে বলতাম, 'ডিভোর্স দাও! তোমার মতো লোকের সাথে কে সংসার করে?'

এক দিনের কথা এখনো মনে পড়ে। সেদিন ছোট একটি ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে করতে দু'জনেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। রাগে আমার শরীর কাঁপছে। যা মুখে আসছে তাই বলছি। তুই-তোকারি, গালিগালাজ, অপমান কিচ্ছু বাদ যায়নি। এক পর্যায়ে সহ্যের বাঁধ ভেঙে ও আমার গায়ে হাত তুলল! এর আগে কিংবা পরে কখনোই ও আমার গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু ওই একটি থাপ্পড়, ওটিই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের সবাই বলল, এমন ছেলের সাথে সংসার করার কোনো দরকার নেই। মামলা ঠুকে দাও। আমি সবার পরামর্শে মামলা করলাম। ওর নামে নারী নির্যাতনের মামলা করা হলো। খুব দ্রুতই ওকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। ওর পরিবার থেকে মুরব্বিরা এসে বারবার অনুরোধ করল, আমি যেন এই মামলা তুলে নিই। ভেতরে ভেতরে আমিও চিন্তা করতাম, আচ্ছা, আমার স্বামী কি আসলেই জালেম? ও কি কোনোদিন নিজে থেকে আমার গায়ে হাত তুলেছে? আমি যদি ওকে এত কথা না শোনাতাম, তাহলে কি ও আমার গায়ে সেদিন হাত তুলত?

আমার বাবা-মা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, আমি যদি এত কিছুর পর ফিরে যাই, তাহলে ও ভাববে, আমি বুঝি অসহায়। আমাকে আরো পেয়ে বসবে। আমার ওপর ইচ্ছামতো ছড়ি ঘোরাবে। একবার গায়ে হাত তুলেছে মানে, বারবার একই কাজ করবে। কাজেই নিজে থেকে ফিরে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না।

কিন্তু আমার মনের ভেতর কে যেন চিৎকার করে বলত, ও তো এমন লোক না। ও যেদিন আমার গায়ে হাত তুলেছিল, সেদিনই হাঁটু জোড় হয়ে আমার কাছে মাফ চেয়েছে। এসব ভেবে ভেবে আমি মামলা তুলে নিলাম। তবে ওর কাছে ফেরত গেলাম না। কিছু দিন পর দুই পরিবার থেকে বিচার-সালিশ হলো। সবার কাছে ও দোষী প্রমাণিত হলো। সবাই ওকে নানা কথা বোঝাল, উপদেশ দিলো। তারপর আবার সংসার শুরু করলাম। এর পরের কয়েক মাস ভালোই চলছিল, কিন্তু হুট করে আবার কী একটা নিয়ে আমাদের ঝগড়া বেধে গেল। ব্যস, কাপড়চোপড় গুছিয়ে আবার আমি বাপের বাড়ি গিয়ে উঠলাম। এর মধ্যে শুনলাম ও নাকি খুব অসুস্থ। আমি বাসায় ফিরতে চাইলে আমার পরিবার বলল, এভাবে ঝগড়ার পর একা একা ফিরলে সেটি ভালো দেখায় না। আর আমার বোনদের কথা ছিল, ওসব অসুস্থ-টসুস্থ কিছু না, সব বাহানা!

আমরা চাচ্ছিলাম ওই পক্ষ থেকে কিছু আত্মীয়-স্বজন এসে ওর ভুল স্বীকার করে আমাকে হাতেপায়ে ধরে নিয়ে যাক। কিন্তু এবার কেউই এলো না। এরও কিছু দিন পর ও আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দিলো। ডিভোর্স লেটার দেখে আমাদের পরিবারের সবাই খুব খেপে গেল। কত বড় সাহস, মেয়েকে এত কষ্টে রেখেছে, তার ওপর ডিভোর্স লেটার পাঠায়। সবার কথায় আমার কাছেও মনে হলো, ঠিকই তো, কত বড় সাহস! আমাকে ডিভোর্স দিতে চায়? ওর সব ভুল কাজ চোখের উপর ভাসতে লাগল। মা-বাবা মনে করিয়ে দিলো, ও হলো সেই ছেলে যে কি না আমার গায়েও হাত তুলেছে। প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে আমিও ঠিক করলাম, এবার ডিভোর্সই দেবো। কে চায় এমন ফালতু লোকের সংসার করতে? কোর্টে গিয়েও ওকে হেনস্তা করার চেষ্টা করলাম। আমার মাসিক খরচ বাড়িয়ে একটি আকাশছোঁয়া অঙ্কের অর্থ দাবি করলাম! আমি চাচ্ছিলাম, ওর যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। যেন নিজে থেকে আমার কাছে এসে আবার সংসার করতে চায়। আসলে ডিভোর্স হোক, আমি কখনোই চাইনি। কিন্তু জেদ আমাকে খেয়ে নিচ্ছিল। আগ বাড়িয়ে ওকে ডিভোর্স তুলে নিতে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব! ওর কাছে ছোট হওয়া আমি মানতেই পারিনি।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ও আমার আকাশছোঁয়া সব দাবি মেনে নিলো। আমাদের ছেলেকে আমি পেয়ে গেলাম। ভরণপোষণ, মাসিক খরচ, ওর সম্পত্তি সব! বিনিময়ে ও পেলো শুধু ডিভোর্স!"

ডিভোর্সের পরিণাম খুব ভালো নয়। মহানবী সা: তালাককে সমাজের মধ্যে নিচু কাজ বলেছেন। চাকরিজীবী নারীদের মধ্যে ডিভোর্সের সংখ্যা খুবই বেশি। স্কুল ও কলেজ শিক্ষিত ছেলে-মেয়ের মধ্যে ডিভোর্সের পরিমাণ বেশি। উচ্চবিত্তের সন্তানদের ডিভোর্স বিয়ে ডিভোর্স কালচার গড়ে উঠেছে। মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডিভোর্সের হার শূন্যের কোঠায়। পিতা-মাতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার অধিকার দেয়ার হার শতভাগ। প্রবীণ নিবাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সচিব ও আমলাদের সংখ্যা বেশি। মাদরাসার কোনো প্রিন্সিপালকে প্রবীণ নিবাসে যেতে হয়নি। শিল্পীদের ডিভোর্স বিয়ে ডিভোর্স কালচার আগামী প্রজন্মের জন্য অশনিসঙ্কেত। ডিভোর্সের কারণে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অনেক নারী টকশো বিশেষজ্ঞ আছে যারা স্বামীকে তালাক দিয়ে মুক্ত নিরিবিলি প্রাকৃতিক জীবন বেছে নিয়েছে।

ডিভোর্স একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। ডিভোর্স কার্যকর করার জন্য আইন আছে, আইনজীবী আছেন ও বিচারক আছেন। ডিভোর্সের পর মোহরানা আদায়ের জন্য আইন-আদালত আছে, খোরপোষের টাকার জন্য বিচার ও সালিশ আছে। ডিভোর্স বন্ধের জন্য সামাজিক শাসন নেই বললেই চলে। ডিভোর্সের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে কোনো প্রোগ্রাম নেই।

ডিভোর্স বন্ধের জন্য উন্নয়ন সংস্থার কোনো প্রোগ্রাম নেই। ডিভোর্সের কুফল থেকে বাঁচতে হলে ছেলে-মেয়েকে পারিবারিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে গড়ে তুলতে হবে। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীর সাথে মেলামেশার অভ্যাসটা বাড়াতে হবে। নারী ও পুরুষকে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ও সহনশীল হতে হবে। দুটো পরিবার থেকে আত্মীয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের লোকজন একই গোত্র ও সম্প্রদায়ের মানুষ কি না দেখতে হবে। দুটো পরিবার যৌতুকের টাকা দাবি করে কি না, ডিভোর্সের ঘটনা আছে কি না, যাচাই করে আত্মীয়তা করতে হবে। প্রতিটি মা-ই ছেলের বউকে আপন মেয়ের মতো অধিকার দিতে হবে। প্রতিটি ছেলের বউই শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের পিতা-মাতার মতো শ্রদ্ধা করে ভালোবাসতে হবে। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সবাইকে শ্রদ্ধা ও অধিকার নিশ্চিত করলে ডিভোর্সের হার কমে যাবে। শ্বশুরবাড়িকে নিজের বাড়ি মনে না করার প্রবণতা; ডিভোর্সের মাধ্যমে নারীর সুখ খুঁজে বেড়ানো পরিহার করতে হবে। শাশুড়ির কুমন্ত্রণার ফলে অনেক নারী ডিভোর্সের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ডিভোর্স নারী ও পুরুষের জীবন যাপনে কখনো সুখ দেয় না!

বিয়ে বিচ্ছেদ নিয়ে ড. ইউসুফ খানের অভিমত: যেকোনো বিচ্ছেদ আমাকে ভাবায়, বিচলিত করে। আর সেই বিচ্ছেদ যদি হয় কোনো পরিচিত মুখ ও গুণী ব্যক্তির তাহলে তো কথাই নেই। সর্বক্ষণ পীড়া দিতে থাকে। মনের ভেতরটা খচখচ করে। মেনে নেয়াটাই যেন অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। আসলে ভালোবাসা বা ভালো লাগা কোনোটাই চিরন্তন নয়। সময়ের বৈরী স্রোতে অনেক অনুভূতি আর ইচ্ছা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে জীবনের বাঁকে বাঁকে। ভালোবাসায় মোড়ানো সুন্দর জীবন উপভোগ করতে করতে এক সময় ছন্দপতন ঘটে। কোনো কিছুই তখন ঠিক থাকে না। সব সম্পর্ক যেন বেসুরো ঠেকে। সব কিছুতেই তাল কেটে যায়। ভালোবাসা হলো সৃষ্টিকর্তার দান। মানুষ ভালোবাসা পেতে ব্যাকুল। ভালোবাসা-বাসিতে যখন বোঝাপড়া ভালো হয়, তখন পৃথিবীতে পাওয়া যায় স্বর্গের সুখ। কিন্তু সেই ভালোবাসায় যখন দূরত্বের সৃষ্টি হয় তখন সেই সুন্দর পৃথিবীটাই হয়ে উঠে এক নরক।

২. পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক ও ভারতের সেরা টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে ভারত-পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী সেলিব্রিটি দম্পতি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। হাল সময়ের সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হলো- তাদের সংসার নাকি এবার ভাঙতে বসছে। প্রতি মুহূর্তে তাদের নিয়ে কৌতূহল আর জল্পনা কল্পনার ডানা মেলছে। কয়েক দিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে তাদের বিয়ে বিচ্ছেদের খবর। তাদের বিবাহিত জীবনের বয়স এক যুগেরও বেশি। একমাত্র ছেলে ইজহানকে নিয়ে ছিল সুখের সংসার। হঠাৎ করেই যেন আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। অথচ ভালোবাসার টানে এক সময় দেশ ছেড়েছিল সানিয়া মির্জা। শোয়েব মালিকের হাত ধরে বাসা বেঁধেছিলেন দুবাইয়ে। তবু আগলে রাখতে পারলেন না সংসার। শোয়েব মালিকের বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কই যেন কাল হয়ে দাঁড়াল। জানা গেছে, আয়েশা ওমর নামে এক পাকিস্তানী মডেলের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন তিনি। সাধারণত বিয়ে ভাঙার জন্য বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কই বহুলাংশে দায়ী হয়। কোনো এক সময় ভারতে খেলতে গিয়ে প্রথম সানিয়া-শোয়েবের দেখা হয়। সেখান থেকেই আলাপের সূত্র ধরে ঘনিষ্ঠতা ও পরে বিয়ে। তাদের এ বিয়ে নিয়েও কিন্তু কম বিতর্ক হয়নি। তবে দু'জনেই ছিলেন নাছোড়বান্দা।

৩. ভারত-পাকিস্তানের পারস্পরিক সম্পর্কে বরাবরই তিক্ততার ছোঁয়া লেগে থাকে। আর খেলার মাঠে তো তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেই পাকিস্তানের ক্রিকেটারের গলাতেই মালা দিয়েছিলেন ভারতের সেরা টেনিস তারকা। নিন্দুকের কথায় কেউ কান দেননি। রূপকথার গল্পের চেয়েও কোনো অংশে কম ছিল না তাদের প্রেম থেকে বিয়ে। সেই সম্পর্কেও চিড় ধরেছে। অথচ এক সময় ভারত-পাকিস্তানের শীতল সম্পর্কের মধ্যে স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল শোয়েব-সানিয়ার মিলন। তাদের এ বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে দুই দেশ অনেকটাই কাছে চলে এসেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না।

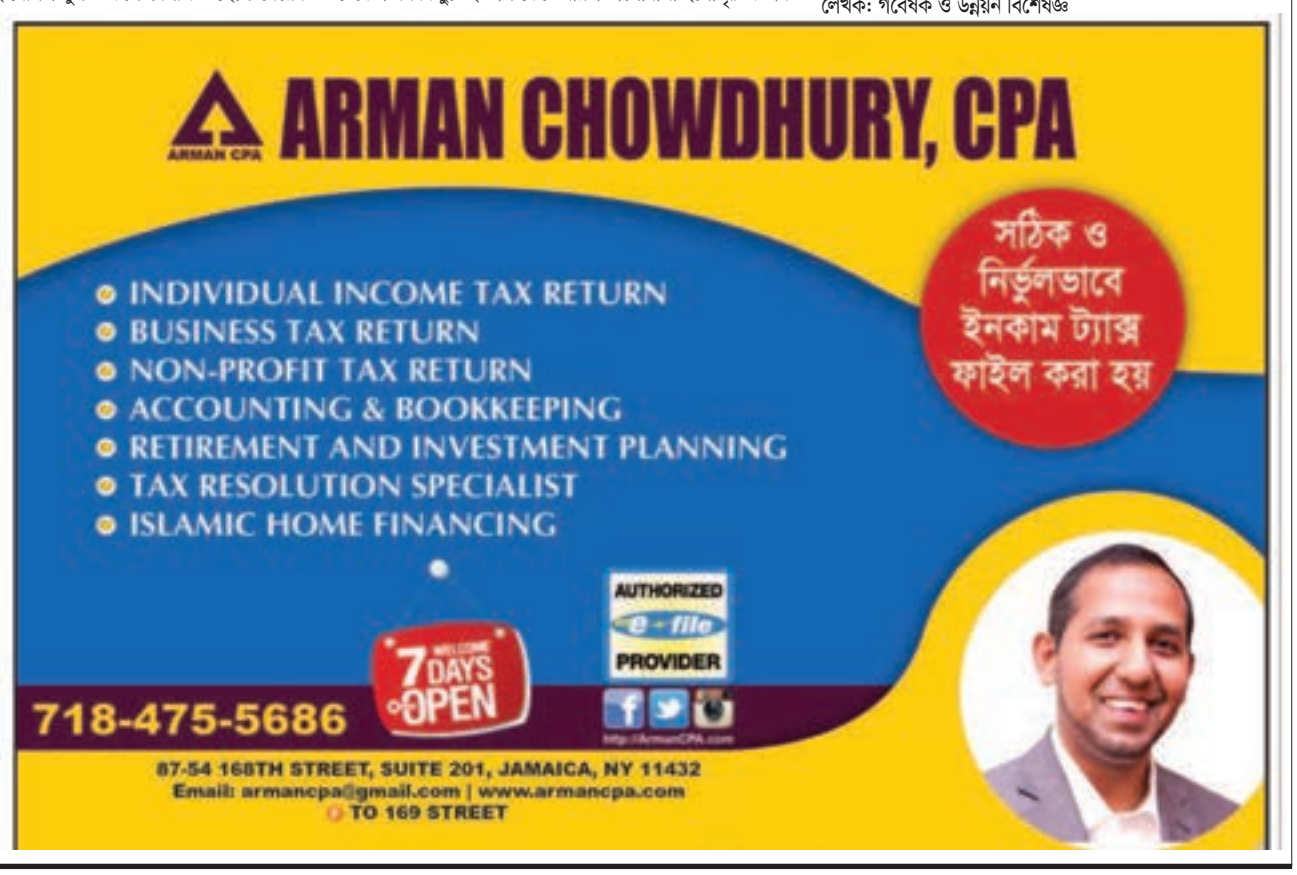
৪. একইভাবে দীর্ঘ ১২ বছর এক সাথে থাকার পরে বিচ্ছেদের পথে হাঁটলেন স্প্যানিশ ফুটবলার জেরার্ড পিকে ও বিশ্বখ্যাত কলম্বিয়ান পপগায়িকা শাকিরা। এখানেও পিকের বিয়েবহির্ভূত সম্পর্কই বিচ্ছেদের মূল কারণ। ২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসেছিল ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। ওই বিশ্বকাপে ওয়াকা ওয়াকা গানটি গেয়েই বিখ্যাত হয়ে উঠেন এই কলম্বিয়ান পপগায়িকা শাকিরা। আমার প্রিয় গানগুলোর অন্যতম একটি গান। আর তখন থেকেই এই গুণী মানুষটির গানের ভক্ত হয়ে উঠি আমি। বিশ্বকাপের ওই আসর থেকেই শুরু হয়েছিল পিকে-শাকিরার প্রেমকাহিনী। শাকিরা ছিল পিকের চেয়ে ১০ বছরের বড়। কিন্তু প্রেম তো আর বয়স মানে না। সেটি এসে থামল প্রায় এক যুগ পরে। বিয়ে না হলেও মিলান ও শাশা নামে রয়েছে তাদের দুই সন্তান। মজার ব্যাপার হলো- সন্তানদের ভালো থাকার কথা বিবেচনা করেই নাকি তারা সম্পর্কের ইতি টানেন।

৫. একটি গল্পের উপমা টেনে লেখাটি শেষ করছি। ছোটবেলায় মায়ের মুখে কতই না রূপকথার গল্প শুনেছি। রাজা-রানী গল্পের শেষ লাইনটি কি মনে আছে? অনেক সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষা, বিপদ-আপদ, ষড়যন্ত্র পার করে গল্পের শেষে রাজা-রানী সুখে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন। কিন্তু বাস্তবের গল্প বড়ই নির্মম ও কঠিন। মানুষের বাস্তব জীবনটা কখনোই সিনেমার মতো নয়। এমনকি গল্প উপন্যাসের মতো গোছানোও নয়। রূপকথা, সাহিত্য বা গানে বিচ্ছেদের বেদনা যতই মধুর হোক না কেন, বাস্তবের বিচ্ছেদ বয়ে আনে নানা তিক্ততা আর জটিলতা। এ ছাড়া দুজনের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা অন্য জীবনগুলোও হয়ে পড়ে অসহায়। সন্তানের জীবনে শুরু হয় নানা টানাপড়েন। বাবা না মা, শিশু কার কাছে থাকবে, কার কাছে ছুটি কাটাবে, এ নিয়ে শুরু হয় কত জটিলতা।

বাংলাদেশের মিথিলা-তাহসান ১১ বছর সংসার ভেঙে ফেলে মিথিলা ভারতে গিয়ে সুজিতের কাছে বিয়ে বসেছে। ওদের সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার কি আলোকিত, সময় বলে দেবে।

লেখক: গবেষক ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ





ফরেন পলিসির নিবন্ধ

পুতিনের দুনিয়া এখন আরও ছোট



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে ইউক্রেনীয় সেনাদের সফল পাল্টা আক্রমণের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে রুশ বাহিনী। এমনকি ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ খেরসন থেকে নিজেদের সেনা সরিয়ে নিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এসব কারণে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে রুশ সেনাদের ব্যর্থতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান সমালোচনা-কটাক্ষের মুখে পড়ছেন তিনি। সব মিলিয়ে রুশ নেতা পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রীতিমতো যেন একটা বাজি ধরলেন।

ইউক্রেন যুদ্ধে অংগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত ৩ লাখ সেনা নিযুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। পাশাপাশি এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পশ্চিমা দেশগুলো ইউক্রেনকে অব্যাহতভাবে সমর্থন জোগালে, অর্থ-অস্ত্র সহায়তা দিলে, প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে পিছপা হবেন না তিনি। এরই মধ্যে তিনি ইউক্রেনের রুশনিয়ন্ত্রিত চার অঞ্চলে গণভোট শেষে সেসব অঞ্চলকে রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে ডিক্রিতে সই করেছেন।

এখন এই অঞ্চলগুলোতে ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ হবে রাশিয়ার নিজ ভূখন্ডে হামলার শামিল। এতে রাশিয়ার প্রতিশোধ গ্রহণের কৌশল জোরালো হবে। এসব কর্মকান্ড গত ফেব্রুয়ারীতে ইউক্রেনে অভিযান শুরু করা ও দেশটির রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে সরানোর ক্ষেত্রে পুতিনের সিদ্ধান্তের ভুল হিসাব-নিকাশই তুলে ধরেছে। হামলা শুরুর ৯ মাস পরও পুতিন এ ভুল থেকে শিক্ষা নেননি; অথচ সেই ভুল প্রথমেই তাঁর জন্য বিপর্যয়-ধ্বংস ডেকে এনেছে।

পুতিনের চার ভুল

ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পরপরই এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রেসিডেন্ট পুতিন চারটি বড় ভুল হিসাব কষেছেন। প্রথমটি, রুশ সেনাবাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে অতিমূল্যায়ন। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি যা শুনতে চাইবেন, তাঁর খুব কাছের মানুষগুলো তাঁকে শুধু তা-ই শোনাবেন। সে অনুযায়ী, পুতিনও দৃশ্যত বিশ্বাস করে নেন, ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিনের ঝটিকা অভিযানেই সমাপ্তি ঘটবে ইউক্রেন যুদ্ধের; সেই সঙ্গে পতন ঘটবে কিয়েভের; এরপর জেলেনস্কি হয় আত্মসমর্পণ করবেন, নয় পালাবেন এবং তাঁর স্থলে রুশনিয়ন্ত্রিত একটি পুতুল সরকার বসানো হবে। কিন্তু বাস্তবে এসবের কিছুই হয়নি।

সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, ইউক্রেনে অভিযানে যাওয়ার সময় রুশ সেনা কর্মকর্তারা সঙ্গে করে যুদ্ধে প্রত্যাশিত জয় উদ্‌যাপনে কুচকাওয়াজের আনুষ্ঠানিক পোশাক নিয়ে যান। কিন্তু রাশিয়ার সেনারা সেখানে প্রেসিডেন্ট পুতিনের (এবং দৃশ্যত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর) ধারণার চেয়েও অনেক বেশি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা রাজধানী কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেননি; বরং তাঁদের অপমানজনকভাবে পিছু হটতে হয়েছে। পিছু হটার পথে তাঁরা রেখে এসেছেন ধ্বংসযজ্ঞ আর কিয়েভের উপকণ্ঠে বুচা শহর ও কাছাকাছি অন্যান্য এলাকায় নৃশংসতার চিহ্ন।

ভ্লাদিমির পুতিনের অন্যতম বড় ভুল, ইউক্রেনের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখা বা অবমূল্যায়ন করা। ইউক্রেনীয়দের জাতীয়তাবোধ ও লড়াইয়ের মনোভাব সম্পর্কে পুতিনকে সম্ভবত ভুল বোঝানো হয়েছে। পুতিন যদি এ আশা করে থাকেন যে ইউক্রেনীয়রা তাঁদের রুশ 'মুক্তিদাতাদের' ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন, তবে তিনি এক বিরাট ভুল করেছেন।

অনেক রুশ তরুণকে এই বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু লড়াইয়ের জন্য তাঁদের প্রস্তুতি ছিল সীমিত। ছিল না যথাযথ প্রশিক্ষণ। এমনকি এসব তরুণেরা জানতেনই না, ইউক্রেনে তাঁরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন। রুশ সেনাদের মনোবল ও সাহসেও ছিল ঘাটতি। ট্যাংক ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম মেরামত করার প্রয়োজন ছিল, সামরিক বাহিনীর রসদ ও সেনা সরবরাহব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে টিকে থাকতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও খাবারও সঙ্গে নিয়ে যাননি রুশ সেনারা। এ ছাড়া রুশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়া দুর্নীতি সামরিক বাহিনীতেও চিড় ধরিয়েছে। সেনাদের প্রশিক্ষণ ও সাজসরঞ্জাম বাবদ বরাদ্দ করা অর্থ গেছে দুর্নীতিবাজদের পকেটে, এমন অভিযোগও ছিল।

হিসাবের দ্বিতীয় বড় ভুল, ইউক্রেনের জনগণ ও সেনাবাহিনীকে ছোট করে দেখা বা অবমূল্যায়ন করা। ইউক্রেনীয়দের জাতীয়তাবোধ ও লড়াইয়ের মনোভাব সম্পর্কে পুতিনকে সম্ভবত ভুল বোঝানো হয়েছে। পুতিন যদি এ আশা করে থাকেন যে, ইউক্রেনীয়রা তাঁদের রুশ 'মুক্তিদাতাদের' ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানাবেন, তবে তিনি এক বিরাট ভুল করেছেন।

২০১৪ সালে ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার দখলদারি ও দনবাস অঞ্চলে অভিযান ইউক্রেনীয়দের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে আরও বেগবান করেছে; যা পুতিন ধরতে পারেননি। এ বছর যখন রাশিয়া ইউক্রেনে অভিযান শুরু করল, তখন জেলেনস্কিকে কিয়েভ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাঁর জবাব ছিল, 'আমার উড়োজাহাজের দরকার নেই, আমার দরকার অস্ত্র।'

এ অবস্থায় দৃশ্যত রাশিয়া ইউক্রেনে মস্কোপন্থী সরকার গঠন করার জন্য কাউকে খুঁজে পায়নি। পরে এমন গুঞ্জনও শোনা যায়, ইউক্রেনে নিজেদের সহযোগীদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পাওয়া রাশিয়ার প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিসের (এফএসবি) উচ্চপর্যায়ে গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আগে কমেডিয়ান ছিলেন। সেই পেশা ছেড়ে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করে একপর্যায়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। যুদ্ধ শুরুর আগে দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল মাত্র ৩০ শতাংশ। তবে রুশ বাহিনীর হামলার পরও দেশ ছেড়ে না যাওয়া, যুদ্ধে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে অদম্যভাবে নেতৃত্ব দেওয়া, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আগ্রাসনের শিকার একটি দেশ হিসেবে ইউক্রেনকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সফলতার জন্য দেশ-বিদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। এমনকি অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ভূমিকার সঙ্গে জেলেনস্কির অবস্থানের তুলনা করছেন।

যুদ্ধ চলাকালেও নিজ দেশের জনগণ ও বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগে সামাজিক মাধ্যমকে চমৎকারভাবে ব্যবহারের কৌশল বেছে নিয়েছেন জেলেনস্কি। এ কৌশল কাজেও লেগেছে। সুসজ্জিত রুশ বাহিনীর তুলনায় ইউক্রেনের সেনাসংখ্যা কম। অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামও সীমিত। তবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর রয়েছে উচ্চ মনোবল। তারা নিজ দেশকে রক্ষা করতে লড়ছে। অনেক জায়গায় এই মনোবল কাজে লাগিয়ে রুশ বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়েছে তারা। তবে চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে, করছে পশ্চিমা দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেওয়া অর্থ-অস্ত্র-বুদ্ধি রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়েছে কিয়েভ। রাশিয়ার হামলা ইউক্রেনের মানুষকে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ করেছে।

পুতিনের তৃতীয় বড় ভুল, পশ্চিমা বিশ্বের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বুঝতে না পারা। ২০০৮ সালে রাশিয়া যখন জর্জিয়ায় আগ্রাসন চালিয়েছিল এবং রুশনিয়ন্ত্রিত ওশেটিয়া ও আবখাজিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। কিন্তু ইউক্রেন প্রশ্নে পশ্চিমারা বসে থাকেনি। রাশিয়ার হামলা শুরুর পর সর্বাত্মক সহায়তা নিয়ে কিয়েভের পাশে দাঁড়িয়েছে।

এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন ইউরোপের সঙ্গে দেশটির ঐতিহাসিক সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। ওই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে বিভক্ত ও কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল ইউরোপ। কিন্তু ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর মধ্য ইউরোপ ও বাল্টিক অঞ্চলে শান্তি ফেরাতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে মাঠে নেমেছে। ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউর পক্ষ থেকে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও মস্কো থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোর জ্বালানি কেনা বন্ধের ঘটনা এর প্রমাণ। পশ্চিমাদের (বিশেষত ইউরোপীয় দেশগুলোর) মস্কোর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখানোর অন্যতম কারণ, ৭৭ বছর পর সর্বাত্মক সম্মুখযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে ইউরোপবাসী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে এত বড় পরিসরে যুদ্ধ হয়নি। ফলে ইউরোপীয় দেশগুলো বুঝতে পারে, তারা এত দিন পুতিনের নীতিকে ভুল বুঝেছে, রুশ আগ্রাসনের ভীতি উপেক্ষা করে এসেছে। তাই ইউক্রেন যুদ্ধ শুধু ইউক্রেনীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেনি, পুরো ইউরোপকে এক করেছে। ইউরোপের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মিত্র দেশগুলোর সম্পর্ক অভাবনীয়ভাবে জোরদার করেছে এই যুদ্ধ।

পুতিনের সর্বশেষ বা চতুর্থ ভুল হলো, ইউরোপীয় দেশগুলোর সামর্থ্য ও সক্ষমতা বুঝতে না পারা। তিনি ভেবেছিলেন, ইউরোপ অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিকভাবে মস্কোর ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। বিশেষত, আমদানিনির্ভর জ্বালানি খাতের জন্য এসব দেশ রাশিয়ার সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধে জড়াবে না, মস্কোর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে না। কিন্তু পুতিনের এমন ধারণা ভুল ছিল। ইউক্রেনে রুশ হামলা শুরুর পর ইউরোপ নিষেধাজ্ঞা আরোপে খুব বেশি সময় নেয়নি।

২০১৪ সালে রাশিয়া যখন ক্রিমিয়া দখল করে, তখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তবে ওই সময় নিষেধাজ্ঞার ধাক্কা সামলাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি মস্কোকে। এমনকি ইউরোপ থেকে খাদ্যপণ্য আমদানির ওপর মস্কো পাল্টা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে রাশিয়ার কৃষি খাত লাভবান হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। এবার পশ্চিমাদের নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলা করা রাশিয়ার জন্য আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় কঠিন হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুতিনের 'সাম্রাজ্যবাদী' মনোভাব

শুরু থেকেই পুতিনের লক্ষ্য ছিল, বিশ্বের বুকে রাশিয়াকে অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। আর এ জন্য ইউক্রেনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয় ও আশপাশের অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব বাড়ানো পশ্চিমাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে মস্কোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধে জয় পেলে ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তানের উত্তরাঞ্চল নিয়ে একটি স্লাভিক ইউনিয়ন গড়ার সুযোগ পাবে রাশিয়া। এ পরিস্থিতি ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামোকে পুনর্নির্ধারণে বাধ্য করার অবস্থানে রাশিয়াকে নিয়ে যাবে। আর এ অবস্থান রাশিয়া ও পুতিনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটায়; যা বিংশ শতকে ইউরোপের দেশগুলো বিশ্বজুড়ে পরিচালনা করেছে।

অথচ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় বড় তিনটি পরিবর্তন এসেছিল। দেশটি সমাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসে একটি পোস্ট-কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা করেছিল, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থার জায়গায় চালু হয়েছিল উদারনৈতিক বাজার অর্থনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ঝেড়ে ফেলেছিল সোভিয়েত উত্তরসূরি রাশিয়া। তিনটি ক্ষেত্রেই রাশিয়া এখন অনেক সরে এসেছে; যদিও রাশিয়া আর সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়, তবে বাজারে রাষ্ট্রের প্রভাব আগের চেয়ে বেড়েছে। আর পুতিনের নেতৃত্বে দেশটিতে নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব চাঙা হয়ে উঠেছে।

পশ্চিমারা ঐক্যবদ্ধ, পুতিন একা

ইউক্রেন যুদ্ধের ৯ মাসে পুতিনের রাশিয়ার 'সাম্রাজ্যবাদী' মনোভাব অনেকটাই প্রকট হয়েছে। আর এটাই রাশিয়াকে ও পুতিনকে আরও একঘরে করে ফেলেছে। এর প্রমাণ ইউক্রেনীয়দের রুশবিরোধী ঐক্যবদ্ধ অবস্থান। আগে কখনোই ইউক্রেনীয়রা এত ঐক্যবদ্ধ ছিল না। কয়েক দশকের মধ্যে পশ্চিমাদের একতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এমনকি ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের মতো শান্তিপ্রিয় দেশ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোয় যোগ দিতে কার্যক্রম শুরু করেছে। ইউক্রেন এখন ইইউর সদস্য হতে চাইছে। আর এসব হয়েছে শুধু পুতিনের 'আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী' মনোভাবের কারণে।

এ ছাড়া ন্যাটোর সর্বশেষ সম্মেলনে পোল্যান্ডে নিজেদের সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে ওয়াশিংটন-মস্কোর বিরোধ আরও দীর্ঘ মেয়াদে গড়িয়েছে। অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়া পুরো বিশ্ব থেকে অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সংকটের মুখে পড়েছে রুশ অর্থনীতি। তাই রাশিয়া ছেড়ে দেশটির প্রায় ৫ লাখ মানুষ অন্য দেশে পাড়ি জমিয়েছে। পুতিন ক্ষমতায় থাকলে তাদের আর নিজ দেশে ফেরার ইচ্ছা নেই বলে খবর সংবাদমাধ্যমের।

দুর্দান্ত কৌশলবিদ হওয়ার পরিবর্তে ইউক্রেন যুদ্ধ পুতিনকে হতাশা ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি এ যুদ্ধ থেকে যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন, তার প্রায় কিছুই পাননি। যুদ্ধক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা, ভুল রণকৌশল ও অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস এখন পর্যন্ত ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য থেকে দূরে রেখেছে। তাই এখন পুতিন পশ্চিমাদের হুঁশিয়ার করে পারমাণবিক হামলা চালানোর ভয় দেখাচ্ছেন।

কিন্তু এতেও কাজের কাজ হচ্ছে না; বরং পশ্চিমারা আরও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। পুতিন হয়ে পড়ছেন বিচ্ছিন্ন, একা। নৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকে ইউক্রেনে পুতিনের বিপর্যয় তাঁর সাম্রাজ্যবাদী স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করছে। তবে এত কিছুর পরও পুতিন দমার পাত্র নন। তাই খেরসন থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া হলেও ইউক্রেন যুদ্ধের লাগাম টানার কোনো লক্ষণ এ পর্যন্ত রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেখা যায়নি। সূত্র: প্রথম আলো

অনুবাদ: মো. আবু হুরাইরাহ্ ও অনিন্দ্য সাইমুম ইমন





এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির হালাল চিকেন বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কুইন্স টুগেদার-এর সহযোগিতায় এই কর্মসূচী সফল হয়। খবর ইউএনএ'র।

থ্যাংকস গিভিং ডে উপলক্ষ্যে আয়োজিত এদিন 'হালাল চিকেন বিতরণী' অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিলওম্যান জুলি ওনের সৌজন্যে তিনশতাধিক মানুষের মাঝে এই হালাল চিকেন বিতরণ করা হয়।

কুইন্স টুগেদারের সিইও জোনাথন ফারগাস, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহাবুদ্দিন, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী ও দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রুবেল আহমেদ, সদস্য মাসুম পাটোয়ারী, সামসুল ইসলাম, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিনসহ অন্যান্যরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় কাউন্সিলওম্যান জুলি ওন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, শুধু বাংলাদেমী নয় সকল কমিউনিটির জন্য সংগঠনটি কাজ করে চলেছে। এই সংগঠনের যেকোন প্রয়োজনে তিনি ও তার অফিস সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, সামাজিক ও মানবিক এই কর্মকান্ড ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। চলছে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসের প্রস্তুতি।

উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কালেকটিভ একাডেমির মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

(শেষের পাতার পর)"

জ্ঞানই শক্তি" বিষয়ের বক্তব্য দানকারী অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে একাডেমির চার জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে ট্রফি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যেসব শিক্ষার্থী স্টেট টেস্ট এ পারফেক্ট ৪.৫ স্কোর অর্জন করেছে তাদেরসহ অত্যন্ত মেধাবী ৪৫ জনের অধিক শিক্ষার্থীকে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস এর পক্ষ থেকে আউটস্ট্যান্ডিং এওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে।

"শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড" শিক্ষাই আলো, জ্ঞানই শক্তি" উন্নত বিশ্বে মানব কল্যাণে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে অন্ধকার যুগ, প্রস্তর যুগ, বর্বরতার অন্ধকার থেকে মানুষ, মানুষের জন্য জনকল্যাণমূলক বিজ্ঞানের আলোকে যে আধুনিক সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে তার পিছনে রয়েছে জ্ঞানময় জ্যোতিময় শক্তি। আমাদের একথা অকোপটে স্বীকার করতে বাধা নেই। আমরা জ্ঞানের শক্তির মাধ্যমে মহ-াবিশ্বকে জয় করতে পেরেছি এবং আমরা আগামী, আ-মরাই ভবিষ্যত"। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল "জ্ঞানই শক্তি" এবং এতে অংশগ্রহণ করেন অন্যতম টিউটোরিয়াল প্রতিষ্ঠানর কালেকটিভ একাডেমির ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেকে সিটির স্পেশালাইজড স্টাইভেসেন্ট, ব্রুকলীন টেক, ব্রঙ্কস সাইন্স স্কুলে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পেয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট ইউএসএ এর সভাপতি শাহ শহীদুল হক (সাঈদ)।

অনুষ্ঠানেরর প্রারম্ভে প্রথমে আমেরিকা ও পরে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন তরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেবিবিএ'র সভাপতি ও মূলধারার রাজনৈতিক নেতা গিয়াস আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন এর্টনী মঈন চৌধুরী, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক্ট লিডার এর্ট লার্জ, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী ও ইউএনও অ্যাম্বেসেডর নুরুল আজিম, ষ্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পাবলিক এ্যাফেয়ার্স পরিচালক সীমা, মেয়র এরিক এডামের প্রতিনিধি ফেবয় এন্ডারসন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, স্মার্ট টেক এর কর্ণধার ও সিইও সরওয়ার আহমেদ, আমেরিকা বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, কালেকটিভ একাডেমীর পরিচালক শীরিন আকতার, ফীড বাংলাদেশের পরিচালক আব্দুল মুকিত চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শাহ শহীদুরল হক বলেন, আমরা দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশী আমেরিকান এবং নিউ ইমিগ্রেন্টদের সেবায় নিয়োজিত। আমাদের সকল কর্মকান্ড ব্যতিক্রম। আজ আমার সামনে যারা রয়েছে তারা সবাই আকাশের উজ্জ্বল তারকা, প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীই আমাদের গর্ব। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জি-নয়ার আব্দুস সোবহান, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়।

গিয়াস আহমেদ বলেন, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইট্স ডেভলপমেন্টের কার্যক্রম বরাবরই প্রশংসার দাবীদার আজকের অনুষ্ঠান প্রশংসার দাবদীর। এর্টনী মঈন চৌধুরী বলেন আজকের আলোচ্য বিষয় সত্যিই চমৎপ্রদ, ছাত্রছাত্রীগণ ভবিষ্যত সাফল্য অর্জন করে দেশের কল্যাণে অর্থাৎ মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে জনকল্যাণ মূলক কাজ করবে এ প্রত্যাশা করি। সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামসের পপ্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি খুবই শক্তিশালী, মেয়র আপনাদের পাশে আছেন এবং থাকবেন। আরও বক্তব্য রাখেন স্মার্টটেক এর সিইও কাউসার আহমেদ, জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, কালেকটিভ একাডেমীর পরিচালক শিরীন আকতার, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, ফীড বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী পরিচালক আব্দুল মুকিত চৌধুরী।

অতপর: বিচারক মন্ডলীদের যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং অন্যান্য মেধাবী প্রায় ৫০ জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্টের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব নুরুল আজিম। অনুষ্ঠান পরিচালন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত নৃত্য শিল্পী ও বর্তমান ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটিতে অধ্যয়নরত আমিনা খাতুন।

উল্লেখ্য, কালেকটিভ একাডেমি নিউইয়র্কের কমিউনিটিতে বিপুলভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ষ্টেট সিনেটরের এওয়ার্ড পেয়েছে। এছাড়াও ষ্টেট সিনেটরের এওয়ার্ড পেয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির মেধাবী শিক্ষকবৃন্দ ও বেশ ক'জন কৃতি শিক্ষার্থী। কালেকটিভ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা শিরীন আক্তারের ছেলে মোহাম্মদ রহমান "স্যাট" (SAT) এ পারফেক্ট স্কোর করে নিউ ইয়র্ক ষ্টেট সিনেটরের কাছ থেকে টালেন্টেড এওয়ার্ড পেয়েছে। শিরীন আক্তারের মেয়ে রিদওয়ানা রহমান "এসএইচএ-সএটি" (SHSAT) এ ৭০৪ স্কোর ও ষ্টেট টেষ্টে পারফেক্ট ৪.৫ স্কোর করে স্টাইভেস্যান্ট হাই স্কুলে অধ্যয়ন করছে। রিদওয়ানা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের মত দুই জন ষ্টেট সিনেটর, এসেমবি মেম্বর, ও বোরো প্রসিডেন্টের কাছ থেকে ট্যালেন্টেড এওয়ার্ড লাভ করলেন। এছাড়া একাডেমির যেসব শিক্ষক ও শিক্ষার্থী 'স্যাট'এ ১৫৮০ স্কোর, 'পিএসএটি' (PSAT) ও এপি টেস্ট (AP Test) এ পারফেক্ট স্কোর অর্জন করে কর্নেল, উপেন, এন ওয়াই ইউ ও ফোর্ডহাম ইউনিভার্সিটি তে মেরিট ও ফুল স্কলারশীপ পেয়ে যে সকল ছাত্রছাত্রী অ্যায়ন করছে তারাও ষ্টেটসিনেটরের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। হান্টার এডমিশন টেষ্টে টপ স্কোর করেছে কালেকটিভ একাডেমির শিক্ষার্থী তাজনিয়া রহমান। অধিক সংক্ষক ছাত্রছাত্রী "এসএইচএসএটি" এ টপ স্কোর করে ষ্টাইভেস্যান্ট হাইস্কুল এবং ব্রঙ্কস সায়েন্স হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এরকম একটি বিরল কৃতিত্বে কালেকটিভ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা শিরীন আক্তার একাডেমির টিমের সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। সকল কৃতিত্বের কালেকটিভ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা শিরীন আক্তার মহান আল্লাহ তা'আলার দরবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছেন।

গুডলাক বিএনপি অ্যান্ড...

(শেষের পাতার পর)

ঢাকায় বা ঢাকা বিভাগে। সা থে এও ব লে ছেন এটা হ বে শা ন্তিপূর্ণ। সমা বেশ শে ষে সবাই যার যার বাড়ী চ লে যা বে। এ কথার আর একটা অর্থও হয়-ঢাকার বাই রে থে কে কাউ কে না এ লেও চল বে। এটা ঠিক পাঁচ বছর মেয়াদী সরকা রের শাষনকা লে বি রোধী পক্ষ কে প্রথম দুই বছর মামলা হামলা থেকে গা বাঁ চি য়ে টি কে থাক তে হয়, প রের বছর স্টক টে কিং ঘর গোছা নো এবং মার্কটাইম, চতুর্থ বছর ওয়ার্মআপ। শে ষের বছর আ ন্দোল ন, ছয় মাস আ গে ফাইনাল রাউন্ড, নির্বাচ নের তিন মাস থাক তে সর্বশ ক্তি নি য়ে ঝা পি য়ে পড়া এবং সাত থে কে দশ দি নের ম ধ্যে এসপার-ওসপার। সে হিসাবে সরকার বি রোধী আ ন্দোল নের ফাইনাল রাউন্ডটা শুরু হওয়ার কথা সাম নের জুলাই মা সে কোরবানী ঈ দের পর। আমারও তেমন ধারনা ছিল।

কিন্তু ওয়ার্মআপ কর্মসূচীগু লোর অভা বিত সাফ ল্যে জনম নে একটা ধারনার জন্ম নেয় বিএন পি বু ঝি ১০ ডি সেম্ব রেই ফাইনাল খে লে দে বে। ক য়েকজন নেতা তা দের বি ভিন্ন বক্তৃতা বিবৃ তির মাধ মে সে ধারনা পোক্ত হ তে সহায়তা ক রেন। এ তে দ লের নেতাকর্মীরা ভীষনভা বে উজ্জী বিত হয়। দে শে এবং বি দে শে ব সে সোস ্যাল মি ডিয়ায় টক শো সে লি ব্রেটিরা ঘি ঢাল তে থা কেন। অবস্থার প্রেক্ষি তে সরকারি মহলও ন রেচ ড়ে ব সে। ত বে এটা ঠিক, ১০ তা রি খে য দি বিএন পি ঢাকায় মহা সমা বে শের ডাক দি তো ঘটনাপ্রবাহ অন ্যরকম হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সারা দে শে এই দ লের নেতা কর্মীরা যে প রিমান ক্ষুব্ধ এবং উজ্জীবিত সকল



বাধা অ তিক্রম ক রে দ লে দ লে ঢাকায় চ লে আস তো। নেতারা য দি দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাস্তায় ব সে থাক তে বল তেন, তাই থাক তো। এক পর্যা য়ে তা অ হিংস হ য়ে উঠ তো। নিয়ন্ত্রণে হয় তো দশাপলা চত্বর ফর্মুলাদ এ স্তেমাল ছাড়া গত ্যন্তর থাক তো না। অবশ ্য এই ফর্মুলা ঘটনার মোড় অন ্যদি কেও ঘু ড়ি য়ে দি তে পারতো। য দিও সম্প্রতিকা লে ঢাকায় বি দেশী দুতাবাসগু লো যেমন স ক্রিয় তা তে গুলী চা লি য়ে লাশ ফে লে হজম করা নো যে তো কিনা সে বিষ য়েও য থেষ্ঠ স ন্দে হের অবকাশ আ ছে।

১০ ডিসেম্বর ঘি রে উ দ্বেগ উৎকণ্ঠা সৃ স্টি তে সরকা রি দ লের নেতারাও কম অবদান রা খেন নি। কথায় কথায় দ খেলা হ বেদ র বে হুংকার। সব মি লি য়ে একটা অ নি শ্চিত প রি স্থি তি সৃ স্টির আশংকা তৈরী হয়ে ছিল- যা ফখরুল সা হে বের কথায় কিছুটা কাটবে ব লে আমার ধারনা। শেষ পর্যন্ত সমা বেশ কোন রূপ প রিগ্রহন ক রে তা এখনই বলা যা বে না, ত বে এটা ঠিক এই ঘোষনা নানা স্পেকু লেশ নের জন্ম দে বে। প্রথমত:, নেতারা কি কোন কার নে বা প্রিম ্যা চিউর্ড বি বেচনায় নি জেরাই আ ন্দোল নের রাশ টান ছেন, না কি সরকা রের কাছ থে কে ক ঠিন কোন বার্তা পে য়ে পিছু হঠ ছেন! প শ্চিমারা কি এখনই ফাইনাল রাউন্ড খেল তে নি ষেধ ক রে ছে, না খেলায় তৃতীয় প ক্ষ ইন হ য়ে গে লে লাভ-ক্ষ তির হিসাব মেলা নো যায় নাই! না কি অর্থনী তির এই ভঙ্গুর অবস্থায় দা য়িত্ব নেওয়ার মত কাউ কে পাওয়া যায় নাই!

যেটাই হোক, ফখরুল সা হে বের এই ঘোষনায় কিছুটা হ লেও বিভ্রা ন্তির সৃ স্টি হ বে, দ লের মারমু খি নেতাকর্মীরা হতাশ হ বে। আ ন্দোল নের জো শে সাম য়িক ভাটা দেখা দেবে। নেতা দের বিরু দ্ধে ভয় পে য়ে যাওয়া বা আ পোষকা মিতার অ ভি যোগ উঠ বে। পক্ষান্ত রে সরকা রি মহ লে ম নোবল জোরদার হবে, বি রোধী দের ভ বিষ ্যত প রিকল্পনা মোকা বিলায় প্রস্তুতির জন ্য য থেষ্ঠ সময় পা বে।

তারপরও, কথায় ব লে রাজনী তি তে শেষ কথা ব লে কিছু নেই। আর সরকার পত ন বা অঘটন কোন দিন তা রিখ ঠিক ক রেও ঘ টে না। আ ন্দোল নের স্বাভা বিক গ তিপথই ঠিক ক রে দেয় কখন কোন কর্মসূচী আস বে। গুডলাক বিএন পি অ ্যান্ড থ ্যাংকস ফর রি লি ভিং আস দ ্য অ ্যাঙ্গজাই টি।

নতুন উদ্যমে ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

(শেষের পাতার পর)

মিনহাজ আহমেদ প্রেরীত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে: এই সংগঠন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের (ঢাবিয়ান-দের) সদস্য হওয়ার ও সংগঠনের নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ উন্মুক্ত রাখবে। সকল দলীয়, আঞ্চলিক ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধে উঠে নতুন এ সংগঠন নি-উইয়র্ক ও সংলগ্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন থাকা সকল প্রাক্তন ঢাবিয়ানদের সংগঠিত করে তাদের মধ্যে একতা, সৌহার্দ্য, সংযোগ, ও কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন শিক্ষামূলক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড সংগঠিত করবে, একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

এই সংগঠন নিউইয়র্ক ও সংলগ্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন সকল প্রাক্তন ঢাবিয়ানদের সংগঠিত করবে, গণতান্ত্রিকভাবে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের গঠনতান্ত্রিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে নিয়ে একটি সুসংগঠিত নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, উদার ও যোগ্য নেতৃত্বে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে এবং সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আগামী ৪ ডিসেম্বর রোববার দুপুর ১টায় জ্যামাইকার হিলসাইড অ্যাভিনিউস্থ স্টার কাবাব-এ একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে।

নিউইয়র্ক ও সংলগ্ন এলাকায় বসবাসরত সকল ঢাবিয়ান যারা এই উদ্যোগের সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেন, তাদেরকে এই উন্মুক্ত সভায় দ্বিধাহীন চিত্তে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান হচ্ছে।

আশা করা যাচ্ছে, এই উদ্যোগে সকল প্রাক্তন ঢাবিয়ান সাড়া দেবেন এবং নতুন সংগঠনের সাথে যুক্ত হবেন।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কমিটি গঠনের দাবী

(শেষের পাতার পর)

রাতে আলোচনা সহ নানা আয়োজন করে সংগঠনটি। উৎসবমুখর পরিবেশে অতিথি ও নেতা-কর্মীরা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন।

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা রিন্টু লাল দাসের সভাপতিত্বে এবং অপর যুবলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল রেজা স্বপনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সাবেক কার্যকরী সদস্য হাজী এনাম দুলাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোলেমান আলী, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক শাহনাজ মমতাজ, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন আহমেদ চৌধুরী, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা সিরাজুল ইসলাম ভুইয়া, আওয়ামী লীগ নেতা শ্যামল কান্তি চন্দ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করা হয়। এরার বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে পালন করা হয় ১ মিনিট নিরবতা। এর আগে রঙীন বেলুন উড়িয়ে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। সব শেষে যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র যুব-লীগ নেতা ও নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো: সেবুল মিয়া, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা রহিমুজ্জামান সুমন, আব্দুল গাফ্ফার শাহীন, আল মামুন সরকার, গোলাম রব্বানি, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ইমরুল কায়েস, হুমায়ূন কবির, রূপচান মিয়া, নিতাই পাল প্রমুখ। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অন্যান্য সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী-সমর্থক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে বলেন, বহির্বিশ্বে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগকে ঢেলে সাজাতে হবে। তারা ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ গড়ার স্বার্থে কমিটি গঠন করার আহ্বান জানান সমাবেশ থেকে।

অনুষ্ঠানে হাজী এনাম দুলাল বলেন, প্রবাসে থেকে জামাত-বিএনপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিদেশীদেরকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তিনি এসব রাষ্ট্র বিরোধীদেরকে চিহ্নিত করে এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যুবলীগের নেতা-কর্মীদেরকে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে এবং সরকার বিরোধী যেকোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ব্রাজিলের সাপোর্টার হলেও মেসির খেলা ভালো লাগে-মিম

(শেষের পাতার পর)

কম যান না। তাদেরও নিজের পছন্দের দল ও খেলোয়াড় রয়েছে। অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিমের পছন্দের দল ব্রাজিল। তবে মেসির খেলা তার ভালো লাগে।

ফুটবল নিয়ে তার অনেক স্মৃতি রয়েছে। এর মধ্যে দুঃখের স্মৃতি হলো ২০১৪ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে জার্মানীর কাছে ব্রাজিলের ৭ গোলে হেরে যাওয়া। মিম বলেন, আমার মনে হয়, প্রতিটি ব্রাজিল ভক্তের মন সেদিন অত্যন্ত খারাপ ছিল। আমি নিজেও সেদিন অনেক কেঁদেছি। বাসায় আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখতে বসেছিলাম। প্রিয় দলের খেলা; বাঁচা-মরার লড়াই! জার্মানীর বিপক্ষে সেদিন জিতলেই ফাইনাল। এ কারণে হাতে কোনো কাজ রাখিনি। বলা যেতে পারে প্রস্তুতি নিয়েই খেলা দেখতে বসেছিলাম। আমার বোন ছিল আর্জেন্টিনার সাপোর্টার। ফলে এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল।

ম্যাচটা ছিল ব্রাজিলের নিজেদের মাটিতে। ভেবেছিলাম ব্রাজিল বেশ ভালোভাবেই জিতবে। আমি এই ম্যাচ নিয়ে ওভার কনফিডেন্ট ছিলাম। কিন্তু খেলা দেখতে বসে ঘটলো উল্টো ঘটনা। একটার পর একটা গোল খেতে লাগলো ব্রাজিল। আমার বোনের আনন্দ তখন দেখে কে! সে আমাকে ইচ্ছামতো তিরস্কার করছিল। সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিলাম।

মিম বলেন, তবে এবারের বিশ্বকাপ আমার জন্য বাড়তি আনন্দ নিয়ে এসেছে। কারণ আমার দল ভারি হয়েছে। আমার স্বামীও ব্রাজিলের সাপোর্টার। এবার ওর সঙ্গে খেলা দেখবো। ব্রাজিলের খেলা যখন থাকে চেষ্টা করি সব কাজ রেখে খেলা দেখার। কিন্তু সবসময় তো আর ম্যাচ উপভোগ্য হয় না, মাঝে মাঝে খেলা শেষে মন খারাপও হয়। তিনি বলেন, নেইমারের মতো মেসিকেও আমার ভালো লাগে। বিশেষ করে তার খেলা এবং তাকে দেখতেও ভালো লাগে। এ কারণে আমি ব্রাজিলের সাপোর্টার হলেও মেসির ফ্যান।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

সিল্কি চুল পেতে

(শেষের পাতার পর)

ব্যবহার করবেন।

যেভাবে বানাবেন কলার প্যাক: ২টি পাকা কলা মসৃণ করে চটকে নিন। প্রয়োজনে ব্লেন্ড করে নিতে পারেন। এবার ২ টেবিল চামচ মধু, ২ টেবিল চামচ টক দই ও ২ টেবিল চামচ নারিকেলের দুধ মেশান। আরো মেশান কয়েক ফোঁটা গোলাপজল ও ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল।

যেভাবে ব্যবহার করবেন: চুলের জট ছাড়িয়ে নিন চিরুনি দিয়ে। চুল সামান্য ভিজিয়ে তার পর ভাগ করে নিন কয়েকটি অংশে। চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত প্যাকটি লাগান। শাওয়ার ক্যাপ পরে আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে তার পর ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে নিন চুল।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাহকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

সংকটেও যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টের পেছনে ডলার খরচ

ঢাকা ডেস্ক: ডলার সাশ্রয়ে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ কারণে জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে হিমশিম অবস্থা। ডলার মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে পণ্যের কাঁচামাল, ভারী যন্ত্রাংশ আমদানিতেও অনেক ব্যাংক ঋণপত্র বা এলসি খুলতে পারছে না। কোনো কোনো ব্যাংক এলসি খোলা কমিয়ে দিয়েছে। ডলার বাঁচাতে সরকারি খরচে কর্মকর্তাদের সব রকম বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। তবে এত কিছুর মধ্যেও যুক্তরাষ্ট্রে পিআর ও লবিস্টে ডলার খরচে রাশ টানতে পারছে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্রের আইন দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, শুধু চলতি বছরে বাংলাদেশের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্টের কাজ করছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে চলতি বছরের জানুয়ারীতে নেলসন মুলিনস রিলে অ্যান্ড স্কারবোরো এলএলপিকে নিয়োগ দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তিতে সই করেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশকে সেবা দেবে নেলসন মুলিনস। এ জন্য মাসে কমপক্ষে ২০ হাজার ডলার খরচ করতে হচ্ছে সরকারকে। এর বাইরে যদি বাংলাদেশের স্বার্থে নেলসন মুলিনসের কোথাও যেতে হয়, সেই খরচও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহন করবে।

চলতি বছরের মাঝামাঝি ইউএস কংগ্রেসের যে কর্মকর্তারা রয়েছেন, এমন একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলমের মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করিয়ে দেয় নেলসন মুলিনস। বর্তমান ও সাবেক একাধিক কূটনীতিক এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কূটনীতিক বলেন, কংগ্রেস সদস্য হলেও একটি কথা ছিল। কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য যদি লবিস্ট ধরতে হয়, তাহলে এত ডলার খরচ করে যুক্তরাষ্ট্রে দূতাবাস রেখে লাভ কি? তাদের সক্ষমতা কী?

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশের পর চলতি বছরের ১ এপ্রিল রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বাংলাদেশ দূতাবাসের কার্যক্রম নিয়ে তীব্র সমালোচনা ও হতাশা প্রকাশ করা হয়।

লবিং কার্যক্রম নিয়ে কথা হলে সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, এ কার্যক্রমের সুবিধাও রয়েছে, সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সাফল্য পেতে গেলে যে বিষয়ে লবিং পরিচালনা করা হচ্ছে, সে বিষয়ে আগেই লক্ষ্য ঠিক করে পদক্ষেপ নিলে লবিং কার্যকর হবে।

এদিকে, নেলসন মুলিনস থাকা সত্ত্বেও চলতি বছরের মার্চে মার্কিন আরেক পিআর ও লবি প্রতিষ্ঠান বিজিআর পাবলিক রিলেশনকে নিয়োগ করে বাংলাদেশ। বিজিআরকে নিয়োগ দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে। বিজিআরের সঙ্গে চুক্তিতে সরকারের পক্ষে সই করেন রাষ্ট্রদূত। প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী চলতি বছরের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এক বছর বাংলাদেশকে নানা বিষয়ে সহায়তা দেবে প্রতিষ্ঠানটি। এ জন্য মাসে ২৫ হাজার ডলার করে গুনতে হবে বাংলাদেশকে। এর সঙ্গে ফটোকপিসহ অন্যান্য খরচের জন্য মাসে ২০০ ডলার ছাড়াও বিজিআর যদি বাংলাদেশের কাজে কোথাও বিদেশ ভ্রমণ করে, সেই খরচও সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে।

বর্তমানে আমেরিকান লবিস্ট বাংলাদেশের হয়ে কাজ করছে বলে নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। ডলার সংকট ও সাশ্রয়ের বিষয়ে তিনি বলেন,'আমাদের ডলার সংকট তো নাই। কে বলেছে ডলার সংকট? ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বাংলাদেশে ডলারের রিজার্ভ ছিল তিন বিলিয়নের মতো। এখন ডলারের রিজার্ভ ৩৪ বিলিয়ন।'

ডলার সংকটের কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ঋণ নেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এগুলো খামাখা কথা যে ডলার সংকট। আমার কোনো (ডলার) সংকট নাই। আমার (বাংলাদেশের) যে ডলার খরচ হয়, সেটি আয়ও হয়। আমার ৬০ মাস বা পাঁচ বছরের রিজার্ভ আছে। সেই সঙ্গে আমার ক্রমাগত আয় হচ্ছে। এগুলো খামাখা আপনারা বলে বেড়ান।'

লবিস্টে ডলার খরচের বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'এগুলো খুবই অল্প টাকা। দুই হাজার ডলারের মতো খরচ হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাস রয়েছে, যারা দেশটিতে বাংলাদেশের বড় লবিস্ট। বাংলাদেশ কাজের ভিত্তিতে লবিস্ট নিয়োগ করে। কোনো কাজ এলে সেই কাজের ভিত্তিতে ৫ হাজার বা ১০ হাজার ডলার খরচ করে। যে মাসে কাজ করা হয়, সেই মাসে এ অর্থ খরচ হয়। সারাবছরের জন্য বাংলাদেশ লবিস্টে অর্থ খরচ করে না। আর করলেও খুবই সামান্য অর্থ খরচ হয়। অনেক সময়ে বেসরকারি মানুষরা এ অর্থ দিয়ে দেয়, বাংলাদেশের করদাতাদের অর্থ খরচ হয় না।'

চলতি বছরের মার্চে মার্কিন আরও তিনটি লবি প্রতিষ্ঠান সরকারের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি নুরনবার্গার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। তবে এ প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার সরাসরি নিয়োগ করেনি। সরকারের হয়ে এ প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়োগ করেছে নেলসন মুলিনস। যে প্রতিষ্ঠানকে মাসে কমপক্ষে ৫ হাজার ডলার করে দিতে হচ্ছে। একইভাবে পোটোম্যাক স্কয়ার গ্রুপকেও নেলসন মুলিনস বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিয়োগ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ১৫ আগস্ট থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত কাজ করার জন্য কমপক্ষে ২০ হাজার ডলার দেওয়া হয়েছে।

আর আইস মিলার এলএলপি নামে প্রতিষ্ঠানটিকে ৩৬ মাস বা তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়োগকর্তা হলেন সরকারদলীয় ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী। চুক্তি অনুযায়ী বছরে ১ লাখ ৬২ হাজার ডলার পরিশোধ করা হবে প্রতিষ্ঠানটিকে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারীতে করা চুক্তি অনুযায়ী ১ মার্চ থেকে প্রতিষ্ঠানটি সেবা দেওয়া শুরু করেছে। তাহজীব আলম সিদ্দিকীকে আইস মিলার বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বাড়াতে কৌশল তৈরি দেবে। বিশেষ করে মানবাধিকার ও জঙ্গিবাদ দমন নিয়ে আমেরিকান নীতিনির্ধারকসহ বাইডেন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। এসব বিষয়ে বক্তব্য জানতে সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকীর সঙ্গে টেলিফোন ও মেসেজে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোনো সাড়া দেননি।

বিশ্ববাজারে বেশিরভাগ পণ্যের দর বাড়ার প্রভাবে আমদানি ব্যয় অনেক বেড়েছে। সে তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানি ও রেমিট্যান্স বাড়েনি। এতে ডলারের বিপরীতে টাকা অনেক দুর্বল হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতেও আমদানির জন্য প্রতি ডলার খরচ হতো ৮৬ টাকা। এখন গড়ে ১০৬ টাকায় ডলার কিনতে হচ্ছে। এ রকম দর দিয়েও ডলার পাচ্ছেন না আমদানিকারকরা। অনেক ব্যাংকের কাছে এলসি খোলার মতো ডলার নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ধারাবাহিকভাবে ডলার বিক্রি করেও বাজারে স্বাভাবিকতা ফেরাতে পারছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫২০ কোটি ডলারের বেশি বিক্রি করেছে। গত অর্থবছর বিক্রি করেছিল ৭৬২ কোটি ১৭ লাখ ডলার।

এভাবে ডলার বিক্রির ফলে এরই মধ্যে রিজার্ভ কমে এখন ৩৪ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। গত বছরের আগস্টে যেখানে রিজার্ভ উঠেছিল সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের ওপরে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের আলোকে হিসাব করলে বাংলাদেশের রিজার্ভ এখন ২৫ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার। এ পরিমাণ রিজার্ভ চার মাসের কম আমদানি দায় মেটানোর সমান। এ অবস্থায় কিছু শর্ত দিয়ে বাংলাদেশকে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ সহায়তা দিচ্ছে আইএমএফ।

দেশের স্বার্থেই লবিস্ট রাখা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন কারণে সরকার লবিস্ট নিয়োগ করে থাকে। আগামী নির্বাচন সামনে রেখে হয়তো এ লবিস্ট খরচে সরকারের আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করেন তিনি। সূত্র: দৈনিক সমকাল

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

২০ লাখ টাকা চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক ছাত্রদল নেতা মুন্না গ্রেপ্তার

নিউইয়র্ক :: ২০ লাখ টাকা চাঁদাবাজির মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন কুলাউড়া উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক ও ফিনল্যান্ড প্রবাসী সাজ্জাদুর রহমান মুন্না (৩৫)। বুধবার (১৬ নভেম্বর) রাত সাড়ে সাতটায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ থানা পুলিশ।

মুন্না কুলাউড়া উপজেলার ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের চকের গ্রামের বাসিন্দা মোঃ হিরা মিয়ার ছেলে ও ফিনল্যান্ড প্রবাসী। বর্তমানে মুন্না সিলেটের শাহপরান থানার শিবগঞ্জের সোনাপাড়া এলাকায় বসবাস করছেন।

জানা গেছে, সিলেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতে ২০২১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর প্রবাসী সাজ্জাদুর রহমান মুন্না ও তার ভাই বেলাল আহমদের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির মামলা (শাহপরান থানার সিআর মামলা নং- ২৭৬/২০২১) করেন কুলাউড়ার ভাটেরা ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ একেএম নজরুল ইসলাম। পরবর্তীতে মামলাটি পুলিশ ইনভেস্টিগেশন অব ব্যুরো তদন্ত করে প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে চলতি বছরের অক্টোবর মাসে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়। এরপর মুন্না ও তার ভাই বেলালের বিরুদ্ধে চলতি মাসের ৭ নভেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আদালত।

আদালতে দায়েরকৃত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় ভাটেরা ইউপি চেয়ারম্যান ও সিলেটের শাহপরান থানার শিবগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা



সৈয়দ একেএম নজরুল ইসলাম তাঁর ১৬ শতক জায়গায় নির্মানাধীন এসপি টাওয়ার-৩ নামে একটি ভবনের ৬ষ্ঠ তলার কাজ চলমান থাকাবস্থায় সাজ্জাদুর রহমান মুন্না ও তার ভাই বেলাল আহমদ কাজে বাঁধা প্রদান করেন। ঘটনার দিন সাজ্জাদুর রহমান মুন্না ও তার ভাই বেলাল আহমদ লোকজন নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ ভবনের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে দেয়। এসময় তারা শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে বলে যে, এই ভবনের মালিককে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দিতে হবে। ২০ লাখ টাকা চাঁদা না দিয়ে টাওয়ারের কাজ করতে পারবে না। তখন ভবনের কাজ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এরপর ভবন মালিক সৈয়দ একেএম নজরুল ইসলামকে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দিতে চাপ সৃষ্টি করে মুন্না।

এ ব্যাপারে মামলার বাদী ও ভাটেরা ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ একেএম নজরুল ইসলাম বলেন, আমার ভবনের চলাচলের রাস্তায় নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে প্রতিনিয়ত চাঁদা দাবি করে আসছে মুন্না। চাঁদা দাবিসহ আমার ভবনের কাজে বার বার বাঁধা প্রদান করায় আমি অতিষ্ঠ। পরবর্তীতে আমি বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করি। আমার বাসার পাশ্ববর্তী বাসার বাসিন্দা হলো মুন্না। সে আমার ভবনের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় এমনকি ভবনে চলাচলের রাস্তায় বাসার মানুষদেরকেও যাতায়াতে বাঁধা প্রদান করেন। আমি আদালতের কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করছি।এ ব্যাপারে ফেঞ্চুগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ শাফায়তে হোসেন গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে বুধবার রাত ১০টায় এই প্রতিবেদককে বলেন, চাঁদাবাজির মামলায় মুন্না ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি ছিলেন। সিলেটের শাহপরান থানা থেকে মুন্নাকে গ্রেপ্তারে সহযোগিতা চাইলে বুধবার রাতে আমরা মুন্নাকে ফেঞ্চুগঞ্জের হাইওয়ে সড়কের টোল পাজা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করি। পরে ফেঞ্চুগঞ্জ থানা থেকে শাহপরান থানায় তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ব্যালন ডি'আর জয়ী বেনজেমার বিশ্বকাপ শেষ

ঢাকা ডেস্ক, ২০ নভেম্বর : আজ শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম খেলা। শুরুর আগেই এক দুঃসংবাদ ফ্রান্স শিবিরে। বড়সড় ধাক্কা খেলেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এক নিমিষেই যেন সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল করিম বেনজেমার। চোটের আঘাতে ছিটকে গেলেন এ তারকা ফরোয়ার্ড। ফ্রান্স হারাল দলের অতিগুরুত্বপূর্ণ এক সদস্যকে।

শনিবার কাতারের দোহায় দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। এ সময় বাঁ পায়ের উরুতে তার পুরনো চোট জেগে ওঠে। শঙ্কা দেখা দিয়েছিল তখনই। অবশেষে এমআরআই করার পর জানা গেল– চোট থেকে সেরে উঠতে অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগবে তার। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই শেষ হয়ে গেছে তার কাতার বিশ্বকাপ।

এদিকে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই বড় ধরনের চোটের কবলে পড়েন পল পগবা, এনগোলো কান্তে ও প্রেসনেল কিম্পেম্বে। বাধ্য হয়ে তাদের ছাড়াই বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেন কোচ দিদিয়ের দেশমস। এর পর দল ঘোষণার পর চোটে ছিটকে যান লাইপজিগ স্ট্রাইকার ক্রিস্টোফার এনকুকু।

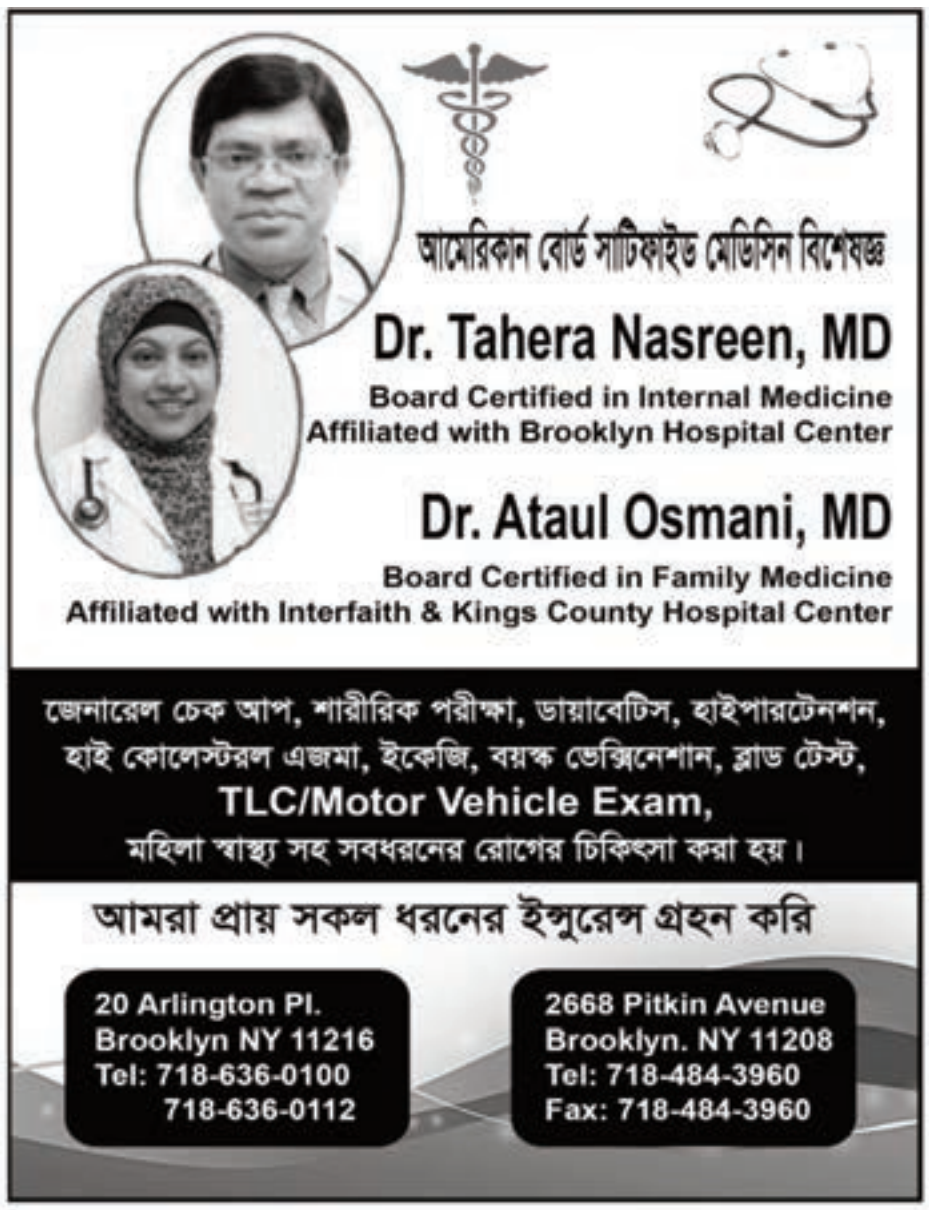
এমনিতেই দুই তারকা মিডফিল্ডার পগবা ও কান্তেকে হারিয়ে মাঝমাঠে নিয়ে দুশ্চিন্তায় কোচ। কেননা এ অভিজ্ঞ দুজনের অনুপস্থিতিতে মাঝমাঠ সামলানোর দায়িত্ব পড়বে অনভিজ্ঞ এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও আওরোলিয়েন চুমেনিদের ওপর। তার ওপর রক্ষণভাগে নেই কিমপেম্বেও, চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি রাফায়েল ভারানে।

শোনা যাচ্ছে, বেনজেমা ছিটকে যাওয়ায় দলে তার বদলি হিসেবে ডাক পেতে পারেন অ্যান্থনি মার্শিয়াল। গত অক্টোবর থেকে উরুর চোটে ভুগছিলেন তিনিও। তা ছাড়া ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একাদশেও নিয়মিত নন এ ফরোয়ার্ড। সব মিলিয়ে যাচ্ছেতাই অবস্থা ফ্রান্সের।

বিশ্বকাপে প্রথম নারী রেফারি (ছবি আছে স্পোর্টস পিকচার নং-০৫)

ঢাকা ডেস্ক, ২০ নভেম্বর : ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম তিনজন নারী রেফারি ম্যাচ পরিচালনা করবেন। তারা হলেন-ফ্রান্সের স্তেফানি ফ্র্যাপার্তে, রুয়ান্ডার সালিমা মুকাসাঙ্গা এবং জাপানের ইয়োশিমি ইয়ামাশিতা। এর বাইরে আরও তিনজন নারী সহকারী রেফারি থাকছেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে। ফ্র্যাপার্তে এর আগে ইউরো, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ পরিচালনা করেছেন।

নারী বিশ্বকাপ তো বটেই, আন্তর্জাতিক হাইপ্রোফাইল অনেক ম্যাচেই বাঁশি বাজানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে ৩৮ বছর বয়সি এই ফরাসি নারীর। রুয়ান্ডার সালিমা মুকাসাঙ্গা প্রথম নারী হিসাবে পরিচালনা করেছেন আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের ম্যাচ। আর জাপানের ইয়োশিমি ইয়ামাশিতা প্রথম নারী রেফারি ছিলেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে। বিশ্বকাপকে ঘিরে এরই মধ্যে ৩৬ রেফারি, ৬৯ সহকারী রেফারি এবং ২৪ জন ভিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রেফারির তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা। যেখানে সহকারী নারী রেফারিরা হচ্ছেন-ব্রাজিলের নিউজা ব্যাক, মেক্সিকোর কারেন ডিয়াজ আর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথরিন নেসবিট।







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বাসা ভাড়া

১১৮-১১ ২০১ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের একটি সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। বাসা খালি আছে। যোগাযোগ: নাঈম।
ফোন: ৯২৯-৪২৪-৬৬৩৪
ন-২১/২৮

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোর্টিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

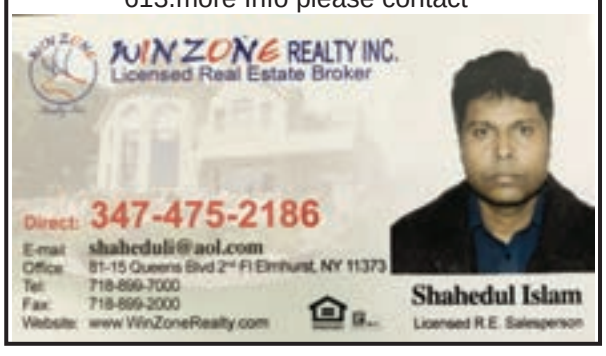
কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী যুবকের লাশ উদ্ধারঃ : বান্ধবী নিয়ে রহস্য

(প্রথম পাতার পর)

নিজ বাসা থেকে শুক্রবার (১৮ নভেম্বর) মৃত অবস্থায় পুলকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার বয়স হয়েছিলো আনুমানিক ২১ বছর। পুলকের ছোট আরো দুই ভাই রয়েছে। পুলকের আকস্মিক মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খবর ইউএনএ'র। এদিকে পুলকের অকাল মৃত্যু ঘিরে কমিউনিটির সচেতন মহলেনানা প্রশ্ন উঠেছে। কেননা, ইতিপূর্বে একাধিক যুবক নানা ঘটনায় অকাল মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। কেন, কি কারণে এমন ঘটনা ঘটছে- এমন প্রশ্ন জনে জনে। প্রশ্ন উঠছে আসলেই কি আমাদের নতুন প্রজন্ম অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে? তারা কি বিপথগামী হচ্ছে? জানা গেছে, সঙ্গীত শিল্পী হাফিজুর রহমান (গিনি) এক সময় স্বপরিবারে নিউইয়র্কে বসবাস করলেও বিগত কয়েক বছর ধরে বাফেলোতে স্থায়ীভাবে বসবাসছেন। তার পুত্র পুলক একাকী নিউইয়র্কের বাসায় বসবাস করতেন। ধারনা করা হচ্ছে ২/১দিন আগেই পুলক বাসায় হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার কোন খোঁজ খবর না পেয়ে পুলিশ শুক্রবার বাসা থেকে পুলকের মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানা গেছে।

এদিকে সন্তানের মৃত্যুর খবর শুনে পাগল প্রায় হাফিজুর রহমান বাফেলো সিটি থেকে নিউইয়র্ক সিটিতে ছুটে আসেন। পুলকের মরদেহ কুইন্সের একটি ফিউনেরাল হোমে রাখা হয়েছে। এর আগে শনিবার (১৯ নভেম্বর) পুলকের মরদেহ গ্রহন করা হয়। রোববার (২০ নভেম্বর) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এ পুলকের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠানের পর তার মরদেহ বাফেলো নিয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে (বাফেলো) সোমবার বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজা শেষে স্থানীয় কবর স্থানে তাকে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে। মূল ছবিতে পিতার (ডানে) সাথে পুত্র (বায়ে)।

অপরদিকে একটি সূত্র জানায়, পুলিশ পুলকের এপার্টমেন্ট থেকে তার বান্ধবীকেও অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে হাস-পাতালে নিয়ে যায়। তাকে এনওয়াইপিডি পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। বিস্তারিত জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি।

এদিকে সঙ্গীত শিল্পী হাফিজুর রহমানের পুত্রের অকাল মৃত্যুতে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। মূলধারার রাজনীতিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা একেএম নূরুল হক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ১৬ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইউএস'র প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আলী হোসেন প্রমুখ শোক প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহই প্রকৃত রিযিকদাতা ও মহাশক্তিধর

(শেষের পাতার পর)

ভিত্তিহীন এবং নির্ভজাল সত্য শুধুমাত্র এতটুকু যে, বান্দাদের কাছে যে ধরণের রহমতই আসে নিছক মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। অন্য কারো এ রহমত দান করার ক্ষমতাও নেই এবং রোধ করার শক্তিও কারো নেই। এ বিষয়টি কুরআন মাজিদ ও হাদীসের বহুস্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এভাবে মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াবার এবং সবার কাছে হাত পাতার গ্লানি থেকে রেহাই পাবে। এই সংগে সে এ বিষয়টিও ভালভাবে বুঝে নেবে যে, তার ভাগ্য ভাংগা গড়া এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে নেই। কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ সবার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী ও পূর্ণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পথে কেউ বাঁধা দিতে পারে না। সেই সাথে তিনি জ্ঞানীও। যে ফায়সালাই তিনি করেন পুরপুরি জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই করেন। কাউকে দিলে সেটিই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন এবং কাউকে না দিলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ যে রহমতের দরজা মানুষের জন্য খুলে দেন তা রুদ্ধ করার কেউ নেই এবং যা তিনি রুদ্ধ করে দেন তা আল্লাহর পরে আর কেউ খোলার নেই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী।"(সুরা ফাতির:২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।"(সুরা যারিয়াত:৫৮)

এ পৃথিবীতে রিযিকদানের পরোক্ষ মাধ্যম যে বা যাই হোক না কেন তাদের সবার চেয়ে উত্তম রিযিকদাতা হলেন, আল্লাহ তা'আলা। কুরআন মাজিদের বহু স্থানে এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও আল্লাহ তা'আলাকে আহসানুল খালিকিন "সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা", কোথাও খায়রুল গাফিরিন "সর্বোত্তম ক্ষমাকারী", কোথাও খায়রুল হাকিমিন"সর্বোত্তম বিচারক", খায়রুর রাহিমিন"সর্বোত্তম দয়ালু", কোথাও খায়রুন নাছিরিন "সর্বোত্তম সাহায্যকারী" বলা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলুকের ক্ষেত্রে সৃষ্টি বা মাখলুকের সাথে রিযিক দেয়া, সৃষ্টি করা, দয়া করা এবং সাহায্য করার যে সম্পর্ক তা রূপক বা পরোক্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যারাই তোমাদেরকে বেতন, পারিশ্রমিক বা খাদ্য দিচ্ছে বলে দেখা যায়, যাদেরকেই তাদের শিল্প ও কারিগরী দক্ষতা দিয়ে কিছু তৈরী করতে দেখা যায় অথবা যাদেরকেই অন্যদের অপরাধ ক্ষমা করতে, দয়া করতে এবং সাহায্য করতে দেখা যায় আল্লাহ তাদের সবার চেয়ে বড় রিযিকদাতা, বড় সৃষ্টিকর্তা, বড় দয়ালু, বড় ক্ষমাকারী এবং বড় সাহায্যকারী। আল্লাহ তা'আলাই যে বড় রিযিকদাতা তার প্রমাণ আমরা তা বাস্তব চোখে দেখতে পাই, যখন অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি শুরু হয় অথবা আকস্মিক কোন ঝড়-তুফান এসে মাঠের পর মাঠের ফসল মাটির সাথে মিশে যায়। মানুষ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য প্রাণী বা সৃষ্টিকুলের খাদ্য পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"ভূপৃষ্টে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর বর্তায় না এবং যার সম্পর্কে তিনি জানেন না, কোথায় সে থাকে এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হয়।"(সুরা হুদঃ ৬) অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি পাখির বাসা ও প্রত্যেকটি পোকা-মাকড়ের গর্ত সম্পর্কে জানেন এবং তাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি তাদের জীবনোপকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তিনিই তো তোমাদের নিদর্শন দেখান এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক নাযিল করেন (কিন্তু এসব নিদর্শন দেখে) কেবল তারাই শিক্ষা গ্রহণ করে যারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (সুতরাং হে প্রত্যাবর্তনকারীরা) দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকেই ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফেরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।"(সুরা মুমিন ঃ ১৩) এখানে রিযিক নাযিল মানে বৃষ্টিপাত। কেননা মানুষ এ পৃথিবীতে যত প্রকার রিযিক লাভ করে থাকে তা সবই বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসংখ্য নিদর্শনসমুহের মধ্য থেকে এ একটি মাত্র নিদর্শনের কথা ধরে তুলে এ মর্মে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তোমরা যদি কেবল এ একটি জিনিষের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো তাহলে বুঝতে পারবে, কুরআনে তোমাদেরকে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা বিধানের যে ধারনা দেয়া হচ্ছে সেটিই বাস্তব ও সত্য।

এ পৃথিবীতে পশু ও উদ্ভিদের লাখো লাখো শ্রেনী পাওয়া যায়। তাদের প্রত্যেকের সংখ্যা শত শত কোটি হবে এবং তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা খাদ্যের প্রয়োজন। স্রষ্টা তাদের প্রত্যেক শ্রেনীর খাদ্যবস্তু এত বিপুল পরিমাণে এবং প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার এত কাছাকাছি রেখে দিয়েছেন যার ফলে কোন শ্রেনীর কোন একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। তারপর এ ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও আকাশের প্রতি বিচিত্র শক্তি মিলেমিশে কাজ করে যাদের সংখ্যা গণনা করা কঠিন। তাপ, আলো, বাতাস, পানি ও মাটির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যদি ঠিকমতো আনুপাতিক হারে সহযোগীতা না থাকে তাহলে এক বিন্দু পরিমাণ খাদ্যও উৎপন্ন হতে পারে না। সুতরাং কে কল্পনা করতে পারে, এ বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা একজন ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থাপনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছাড়া এমনিই ঘটনাক্রমে হতে পারে। এবং বুদ্ধি সচেতন অবস্থায় কে একথা চিন্তা করতে পারে যে, এ ব্যবস্থাপনায় জিন, ফেরেশতা বা অন্য কোন মহা মনীষীর আত্মার কোন হাত আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"কত জীব-জানোয়ার আছে যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না। আল্লাহই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদের জীবিকাদাতাও তিনিই, তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।"(সুরা আনকাবূত:৬০) আমাদের চোখের সামনে এই যে অসংখ্য পশুপাখি ও জলজপ্রাণী জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিচরন করে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্য থেকে কে তার জীবিকা বহন করে ফিরছে? আল্লাহই তো এদের সবাইকে প্রতিপালন করছেন। যেখানেই যায় আল্লাহর অনুগ্রহে এরা কোন না কোন প্রকারে জীবিকা লাভ করে থাকে। আল্লাহ যেখান থেকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে রিযিক দিচ্ছেন সেখান থেকে তোমাদেরও দেবেন। আকাশের পাখিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তারা বুনেওনা, কাটেওনা, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি আল্লাহ তাদের আহার দিয়ে থাকেন। মানুষ তাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ট, তাদের খাদ্যও তিনি দেন। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা থেকে আমরা অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেয়ে থাকি। এসব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা কিভাবে করেন তার একটি উদাহরণ খুবই সাম্প্রতিক একটি ঘটনা থেকে জানতে পারি। তা হলো, দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক শরীফ উদ্দিনকে সততা ও নিষ্ঠায় অটল থাকার কারণে গত ফেব্রয়ারী-২০২২ চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করেন।

ঘটনায় প্রকাশ, "দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো: শরীফ উদ্দিন কক্সবাজারে সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের সাড়ে তিন লাখ কোটি টাকার জমি অধিগ্রহণ কাজে দুর্নীতি. প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্পখাত কক্সবাজার পৌরসভার পানি শোধনাগার প্রকল্পে অনিয়ম উদঘাটন, রোহিঙ্গাদের এনআইডি ও পাসপোর্ট জালিয়াতির উৎস অনুসন্ধান, কর্ণফুলি গ্যাসের বড় বড় রাঘব বোয়ালদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে মামলার সুপারিশ কওে ছিলেন। অনেকের বিরুদ্ধে মামলাও করে ছিলেন। আবার অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রও দিয়েছিলেন শরীফ। কক্সবাজারের জমি অধিগ্রহণ প্রকল্পে ২২ জন আমলা, তিনজন পুলিশ কর্মকর্তা, স্থানীয় এমপি, রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়ায় বিষয়টি কাল হয়ে দাঁড়ায় শরীফ উদ্দিনের। ১৬ই জুন ২০২১ তাকে চট্রগ্রাম থেকে পটুয়াখালিতে বদলি করা হয়। চলতি বছরের ১৬ ফেব্রয়ারী দুদকের চাকুরী বিধিমালা ৫৪-এর ২ ধারায় কমিশনের একক ক্ষমতা বলে শরীফ উদ্দিনকে চাকুরীচ্যুত করা হয়।" ইত্তেফাক: ৯ নভেম্বর/২২) চাকুরী হারিয়ে শরীফ মানবেতর জীবন যাপন করেন। নিজের ভাইয়ের কনফেকশনারীতে ক্যাশিয়ারের চাকুরী করে সংসার চালান।

অথচ তিনি সামান্য একটু নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ঐ সমস্ত রাঘব বোয়ালদের সাথে সমঝোতায় আসতে পারতেন, তাতে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাঁর সততা ও নৈতিকতায় অটল থেকেছেন। তাঁরই পুরস্কার আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে দিয়েছেন। ঐ তারিখের ইত্তেফাকের খবর "দুদকের চাকরি হারানো শরীফ উদ্দিনকে প্রতি মাসে ২ লাখ টাকা বেতনে চাকুরির অফার দিয়েছে একটি এয়ারলাইন্স কোম্পানী। আরো অনেক দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠান এমনকি একটি বিদেশী ডিফেন্স কোম্পানী তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান জয়েনিং লেটারও পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার বাস্তব জীবনে স্বচক্ষে দেখা আরেকটি ঘটনা "১৯৯৭ বা ১৯৯৮ সাল, আমি নারায়নগন্জ মাসদাইর জামে মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি। ইমাম সাহেব প্রতি জুমাবারে সমসাময়িক বিষয়ের ওপর কুরআন-হাদীসের আলোকে স্পষ্ট ও অকপটে বয়ান করেন। তাতে কে খুশি বা নারাজ হলো, তাতে তার কোচ পরোয়া নাই। কোন এক জুমাবারে তিনি ক্ষমতাসীন সরকারের একটি শিরকী কাজের বিরুদ্ধে খুৎবা দেন। সরকারী দলের স্থানীয় এমপি তাতে ক্ষেপে যান এবং তাকে চাকুরী ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য বলেন। পরের জুমাবারে ইমাম সাহেব চাকুরী করবেন না বলে ঘোষনা দেন। সাথে সাথে জুমার খুৎবা চলাকালে পাশের এলাকার একজন প্রভাবশালী সমাজপতি ঘোষনা দেন যে, আমাদের মহল্লায় একটি মসজিদের জায়গা নির্ধারণ করা আছে। যতদিন মসজিদ না হবে, ততদিন আপনি বর্তমান বেতনের দ্বিগুণ এবং একটি দোতলার ফ্লাটে ফ্রি বসবাস করবেন। তিনি ঐ দিন বিকালেই সেখানে স্থানান্তর হন।"

সুতরাং, রিযিকের জন্য কোন অবৈধ পন্থা অবলম্বন করবেন না। রিযিকের মালিক আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ান। তিনিই আপনার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। তিনি 'জু কুওয়াতুল মাতিন' অর্থাৎ অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী। তিনি কোত্থেকে কিভাবে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

(শেষের পাতার পর)

কমিটির অন্যান্য কর্মকর্তারা হলেন: সিনিয়র সহ সভাপতি- গোলাম এন হায়দার মুকুট, সহ সভাপতি- শেখ আব্দুল মালেক, তানভীর মিলন, মো: ইউসুফ বিজু, মজিবুর রহমান বাবু, সোহেলা পারভীন বেবী, আব্দুর রশিদ বাবু ও রুবেল চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- গণেশ কীর্ত্তনিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক- গোলাম জিয়াউদ্দিন মনিফ, গোলাম খান লিপন, মেহেদী হাসান ও জাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক- মো: ইসহাক মিয়া, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- শহীদ জামান, অর্থ সম্পাদক- শফিক খান, মহিলা সম্পাদিকা- শিল্পী রাণী মন্ডল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- শাওন ভূইয়া, সহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- শ্রাবনী সরকার, প্রচার সম্পাদক- নয়ন হোসেন, দপ্তর সম্পাদক- ইব্রাহিম ভূইয়া, ক্রীড়া সম্পাদক- মোহাম্মদ মিঠু মিয়া, সহ ক্রীড়া সম্পাদক- শেখ অয়ন, আপ্যায়ন সম্পাদক- মো: ওয়াজেদ মিয়া, সহ আপ্যায়ন সম্পাদক- লোকমান হোসেন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক- মো: নেছার আহমেদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- আশিফুল ইসলাম শাওন, সহ সমাজ কল্যাণ- সম্পাদক মোহাম্মদ লিটন, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক- আবুল কামাম আজাদ এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে সেলিম ইব্রাহিম, মিলন মোল্লা, তানভীর করিম, নাসিম খান, আজিজুল হক আরজু, মানিক ওয়াদুদ, মোহাম্মদ আলী, ইসরাত জাহান, সাইফুল আলম দুলাল, নীরঞ্জন শীল, শেখ শামীম আহমেদ, গালিব আজীম, জোবায়ের হোসেন, আবুল কালাম আজাদ কিরণ, আলবীন রোজারিও ও সাইফুল ইসলাম শাহীন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ফাইনাল খেলবে

(শেষের পাতার পর)

ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের মৃত্যু কিংবা করোনা মহামারির আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এবার তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে। আসর শুরুর এক দিন আগে ঘোষণা দিয়েছেন, ফাইনালে খেলবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবং লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা।

ব্রিটিশ গণমাধ্যম 'ডেইলি স্টার'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অ্যাথোস বলেছেন, 'এবার ব্রাজিলের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। হয়তো ফাইনালে উঠবে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না।'

ব্রাজিলের এই ভবিষ্যদ্বক্তার কথা অনুযায়ী, কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে যেতে পারে পাঁচটি দল- আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড। যদিও সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা তাঁর নিজের দেশের নেই বলে জানিয়েছেন অ্যাথোস। তাহলে কারা খেলবে কাতার বিশ্বকাপের ফাইনাল?

ব্রাজিলের জনপ্রিয় ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছেন, 'ট্যাঙ্গো নৃত্যের দেশ এবং মধ্য-ইউরোপের একটি দেশ মুখোমুখি হবে ফাইনালে।' অ্যাথোসের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৮ ডিসেম্বরের ফাইনালের দুই দল হলো আর্জেন্টিনা এবং বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। কাতার বিশ্বকাপ শুরুর আগের দিন অ্যাথোস অবশ্য চ্যাম্পিয়ন দলের নাম বলেননি।

গত কয়েক বছরে তার কয়েকটি বড় ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ায় অ্যাথোসকে ডাকা হয় 'দ্য লিভিং নস্ট্রাদামুস' বলে। কাতার বিশ্বকাপ নিয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর পর আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্সের ভক্তরা আনন্দিত হতেই পারেন।

সংবাদ সম্মেলনে বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ

বাঙালী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করবে দামাল

নিউইয়র্ক: মুক্তিযুদ্ধের সময়কার স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমা দামাল। মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থের যোগান দিতে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে কিভাবে ফুটবল খেলে টাকা তুলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে করা হত তাই তুলে ধরা হয়েছে সিনেমাটিতে। যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রবাসে বেড়ে উঠা বাঙ্গালী প্রজন্মের কিশোর-কিশোরী ও শিশুরা ছবিটি দেখলে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হবে। সেই সাথে জীবনে চলার পথের ঘাত-প্রতিঘাতে ঘুরে দাড়ানোর অনুপ্রেরণা জাগবে ছবিটি দেখলে। ডিসেম্বর মাসকে সামনে রেখেই 'দামাল' চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনি। এছাড়া যারা বাংলা বুঝেনা তারাও ছবিটি দেখতে পারবে। ছবিটিতে ইংরেজী সাব-টাইটেল রয়েছে।

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৫টি শহরে মুক্তি পাওয়া বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র 'দামাল' সম্পর্কে এভাবে তুলে ধরেন বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ। স্থানীয় সময় বুধবার (১৬ নভেম্বর) জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি বলেন, ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু করে বায়োস্কোপ ফিল্ম। এ পর্যন্ত ২৮টি ছবি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দামাল হচ্ছে ২৯তম ছবি। তবে গত ৫বছরের পথচলায় পরাণ সবচেয়ে সফল প্রদর্শিত সিনেমা বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলা ছবি নিয়ে কাজ করায় প্রথম দিকে অনেকেই হাসি-ঠাট্টা করলেও এখন বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলা ছবি দেখানোর পিছনে দুটো লক্ষ্য ছিল। এর মধ্যে অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রবাসে বাংলা ছবির দর্শক তৈরি করা এবং কি ধরনের ছবি হওয়া প্রয়োজন দর্শকরাই যাতে তা ঠিক করতে পারে, এটাই নিশ্চিত করা।

এসময় তিনি বায়োস্কোপ ফিল্মসের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেন, বায়স্কোপ আফ্রিকায় নিবন্ধিত হয়েছে ২০২০ সালে। তবে এখনো কর্মকান্ড শুরু হয়নি। এবছর বায়োস্কোপ কানাডা নিবন্ধন হয়েছে। পরাণই হবে বায়োস্কোপ কানাডার প্রথম ছবি। ডিসেম্বরেই এটি প্রদর্শিত হবে। আগামী বছরের প্রথম দিকে বায়োস্কোপ দুবাই নিবন্ধিত হবে। দুবাইয়ের মার্কেটও দেখতে চায় বায়োস্কোপ ফিল্মস। দুবাইতে ৪৭টি প্রেক্ষাগৃহে বাংলা ছবি নিয়ে যাবে বায়োস্কোপ ফিল্মস। এছাড়া ভবিষ্যতে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ব্যানাওে বাংলা ছবি নির্মিত হবে বলেও তিনি জানান।

তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে এখন বাংলা ছবি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বাংলা ছবি প্রদর্শিত হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার আয়ও বাড়ছে। ভালো কন্টেন্টের সিনেমার জন্য দর্শকের অভাব হয় না। আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রের সফল প্রদর্শনী উৎসাহজনক। নিউয়র্কের মতো বড় শহরের বাইরেও প্রান্তিক আমেরিকার বিভিন্ন হলে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক এখন প্রচুর।



সংবাদ সম্মেলনে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, নতুন উদ্যেগকে সমর্থন দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কমিউনিটির সাংবাদিকরা। বাংলা সিনেমা কমিউনিটিতে দ্রুতই তার জায়গা করে নিবে। রুচিশীল বাংলা সিনেমা, যে গুলো কমিউনিটির মানুষের জীবনের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত সে গুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা হলে সবাই উপকৃত হবে।

সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী বলেন, আমরা ভাবতাম আমাদের জীবন নিয়ে এভাবে একদিন সিনেমা হবে। পরিচালক, রচয়িতাদের উদ্ভুদ্ধ করতে হবে। দামাল মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা। ডিসেম্বর মাসকে সামনে রেখে দামাল চমৎকার সাড়া ফেলবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ফুটবল খেলার সাথে সাথে গান গেয়ে আর্থিক তহবিল গড়ার পাশাপাশি ভারতীয়দের উদ্ধুদ্ধ করতে ভূমিকা রেখেছে অনেক মুক্তিযোদ্ধা গায়ক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবাসে প্রবাহে কাজ করছে বায়োস্কোপ ফিল্মস। কমিউনিটির প্রবাসীদের জীবন-সংগ্রাম ও বেড়ে উঠার গল্প নিয়ে চলচিত্র নির্মানের আহবান জানান তিনি। যা প্রবাসীদের পাশাপাশি বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গত ১৮ নভেম্বর শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স, ক্যালফোর্নিয়ার নর্থ হলিউড, সান ফ্রান্সিসকো, টেক্সাসের ডালাস, হিউস্টোন, বাল্টিমোর, শিকাগো, ওরল্যান্ডো, মিয়ামি, ড্রেটয়েট, রেনো, পোর্টল্যান্ড, বোস্টনসহ ১৫টি শহরে মুক্তি পায় দামাল। আগামী ২ ডিসেম্বর রিগ্যাল, হারকিনস, সিনেমার্কের ৫০টি থিয়েটারে মুক্তি পাবে 'দামাল'। এরই মধ্যে অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে।

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লি. ও চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগরের গল্প অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন রায়হান রাফী। দামালের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিদ্যা সিনহা মিম, সিয়াম আহমেদ, শরিফুল রাজ, সুমিত, রাশেদ অপু, সাঈদ বাবু, শাহনাজ সুমি, সৈয়দ নাজমুস সাকিব প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 21 // 2022

সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী



নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ ও আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ।

গত ১৫ নভেম্বর জরুরী প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী বাংলাদেশে যাওয়ায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সহ-সাধারণ সম্পাদক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন । সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকী নিউইয়র্কে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন । এদিকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে আমিনুল ইসলাম চৌধুরী এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে সংগঠনের সকল কর্মকর্তা সহ প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করছেন । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে রোহিঙ্গা রেজুলেশন গৃহীত





আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটিতে 'মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিমসহ অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক রেজুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । রেজুলেশনটি যৌথভাবে উত্থাপন করে ওআইসি এবং ইউরোপিও ইউনিয়ন । এবারের রেজুলেশনটিতে ১০৯টি দেশ সহ-পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে যা এ যাবত সর্বোচ্চ । রেজুলেশনটিতে প্রাথমিকভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, মিয়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর যা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আরও অবনতির শিকার হয়েছে । এতে রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারণ খুঁজে বের করা, রাখাইন রাজ্যে স্বপ্রণোদিত, নিরাপদ ও টেকসই প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, এবং মিয়ানমারে নিযুক্ত জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দূতসহ জাতিসংঘের সকল মানবাধিকার ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতে মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে । মিয়ানমারের রাজনৈতিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে রেজুলেশনটিতে আঞ্চলিক দেশ ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলো যেমন আসিয়ান এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়েছে । বিশেষ করে সর্বসম্মতিক্রমে আসিয়ান গৃহীত পাঁচদফা সুপারিশের দ্রুত বাস্তবায়নের উপর গুরত্বারোপ করা হয়েছে এতে । চলমান বিচার ও দায়বদ্ধতা নিরুপন প্রক্রিয়ার উপর রেজুলেশনটিতে সজাগ দৃষ্টি বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে, পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলার অগ্রগতি এবং আন্তজার্তিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউশনের তদন্তকে স্বাগত জানানো হয়েছে । রেজুলেশনটিতে বাংলাদেশের প্রতি সংহতি প্রকাশ ও বাংলাদেশ গৃহীত মানবিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে । রোহিঙ্গাদের উপর মানবাধিকার লঙ্গণের জন্য ন্যায় বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ, আইসিসি, আইআইএমএম ও অন্যান্য দায়বদ্ধতা নিরূপণকারী ব্যবস্থার সাথে যেভাবে সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছে তা প্রসংশিত হয়েছে এতে । 'রেসপনসিবিলিটি অ্যান্ড বার্ডেন শেয়ারিং' নীতির আওতায় যাতে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ বাংলাদেশে মানবিক আশ্রয়ে থাকা রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখে সে আহ্বানও জানানো হয়েছে এবারের রেজুলেশনে ।

রেজুলেশনটি গৃহীত হওয়ার সময় প্রদত্ত বক্তব্যে বাংলাদেশের চার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্স মোঃ মনোয়ার হোসেন বলেন, "প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত ক্যাম্পে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংহতি পাওয়ার দাবি রাখে । এই মানবিক সাড়াদান প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থায়ন" । গুরুত্বপূর্ণ এই মানবাধিকার ইস্যুতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ওআইসি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি । বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘ মেয়াদী উপস্থিতির অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরে জনাব হোসেন বলেন, "আমরা মানবিক বিবেচনায় মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছিলাম, ব্যস্তচ্যুত এ জনগোষ্ঠীর সবসময়ই মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে । সে লক্ষ্যে আমরা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উভয় ফ্রন্টে বহুমূখী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি যাতে মিয়ানমারে নিরাপদ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবর্তন উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়" ।

জাতিসংঘের এ রেজুলেশনটি রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি বিভিন্ন অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সংহতি প্রকাশের একটি অনন্য উদাহরণ । এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় যে মিয়ানমারের পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতির দিকে যাচ্ছে যারফলে বিলম্বিত হচ্ছে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন । এহেন পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সমস্যার টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে রেজুলেশনটি জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করতে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে । প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।



মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি সভা অনুষ্ঠিত



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউ এসএ ইনক এর উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের যৌথ সভা গত ১৩ নভেম্বর রোববার ব্রঙ্কসের গোল্ডেন প্লেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে । উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি তজমুল হোসেন এবং সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন । খবর ইউএনএ'র ।

সভায় সংগঠনের উপদেষ্টা আব্দুল মছব্বির, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন ও সুলেমান আহমেদ এবং সহ-সভাপতি সৈয়দ আবুল কাশেম, সহ সাধারণ সম্পাদক নিখিল দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, প্রচার সম্পাদক সৈয়দ পাহমি, কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর আলম ও শাহীন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন ।

সভায় সংগঠনের আগামী দিনের সম্ভাব্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং কতিপয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এছাড়াও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির উদ্যোগে বাংলাদেশে রিক্সা বিতরণ ও কভিড ১৯ এর জন্য অক্সিজেন বিতরণের জন্য ঢাকাস্থ মৌলভীবাজার জেলা সমিতির পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক উপহার প্রদান করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় ।



সাংবাদিক ও কমিউনিটির সাথে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান

বিদেশীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তী তুলে ধরার আহ্বান



নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে (বা থেকে) কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, দূতাবাসের মিনিস্টার (প্রেস) এ জেড এম সাজ্জাদ হোসাইন, বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে নিযুক্ত মিনিস্টার (প্রেস) নূর-এ ইলাহী মিনা। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান সাংবাদিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়কালে বলেছেন, একাত্তরের বাংলাদেশ আর আজকের বাংলাদেশ এক নয়। স্বাধীনতার পঞ্চশ বছরে দেশে অনেক উন্নয়ন-অগ্রগতি হয়েছে। এই উন্নয়ন-অগ্রগতির কথা বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তী তুলে ধরতে হবে। এজন্য সকল প্রবাসীকে দলমতের উর্ধ্বে এক একজন অ্যাম্বাসেডরের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপশি তিনি বলেন, দেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমেরিকার সাথে বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করতে কাজ করে যাবো। তিনি তার দায়িত্ব পালনকালে সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করেন। খবর ইউএনএ'র।

শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে আয়োজিত পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভায় রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান উপরোক্ত আহ্বান জানান। গত সেপেম্বর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত হওয়ার পর সাংবাদিক ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে এটাই তার প্রথম মতবিনিময়। এর আগে রাষ্ট্রদূত সোনালী এক্সচেঞ্জ সহ নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন বিভিন্ন মানি ট্রান্সমিটার প্রতিষ্ঠানের সিইও/প্রেসিডেন্টদের সাথে কনস্যুলেটে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি বৈধ পদে প্রবাসীদের দেশে বেশী বেশী অর্থ প্রেরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং কনস্যুলেট বা দূতাবাসের করনীয় সম্পর্কে মতামত গ্রহণ করেন। এবং রেমিট্যান্স বাড়াতে আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করা, হুন্ডি বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের সাথে পৃথক সভায় মতবিনিময় করেন। এরপর সন্ধ্যায় তিনি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এসব মতবিনিময় সভায় ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের মিনিস্টার (প্রেস) এ জেড এম সাজ্জাদ হোসাইন, জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে নিযুক্ত ফার্স্ট সেক্রেটারী (প্রেস) নূর-এ ইলাহী মিনা ও সোনালী এক্সচেঞ্জ ইনক'র প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দেবশ্রী মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান পরিচিত হন এবং উপস্থিত বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এসময় প্রবাসীদের ভোটাধিকার, এনআইডি, পাওয়ার অব এটর্ণী, দ্বৈত নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সহজীকরণ, বৈধভাবে রেমিটেন্স প্রেরণ এবং হুন্ডির মাধ্যমে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন প্রশ্নে সরকার ও দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহ প্রবাসীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে বলেন, তার দূতাবাসের দরজা সকল প্রবাসীর জন্য খোলা। পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তি বিদেশীদের কাছে তুলে ধরার জন্য তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল প্রবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সাংবাদিকদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়কালে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের স্বাগত জানিয়ে নতুন রাষ্ট্রদূতের পরিচিতি তুলে ধরেন। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দূতাবাসের মিনিস্টার (প্রেস) সাজ্জাদ হোসেন ও বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারী (প্রেস) নূর এলাহি মিনা। এ সময় নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের কাউন্সিলর আয়শা হক, ফার্স্ট সেক্রেটারী ও দূতালয় প্রধান ইসরাত জাহান এবং ফার্স্ট সেক্রেটারী প্রসূন কুমার চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বলেন, দেশের সঠিক তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের ইমেজ আরো সমুন্নত করা সম্ভব। পাশাপাশি দূতাবাস বা কনস্যুলার সেবা প্রার্থী সহ প্রবাসীদের যে কোনো ধরনের সমস্যার সঠিক তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশ পেলে তা সমাধানের সচেষ্ট থাকবে দূতাবাস।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তওে রাষ্ট্রদূত ইমরান বলেন, এনআইডি ইস্যু কার্যক্রম বহির্বিশ্বে চালু হলে তা যুক্তরাষ্ট্রেও চালু হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বৈধপথে তথা ব্যাংকিং চ্যানেলে যে পরিমান রেমিট্যান্স যাচ্ছে, তার প্রায় সমপরিমাণ যাচ্ছে হুন্ডির মাধ্যমে। হুন্ডিতে প্রেরিত অর্থ জাতীয় উন্নয়নে যেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না, তেমনি ওই অর্থে বৈধভাবে কোনো স্থাপনা নির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ বিনিয়োগে সহজ হয় না।

কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়কালে রাষ্ট্রদূত বলেন, আমি আপনাদেও সরকারী প্রতিনিধি। আপনাদেরকে আমি না চিনলে, জানলে, পরিচয় না হলে কিভাবে কাজ করবো। তিনি বলেন, আমরা সরকারী দূত আর সকল প্রবাসী বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের প্রকৃত দূত। তাই প্রবাসীরাও দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকানদের মূলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হয়ে বাংলাদেশের স্বার্থে কাজ করারও আহবান জানান।

এই পর্বে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত লোকসঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সঙ্গীত শিল্পী তাজুল ইমাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ও বাকসু'র সাবেক জিএস ড. প্রদীপ রঞ্জন কর প্রমুখ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু সহ ডা. মাসুদুল হাসান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, সাংবাদিক নিনি ওয়াহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. বাতেন, খানস টিউটিরিয়াল এর চেয়ারপার্সন না ।মি খান ও সিইও ড. ইভান খান, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপিকা শাহনাজ মমতাজ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সোলায়মান আলী, সোসাইটির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে নওশাদ হোসেন, সাদী মিন্টু, রিজু মোহাম্মদ প্রমুখ উপস্থি ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে উপস্থিত কর্তকর্তারা ফুলের তোড়া দিয়ে রাষ্ট্রদূতকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান।

উল্লেখ্য, পেশাদার কূটনীতিক মোহাম্মদ ইমরান ভারতের দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসাবে কর্মরত অবস্থায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং সেপ্টেম্বর মাসেই ওয়াশিংটন ডিসিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে যোগ দেন।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



সব রাস্তা বন্ধ, ফ্লাইট বাতিল : জনজীবনে ভোগান্তি

প্রবল তুষারঝড়ে ৬ ফুট বরফের নিচে পশ্চিম নিউইয়র্ক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: এক ঐতিহাসিক তুষারঝড়ে পশ্চিম নিউইয়র্ক রাজ্যের কিছু জায়গায় ৬ ফুটেরও বেশি বরফ জমে গেছে। বেশির ভাগ রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, ড্রাইভিং নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয় থ্যাঙ্কসগিভিং ছুটির আগে সপ্তাহান্তে সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের মতে, বাফেলো অঞ্চলে ফের ভারী তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে মেট্রো বাফেলোর উত্তরে লেক অন্টারিওর উপরে বেশিরভাগ জায়গায় ভারী তুষারপাত হয়েছে। নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



আল্লাহই প্রকৃত রিযিকদাতা ও মহাশক্তিধর

জাফর আহমদ

যারা মনে করে আমরাই মানুষের রিযিকদাতা, সন্তানদাতা এবং কেউ রোগ নিরাময়কারী, তাদের এ ধারনা অবশ্যই ভুল ও অমূলক। শিরকের এ সমস্ত ধারনা একেবারেই (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ'র সাধারণ সভা ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে (৩৭-১১ ৫৭ স্ট্রীট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭)।

ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান ২৬ নভেম্বর শনিবার বিকেল ৩টায় নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেল (১০৪-০৪ ডিটমার্স বুলেভার্ড, ইষ্ট এলমহার্স্ট)।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

আসাদ সভাপতি, উজ্জল সম্পাদক





নিউইয়র্ক: নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকের কার্যকরী কমিটির (২০২২-২০২৪) পুর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ উজ্জল বিপুল এবং সাধারণ সম্পাদক আসাদ জামান। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের সেমিনার

কালেকটিভ একাডেমির মেধাবী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রথমবারের মত কালেকটিভ একাডেমি টিউটরিং সেন্টার এবং তাদের মেধাবী, অতি দক্ষ প্রশিক্ষকবৃন্দ ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা সম্মাননা লাভ করেছেন। এ সম্মাননা প্রদান করেছে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ। এ উপলক্ষে গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার সিটির জ্যাকসন হাইটসের জুইশ সেন্টারে আয়োজিত সেমিনারের এক পর্বে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাঈদ তারেকের কলাম

গুডলাক বিএনপি অ্যান্ড...



এক দিক দিয়ে ভা লোই হয়েছে, আপাতত: টেনশন উদ্বেগ দুশ্চিন্তার কিছুটা নিরসন ঘটেছে। মীর্জা ফখরুল বলে দিয়ে ছেন ১০ তারিখে ঢাকায় কোন মহা সমা বেশ হচ্ছে না। বিভাগীয় পর্যায়ে গণ সমা বেশ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে শেষ সমা বেশটা হবে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির হালাল চিকেন বিতরণ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের অন্যতম সামাজিক সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে হালাল চিকেন বিতরণ করা হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর, শুক্রবার বাদ জুমআ এস্টোরিয়াস্থ আল-আমিন মসজিদ প্রাঙ্গনে এই (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



খেলার খবর

ব্রাজিলের সেই জ্যোতিষী বললেন

ফাইনাল খেলবে ফ্রান্স-আর্জেন্টিনা

স্পোর্টস ডেস্ক: একাধিক আলোচিত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন ব্রাজিলের জ্যোতিষী অ্যাথোস সালোমি। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

সিল্কি চুল পেতে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চুলের প্রাকৃতিক কন্ডিশনার হিসেবে কলা অনন্য। চুলকে হাইড্রেট করে কলা। এ ছাড়া ফলটিতে থাকা ভিটামিন ই, সি এবং এ চুল মসৃণ, সিল্কি ও নরম করে। রোধ করে চুলের ফেটে যাওয়াও। জেনে নিন চুলের যত্নে কলা কিভাবে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯পাতায়)

নতুন উদ্যমে ঢাবি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘ আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগ ও উদ্যমে নিউইয়র্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। রোববার (২০ নভেম্বর) কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

নিউইয়র্কে সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের কমিটি গঠনের দাবী

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। আওয়ামী যুবলীগের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে গত ১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সংবাদ সম্মেলনে বায়োস্কোপ ফিল্মসের সিইও রাজ হামিদ

বাঙালী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করবে দামাল

নিউইয়র্ক: মুক্তিযুদ্ধের সময়কার স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের গল্প নিয়ে নির্মিত সিনেমা দামাল। মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থের যোগান দিতে পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে কিভাবে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

বিনোদন

ব্রাজিলের সাপোর্টার হলেও মেসির খেলা ভালো লাগে-মিম

বিনোদন ডেস্ক: কাতারে শুরু হলো বিশ্বকাপ ফুটবল। এ নিয়ে দেশে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা চলছে। তারকারাও (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/স্পেস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com
Each Office is independently owned and operated

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com